ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 22 May 2019 ■ আগরতলা, ২২ মে, ২০১৯ ইং ■ ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দ্বাদশের বিজ্ঞান বিভাগের শীর্ষ স্থানাধিকারী কৃতি ছাত্র নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের নিলাঞ্জন দেব তার মা বাবার সাথে। ছবি নিজস্ব।

১০০ শতাংশ ভিভিপ্যাটে মিলিয়ে দেখার দাবী নিয়ে নির্বাচন কমিশনে গেল ২২টি বিরোধী দল

বিরক্তিকর আবেদন বলে উড়িয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২১ মে (হি.স.)।। ভিভিপ্যাটের স্লিপের সঙ্গে ইভিএমে প্রদত্ত ভোট ১০০ শতাংশ মিলিয়ে দেখার আবেদন ২২টি বিরোধী দলের। ভোটগণনার আগে কারচুপির আশঙ্কা করেই মঙ্গলবার এই দাবি নিয়ে নির্বাচন কমিশনে স্মারকলিপি জমা দিল ২২টি বিরোধী দল। বিরোধীদের নেতাদের আরও দাবি, গণনা শুরু আগে ভিভিপ্যাটের স্লিপের সঙ্গে অন্তত পাঁচটি বিধানসভার ইভিএমের ভোট মিলিয়ে দেখা হোক।

ভোট শেষ হতেই প্রকাশিত হয়েছে বুথফেরত সমীক্ষায় ফল। আর প্রায় সবকটি সমীক্ষাতেই কেন্দ্রে ফের মোদী সরকার গড়তে চলেছে বলেই দাবি করা হয়েছে উ আর এই নেতিবাচক ফল আসতেই ইভিএম নিয়ে আশঙ্কিত বিরোধীরা। মঙ্গলবার ২২টি বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা ভিভিপ্যাটের স্লিপের সঙ্গে ইভিএমে প্রদত্ত ভোট ১০০ শতাংশ মিলিয়ে দেখার আবেদন করেন । এই দাবি নিয়ে নির্বাচন কমিশনে স্মারকলিপি জমা দিল ২২টি বিরোধী দল। বিরোধীদের নেতাদের আরও দাবি, গণনা শুরু আগে ভিভিপ্যাটের স্লিপের সঙ্গে অন্তত পাঁচটি বিধানসভার ইভিএমের ভোট মিলিয়ে দেখা হোক।

এদিন এবিষয়ে তাঁরা নির্বাচনের কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করেন । ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ২২টি দলের প্রতিনিধিরা। সূত্রের খবর, বৈঠকে দাবি ওঠে, ভোটগণনার শেষ ধাপে নয়, বরং শুরুতেই ভিভিপ্যাটের স্লিপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হোক ইভিএম। তাতে গড়বড় পাওয়া গেলে ১০০ শতাংশ ভিভিপ্যাটের স্লিপ ও ভোট মিলিয়ে দেখা হোক। প্রায় ঘণ্টাখানেক বৈঠক চলে দুপক্ষের।

এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ, অশোক গেহলট, বসপা নেতা সতীশচন্দ্র মিশ্র, সিপিএমের সীতারাম ইয়েচুরি, সিপিআই নেতা ডি রাজা, আপের আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল, তৃণমূলের ডেরেক ও"ব্রায়েন, সপা নেতা রামগোপাল যাদব ও ডিএমকে নেত্রী কানিমোঝি। এদিন নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকের আগে দিল্লিতে বৈঠক করেন বিরোধী নেতানেত্রীরা।

কমিশন থেকে বেরিয়ে কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি বলেন, তিন মাস ধরে নির্বাচন কমিশনের কাছে বিষয়টি নিয়ে বলছি। কিন্তু তারা কোনও জবাব দেয়নি। এক ঘণ্টা শোনার পর আগামিকাল বৈঠকের সময় দিয়েছে কমিশন।

কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ বলেন, আমরা বলে এসেছি, আগে ভিভিপ্যাটের স্লিপ গুনে দেখা হোক। ভুলভ্রান্তি পাওয়া গেলে ১০০ শতাংশ স্লিপ মিলিয়ে দেখার ব্যবস্থা করুন।

তেলেগু দেশম পার্টির চন্দ্রবাবু নাইডুর কথায়,সাধারণ মানুষের ভোটের সঙ্গে কাটাছেঁড়া করা যাবে না।

উল্লেখ্য, এর আগে আজই ভিভিপ্যাটের স্লিপ ও ইভিএমের ভোট ১০০ শতাংশ মিলিয়ে দেখার জনস্বার্থ মামলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। বাধারঘাটে অবস্থিত আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন ইছাবাজার এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে ধর্মনগর থেকে আগরতলাগামী যাত্রীবাহী ট্রেন চলে যাওয়ার পর এলাকাবাসীর নজরে পড়ে কাটা পড়া ব্যক্তির লাশ। তাই ধারণা করা হচ্ছে, আগরতলাগামী ট্রেনেই কাটা পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের অনুমান, মৃত ব্যক্তির বয়স ৫০-এর কাছাকাছি হবে। তবে তাঁর পরিচয় জানা যায়নি। লেভেল ক্রসিঙের পাশে ঘটনাটি ঘটায় এলাকাবাসী ধারণা করছেন, চলন্ত ট্রেনের সামনে দিয়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে কর্তব্যরত জিআরপি এবং আমতলি থানার পুলিশ। দেহটি দু টুকরো হয়ে গিয়েছে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্বাদশে বিজ্ঞান বিভাগের ফলাফল প্রকাশিত, পাশের হার ৮৮.৯৫ %

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশের বিজ্ঞান বিভাগের ফলাফল আজ মঙ্গলবর প্রকাশিত হয়েছে। এ-বছর বিজ্ঞান বিভাগে পাশের হার ৮৮.৯৫ শতাংশ। গতবছর বিজ্ঞান বিভাগে পাশের হার ছিল ৮৪.৩১ শতাংশ। সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি ড. ভবতোষ সাহা। তিনি আরও জানান, এ-বছর দ্বাদশের বিজ্ঞান বিভাগে কৃতী তালিকায় রয়েছেন ১২ জন। তাদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ছাত্র নিলাঞ্জন দেব।

ড. ভবতোষ সাহা বলেন, ১ মার্চ থেকে দ্বাদশের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। পরীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে ৩ এপ্রিল। মোট ৫৯টি সেন্টার এবং ৮১টি পরীক্ষা হল-এ দ্বাদশের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, এ-বছর দ্বাদশে মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ২৭,২০০ জন। তাদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষা দিয়েছেন ৩,৩৫৮ জন এবং পাশ করেছে ২,৯৮৭ জন।

তাঁর দাবি, এ-বছর ২৬দিন সময় লেগেছে উত্তরপত্র মূল্যায়ণ শেষ করে বিজ্ঞান বিভাগের ফলাফল ঘোষণা করতে। গত বছর সময় লেগেছিল ২৭দিন। তিনি জানান, ফলাফলে সন্তুষ্ট না হলে পুনর্মূল্যায়ণের জন্য পরীক্ষার্থীদের আগামীকাল থেকে তিন দিনের মধ্যে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট ফরমেটে আবেদন জানাতে হবে। বিদ্যালয়গুলিকে আগামীকাল থেকে ৫ দিনের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মূল্যায়ণের আবেদনপত্র পর্ষদে পৌঁছাতে হবে।

পর্ষদ সভাপতির কথায়, এ-বছর দ্বাদশে বিজ্ঞান বিভাগে পাশের হার বেড়েছে। এ-বার দ্বাদশ বিজ্ঞান বিভাগে পাশের হার ৮৮.৯৫ শতাংশ। গত বছর পাশের হার ছিল ৮৪.৩১ শতাংশ। গত বছর বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষা দিয়েছিলেন ৩,৩২৮ জন এবং পাশ করেছিলেন ২,৫৫২ জন। তিনি জানান, জুনের ৯ কিংবা ১০ তারিখের মধ্যে দ্বাদশের কলা ও বাণিজ্য বিভাগ এবং মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশিত হবে।

উচ্চ নিরাপত্তা বলয় ভেদ করে বিক্ষোভ, তিন জওয়ান বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। উচ্চ নিরাপত্তা বলয় ভেদ করে মহিলা কংগ্রেস কর্মীদের ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘটনায় সুরক্ষা ব্যবস্থায় ত্রুটির জন্য তিন টিএসআর জওয়ানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এছাড়া আরো তিন নিরাপত্তা কর্মীর উপর শাস্তির খড়্গ ঝুলছে। তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর।

প্রসঙ্গত, মধুপুরে এক গৃহবধূকে গাছে বেঁধে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় গত ১৭ মে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সাধারণত, দীন দয়াল উপাধ্যায় লেন নিরাপত্তার চাদড়ে মোড়া থাকে। কারণ, ওই রাস্তায় মুখ্যমন্ত্রী সহ বিভিন্ন মন্ত্রিদের সরকারী আবাসন রয়েছে। ফলে, ওই রাস্তার দুই প্রান্তে ব্যারিকেড দেওয়া থাকে। সাথে নিরাপত্তা রক্ষীরাও সুরক্ষা ব্যবস্থায় মোতায়েন থাকেন। কিন্তু, ওইদিন মহিলা কংগ্রেসের কর্মীরা নিরাপত্তা বলয় ভেদ করে সোজা মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের মূল ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ প্রাদর্শন করেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে অবশ্য তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, উচ্চ নিরাপত্তা বলয় তাঁরা কিভাবে ভেদ করলেন, তা নিয়ে পুলিশ প্রশাসন সমালোচিত হয়েছে।

তবে, ওই ঘটনায় কর্তব্যে গাফিলতির জন্য কাউকে রেহাই দেয়নি পুলিশ প্রশাসন। টিএসআর ১১ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট অমরজিৎ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশে ত্রিপুরা মডেল, আমবাসা ব্লক দত্তক নিল এনসিইআরটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু করার বিষয়ে সারা দেশে ত্রিপুরা মডেল রাজ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। নয়াদিল্লিতে প্রজেক্ট অ্যাডভাইজারি বোর্ডের বৈঠকে ত্রিপুরার পিঠ চাপড়িয়েছে এনসিইআরটি। শুধু তা-ই নয়, সংস্থার অধিকর্তা ঋষিকেশ সেনাপতি এবং পাঠ্যক্রমের প্রধান আধিকারিক অধ্যাপক রঞ্জনা আরোরা ত্রিপুরায় এসে ধলাই জেলার আমবাসা ব্লককে দত্তক নিচ্ছে এনসিইআরটি, তা-ও জানিয়েছেন। এ-বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ শিক্ষায় এক বছরে ত্রিপুরাকে মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমস্ত কৃতিত্ব দিয়েছেন।

এনসিইআরটি-র অধিকর্তা ঋষিকেশ সেনাপতি এবং পাঠ্যক্রমের প্রধান অধ্যাপক রঞ্জনা অরোরা ত্রিপুরা সফর করে গিয়েছেন। মূলত, সারা দেশে বুনিয়াদি শিক্ষায় ৪২ লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে এনসিইআরটি। তাতে ত্রিপুরাকেও অংশ নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। তাছাড়া, এক বছরে এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু করার জন্য এনসিইআরটি সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য হিসেবে বিবেচনা করেছে। সংস্থার অধিকর্তা জানিয়েছেন, দিল্লিতে গত ৮ মে প্রজেক্ট অ্যাডভাইজারি বোর্ডের বৈঠকে ত্রিপুরার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, যে রাজ্যগুলিতে এখনও এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু হয়নি তাদেরকে ত্রিপুরাকে অনুসরণ করার জন্যও বলা হয়েছে।

এনসিইআরটি-র অধিকর্তা ত্রিপুরা সরকারকে জানিয়েছেন, ধলাই জেলার আমবাসা ব্লক এনসিইআরটি দত্তক নেবে। ওই ব্লকের পড়াশুনার সমস্ত দায়িত্ব নেবে এনসিইআরটি। প্রসঙ্গত, ধলাই জেলার আমবাসা ব্লকে ১০৮টি বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে রাজ্য সরকারের পরিচালনায় রয়েছে ৫৯টি এবং এডিসি-র নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ৪৯টি বিদ্যালয়। ওই বিদ্যালয়গুলিতে মোট ৯,৪৯৯ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এছাড়া শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন ৫৫৬।

সারা দেশে ৬টি জেলার একটি করে ব্লক দত্তক নিয়েছে এনসিইআরটি। আমবাসা ব্লক চতুর্থ ব্লক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ত্রিপুরায় ধলাই জেলা সম্ভাবনা জেলার তকমা পেয়েছে। তাই ধলাই জেলার আমবাসা ব্লক এনসিহিরাটি দত্তক নিয়েছে বলে এসসিইআরটি-র জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, ২০২০ সালে জাতীয় মূল্যায়ণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অরুণাচলে জঙ্গি হামলায় বিধায়ক ও তাঁর ছেলেসহ নিহত ১১, ঘায়েল তিন

ইটানগর, ২১ মে (হি.স.)।। সন্দেহভাজন খাপলাং গোষ্ঠীর এনএসসিএন জঙ্গিদের গুলি -হামলায় অরুণাচল প্রদেশের এক বিধায়ক-সহ ১১ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এতে আহত হয়েছেন আরও তিনজন। তাদের সবাইকে সংকটজনক অবস্থায় খোনসা সিভিল হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। ঘটনা মঙ্গলবার সকালের দিকে রাজ্যের তিরাপ জেলা সদর খোনসার বগাপানি এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। গুলি-হামলায় বেঘোরে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছেন পশ্চিম খোনসার বর্তমান বিধায়ক তথা সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)-র প্রার্থী তিরন আবোহ, তাঁর ছেলে। ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কিরেন রিজিজু, মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী তথা এনপিপি সভাপতি কনরাড কে সাংমা।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে অকুস্থলে পৌঁছে নিহত ও আহতদের উদ্ধার করে পুলিশের এক বিশাল দল। ছুটে যান পুলিশ সুপার, ডিআইজি, আইজিপি, ডিজিপি-সহ সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। তাঁদের উপস্থিতিতে আক্রান্ত সবাইকে খোনসা সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

জানা গেছে, বিধায়ক তিরন আবোহ তাঁর ছেলে-সহ আত্মীয়স্বজন এবং অন্য মোট ১৩ জন সঙ্গী নিয়ে অসম থেকে খোনসায় তাঁর বাড়ি ফিরছিলেন। বিধায়কের কনভয় যখন খোনসা জেলার অন্তর্গত বগাপানির অজয় রাজকুমার চা বাগান এলাকার পাহাড়ি রাস্তায় পৌঁছে, তখন সন্দেহভাজন এনএসসিএন (খাপলাং)-এর সশস্ত্র জঙ্গিরা অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে ধারা গুলি বর্ষণ করতে থাকে।

গাড়ির সামনের আসনে সিটবেল্ট বেঁধে বসেছিলেন বিধায়ক তিরন আবোহ। গুলি তাঁর ডান দিকে পাঁজর ভেদে করে বেরিয়ে গেছে। এছাড়া গাড়ির ভিতরেই স্টিয়ারিঙের ওপর লুটে পড়েন বিধায়কের গাড়িচালক। ছেলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে ৫০ লক্ষ টাকার গাঁজা উদ্ধার, ধৃত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২১ মে।। ঊনকোটি জেলা সদর কৈলাসহরে ৫০ লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ গাঁজা-সহ তিন ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। কৈলাসহরের কামরাঙাতলি এলাকায় মনু নদীর ওপর ব্রেইলি ব্রিজের পুলিশ রুটিন তল্লাশির সময় টিআই ০২ জে ০৭৫৮ নম্বরের একটি ইকো গাড়ি থেকে তিন পাচারকারীকে আটক করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ইকো গাড়িটি দ্রুতবেগে শহরের দিকে যাচ্ছিল। পুলিশের তালাশি অভিযানকারী দল দেখে গাড়িটি ঘুরিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উমাকান্ত স্কুলের মাঠে ভোট গণনার জোরদার প্রস্তুতি। ছবি নিজস্ব।

দ্বাদশের বিজ্ঞান বিভাগে কৃতী তালিকায় ছেলেদের আধিপত্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত দ্বাদশের বিজ্ঞান বিভাগে কৃতী তালিকায় এ-বছর ছেলেদের আধিপত্য রয়েছে। প্রথম দশে শুধু একজন মেয়ে স্থান দখল করতে পেরেছে। যা গত কয়েক বছরের ফলাফলে ব্যতিক্রমী বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিকে, কৃতী তালিকায় মফসসলের বিদ্যালয়গুলি আগরতলা শহরকে জোর টেক্কা দিয়েছে। যা খুবই প্রশংসনীয় বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা। এ-বছর দ্বাদশে বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম দশে মোট বারো জন স্থান পেয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু রাজনীতি তাঁদের পছন্দ নয়, তা সাফ জানিয়েছেন। এবার দ্বাদশ বিজ্ঞান বিভাগে কৃতী তালিকায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে পশ্চিম জেলার আগরতলায় নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ছাত্র নীলাঞ্জন দেব। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৫। সবকটি বিষয়ে নীলাঞ্জন লেটার মার্কস পেয়েছে। এদিকে, ৪৭২ নম্বর পেয়ে দ্বাদশ বিজ্ঞান বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া সরকারি ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ছাত্র আকাশ মজুমদার। আকাশও সবকটি বিষয়ে লেটার মার্কস পেয়েছে। কৃতী তালিকায় তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে অর্ণব চৌহান। সবকটি বিষয়ে লেটার মার্কস-সহ পশ্চিম জেলার আগরতলায় শিশুবিহার স্কুলের ছাত্র অর্ণবের প্রাপ্ত নম্বর ৪৭১।

শিশুবিহার স্কুলেরই ছাত্র আবির দেবনাথ সবকটি বিষয়ে লেটার মার্কস-সহ ৪৭০ নম্বর পেয়ে কৃতী তালিকায় চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে। এদিকে, পশ্চিম জেলার আগরতলায় উমাকান্ত অ্যাকাডেমির শুভম বণিক সব বিষয়ে লেটার মার্কস-সহ ৪৬৯ নম্বর পেয়ে কৃতী তালিকায় পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে। একই বিদ্যালয়ের সাগর পাল সব বিষয়ে লেটার মার্কস-সহ ৪৬৭ নম্বর পেয়ে ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেছে। উমাকান্ত অ্যাকাডেমিরই সুপ্রতিম দত্ত সব বিষয়ে লেটার মার্কস-সহ ৪৬৬ নম্বর পেয়ে সপ্তম স্থান অর্জন করেছে।

এদিকে, উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের বিবিআই স্কুলের ছাত্র পল্লব দেবনাথ সব বিষয়ে লেটার মার্ক-সহ ৪৬৪ নম্বর পেয়ে অষ্টম স্থান দখল করেছে।

এ-বছর নবম স্থান অর্জন করেছে তিন জন। ধর্মনগরের গোল্ডেন ভ্যালি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের বিরাট দেবনাথ, উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের কৃষ্ণেন্দু সাহা এবং ধর্মনগর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের রিশ্মিতা ধর সব বিষয়ে লেটার মার্কস-সহ ৪৬৩ নম্বর পেয়ে নবম স্থান দখল করেছে। এছাড়া, উত্তর জেলার চন্দ্রপুর সরকারি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের পুনিত দেবনাথ সব বিষয়ে লেটার মার্কস-সহ ৪৬২ নম্বর পেয়ে দশম স্থান অর্জন করেছে।

এদিকে, বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে এখন পেশাগত যোগ্যতা অর্জনের দিকে পা দিতে গিয়ে সম-সুরে রাজনীতির প্রতি চরম অনীহা প্রকাশ করলেন দ্বাদশের বিজ্ঞান বিভাগের কৃতীরা। মঙ্গলবার ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত দ্বাদশের বিজ্ঞান বিভাগের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। তাতে ১২ জন ছাত্রছাত্রী কৃতী তালিকায় স্থান পেয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু রাজনীতি তাঁদের পছন্দ নয়, তা সাফ জানিয়েছেন।

নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ছাত্র নীলাঞ্জন দেব দ্বাদশে বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম হয়েছেন। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৫। ফলাফলেও খুশি নীলাঞ্জন। কারণ, মাধ্যমিকে কৃতী তালিকায় না থেকেও দ্বাদশে সোজা প্রথম স্থান অর্জন, নিঃসন্দেহে খুবই কৃতিত্বের এবং গৌরবের বলে দাবি করছেন তাঁর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গৌতম চক্রবর্তী এবং বাবা নারায়ণ দেব ও মা জয়শ্রী দেব। দৈনিক ৫-৬ ঘণ্টা পড়াশুনা করলেও প্রাইভেট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধলেশ্বরে প্রকাশ্য দিবালোকে মহিলার গলার চেইন ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। রাজধানী আগরতলা শহরে চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা দিন দিন বেড়ে চলেছে। মঙ্গলবার শহরের ধলেশ্বর এলাকায় এক মহিলার গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাই করে নিয়ে গিয়েছে ছিনতাইবাজরা। ওই মহিলার নাম শিপ্রা দাস। তিনি বাড়ি থেকে বেড়িয়ে দোকানের দিকে যাচ্ছিলেন তখন আচমকা এক যুবক বাইক নিয়ে এসে তার পেছন দিক থেকে ঘারে হাত দেয় এবং টান দিয়ে সোনার চেইন নিয়ে নেয়।

সাথে সাথেই ওই যুবক বাইক চালিয়ে চম্পট দেয়। ওই মহিলা চিৎকার চেচামেচি করলে আশেপাশের লোকজন ছুটে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করেছে। কয়েকজন ওই যুবকের পিছনে ধাওয়া করেছে। কিন্তু, কোন হদিশ পায়নি। পরে আগরতলা পূর্ব থানায় এই ব্যাপারে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলশ তদন্ত শুরু করেছে।

কাল ভোট গণনা যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। লোকসভা নির্বাচনের ভোট গণনা আগামী ২৩শে মে। রাজ্যের দুটি আসনে এগিন সকাল ৮টা থেকে ভোট গণনা শুরু হবে। পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে সদর, মোহনপুর ও জিরানিয়া মহকুমার ১৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা হবে উমাকান্ত একাডেমির গণনা কেন্দ্রে। এজন্য যাবতীয় প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। লোকসভার ৭দফা ভোট গ্রহণ পর্ব গত ১১ এপ্রিল থেকে ১৯মে পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভবে অতিবাহিত হওয়ার পর ২৩মে দেশের সবকটি কেন্দ্রের ভোটগণনা একই দিনে শুরু হচ্ছে। সকাল ৮টা থেকে গণনা শুরু হবে। এবার ইভিএমের পাশাপাশি প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি বিধানসভার ৫টি করে বুথের ভিভি প্যাট গণনা করা হবে। তাতে ফলাফল ঘোষণা রাত পর্যন্ত গুড়িয়ে যেতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলির বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন গণনার কাজ খুবই কঠোর ভাবে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গণনা কার্য সম্পন্ন হবে। গণনা কেন্দ্রের বাইরেও থাকবে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা। ত্রিপুরার ২টি লোকসভা কেন্দ্রের ভোটগণনাও শুরু হবে ২৩মে। পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের সদর, জিরানিয়া এবং মোহনপুর মহকুমার মোট ১৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা হবে উমাকান্ত একাডেমিক ভোটগণনা কেন্দ্রে। সদরের সহকারী রিটার্নিং অফিসার তথা এসডিএম এবিষয়ে তথ্য দিয়ে জানান, সদর মহকুমার ৮টি বিধানসভা মোহনপুর ও জিরানিয়া মহকুমার ৬টি বিধানসভার ভোট গণনা হবে উমাকান্ত একাডেমির গণনা কেন্দ্রে। সকাল ৮টা থেকে গণনার কাজ শুরু হবে। এজন্য যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। তিনি জানান, এবার ইভিএম ভোট গণনার পাশাপাশি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ২১৮ ◻ ২২ মে ২০১৯ ইং ◻ ৭ জ্যৈষ্ঠ ◻ বুধবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সামাজিক অবক্ষয় ও গুনগত শিক্ষা

গুনগত শিক্ষার মান উন্নয়ন নিয়া রাজ্যেও বেশ তৎপরতা শুরু হইয়াছে। বিশেষ করিয়া রাজ্যে ক্ষমতার পালা বদলের পর নতুন সরকারের শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করিয়াছেন। গুনগত শিক্ষার অভাবেই ছাত্র যুবসমাজ সঠিক নিশানায় পৌঁছাইতে পারিতেছে না বলিয়া তিনি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এমনকি, এক ঝাঁক শিক্ষানুরাগীদের নিয়া দফায় দফায় যুক্তি পরামর্শ করিয়া গুনগত শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। গুনগত শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা হইলেও এর সংজ্ঞা নিয়া কিন্তু নানা প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। সরকার যে গুনগত শিক্ষার কথা বলিতেছে তাহা আসলে কর্ম্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা। পড়াশুনা করিয়া যাহাতে কোন কোন সরকারী কিংবা বেসরকারী চাকুরী বাগাইয়া নিতে পারে তাহার জন্যই শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজকে অবক্ষয়ের কবল হইতে রক্ষা করিতে কতটা সক্ষম হইবে তাহা নিয়া কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়াই যাইবে। কেননা, তথাকথিত আধুনিক শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থাতে ভোগবাদ ও আত্মকেন্দ্রীকতা ব্যাপকহারে বাড়িয়া গিয়াছে। এই ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় ছোট পরিবারকেই সুখী পরিবার হিসাবে গণ্য করা হইতেছে। স্ত্রী সন্তান ছাড়া অন্য কাউকে এমনকি জন্মদাতা-জন্মদাত্রী পিতা মাতাকেও তাহারা স্বীকার করিতে চায় না। এই ধরনের ঘটনা ভয়ঙ্কর সামাজিক অবক্ষয় নয় কি? যে পিতামাতা জীবন যৌবন উজার করে দিয়ে সন্তানকে মানুষ করে তুলিয়াছেন জীবন শায়াহ্নে সেই পিতা মাতাই অবজ্ঞা অবহেলা এমনকি তিরস্কারের সামিল হন। অনেক বৃদ্ধ পিতা মাতাকে আশ্রয় নিতে হয় বৃদ্ধাশ্রমে। আবার অনেকে বিনা চিকিৎসায় অনাহারে অর্ধাহারে তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়িতে বাধ্য হন। বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণ পোষণ দেওয়া সন্তানের দায় দায়িত্ব হইলেও তাহারা তাহাতে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করে না। এ ব্যাপারে আইনী সংস্থান থাকিলেও সন্তানের বিরুদ্ধে পিতামাতা আইনের দ্বারস্থ হন না। আইনের আশ্রয় নিলে বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণ পোষণ দিতে বাধ্য থাকিবে উপার্জনশীল সন্তান। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে যাহাতে ওই শিক্ষা ব্যবস্থা হইতে সন্তানরা মমত্ববোধ ও সামাজিক দায়িত্ববোধের শিক্ষা লাভ করিতে পারে। অন্যথায় গুনগত শিক্ষার কোন মূল্যই থাকিবে না।

এবছর মাধ্যমিকে পিছিয়ে ছাত্রীরা

কলকাতা,২১ মে (হি.স.) : অবশেষে প্রকাশিত হল ২০১৯ মাধ্যমিকের ফলাফল। সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের আগেই বেরিয়ে গেল মাধ্যমিকের ফলাফলঊ কিন্তু এই বছর সাফল্যের হারে পিছিয়ে ছাত্রীরা। এবছর ছাত্রীদের পাসের হার গতবারের তুলনায় বেশি। কিন্তু সাফল্যের হারে ছাত্রদের থেকে পিছিয়ে ছাত্রীরাঊ গতবারের তুলনায় ছাত্রীদের পাসের হার এবছর ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবারের মাধ্যমিকে পাসের হার ৮৬.০৭ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান পর্ষদের ইতিহাসে রেকর্ডঊএ বছর ছাত্রদের পাশের হার ৮৯.৯৭ শতাংশঊছাত্রীদের পাশের হার ৮২.৮৭ শতাংশঊএবছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১০ লাখ ৫০ হাজার ৩৯৭ জনঊএবছর ছাত্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৩১ হাজার ৯৬১ জনঊ সকাল ৯টায় সাংবাদিক সম্মেলনে ফল প্রকাশ করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সকাল ১০টা থেকে দেওয়া হয় মার্কশিট। এবছর পাশের হারে সবচেয়ে বেশি পূর্ব মেদিনীপুর। পাশের হারে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কলকাতা।

জগদ্দল থানা ঘেরাওয়ের ডাক, সিইও-কে চিঠি

কলকাতা, ২১ মে (হি . স.) : কাঁকিনাড়ায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিবাদে মঙ্গলবার জগদ্দল থানা ঘেরাওয়ের ডাক দেওয়া হয়েছে। বারাকপুর জেলা বজরঙ্গ দলের পক্ষ থেকে এদিন সন্ধা ৭ টায় এই ঘেরাও হবে বলে জানানো হয়েছে ওই দলের তরফে।

এদিকে, এদিন সকালে তৃণমূলের স্থানীয় নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান ধর্মপাল গুপ্তর বাড়িতে একদল দুষ্কৃতী হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। প্রদেশ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট তোপদার এ ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) কাছে।

রাজ্যপালের কাছে বিজেপি-র রাজ্য নেতৃবৃন্দ

কলকাতা, ২১ মে (হি . স.) : রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠির সঙ্গে মঙ্গলবার দেখা করবেন বিজেপি-র প্রতিনিধিদল। দলের পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি দিলীপ ঘোষ ছাড়াও থাকবেন প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজুবাবু 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিজেপি নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা হচ্ছে। আমরা মূলত ভাটপাড়ায় যা চলছে, সে ব্যাপারে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ চাইব। ওখানে হিন্দুদের ওপর পরিকল্পিত হামলা হচ্ছে।"

উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত ভাটপাড়ায় সোমবার ১৪৪ ধারা জারি করেছে প্রশাসন। কড়া হতে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসন রিপোর্ট দিয়েছে। আর্যসমাজ এলাকায় বোমাবাজির ও হিংসার প্রতিবাদে সোমবার সকালে কাঁকিনাড়া স্টেশনে রেল অবরোধ করা হয়। এলাকায় বিশাল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বাহিনীর ঘন ঘন টহল চলছে।

কলকাতা উত্তরে একটি বুথে পুনর্নির্বাচন

কলকাতা, ২১ মে (হি.স.) কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের একটি বুথে পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। এই ভোট হবে বুধবার। জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের এক নম্বর ঘরে ১৯ মে যে ভোট হয়েছিল, তাতে অনিয়মের অভিযোগ গিয়েছিল কমিশণের কাছে। তা খতিয়ে এই পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিল কমিশন।

জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সচিব রাকেশ কুমার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিককে এ কথা জানিয়েছেন। কমিশনের এক আধিকারিক মঙ্গলবার সকালে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, বুথে সকাল ছ'টায় মহড়া ভোটের পর সেটি মুছে দিতে হয়, যাকে বলে 'ক্লোজড রেজাল্ট ক্লিয়ার'। তা না করেই মূল ভোটপ্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল।

দিল্লি সফর বাতিল করলেন কুমারস্বামী

বেঙ্গালুরু, ২১ মে (হি.স.) : মঙ্গলবার দিল্লি সফর বাতিল করলেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামী।ইভিএম নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে এদিন নির্বাচন কমিশন সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা ছিল অবিজেপি দলগুলির। সেই বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা ছিল কুমারস্বামীর। কিন্তু এদিন প্রস্তাবিত সেই বৈঠক বাতিল করে দিলেন কুমারস্বামী। এদিন বিশেষ বিমানে দিল্লি উড়ে যাওয়ার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। বিকেলের ফিরে আসার কথা ছিল তার। কি কারণে তার এই সফর বাতিল তা এখনও যাচ্ছে না। উল্লেখ করা যেতে পারে নির্বাচন কমিশনের যাওয়ার আগে দিল্লির কনষ্টিটিউশনাল ক্লাবে বৈঠকে বসবে বিরোধী দলের নেতারা। এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা কংগ্রেসের আহমেদ প্যাটেল, এনসিপির শরদ পাওয়ার, টিডিপি চন্দ্রবাবু নাইডু, বিএসপি সতীশচন্দ্র মিশ্র, সিপিআই(এম) নেতা সীতারাম ইয়েচুরি, সিপিআই-এর ডি রাজা।

নরেন্দ্রনাথের অপূর্ব মাতৃভক্তি, আমাদের চোখে জল এনে দেয়

দীপক কুমার চক্রবর্তী

বর্ধমানের কালনা মহকুমার দেড়েটোনার দত্ত পরিবারের যে মানুষটি (রামসুন্দর দত্ত) মধু রায় লেনে বসবাস করতে এসে ৩ নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটে অনেকখানি জমি সহ এক বিশাল বসত বাড়ির পত্তন করেছিলেন, তিনি প্রথমে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের ইংরেজ এটর্নির ম্যানেজিং ক্লার্ক এবং পরে ফার্সি আইনজীবী। আইনপাড়ায় উপার্জন করা প্রভূত অর্থ থেকেই দত্তদের এই ভিটেবাড়ির পত্তন। রামসুন্দরের পাঁচ ছেলে। জ্যেষ্ঠ রামমোহন। ইনিই নরেন্দ্রনাথের প্রপিতামহ।

সর্বসাকুল্যে বিবেকানন্দরা দশ ভাইবোন। আরেক মহামান জোড়াসাঁকোর রবীন্দ্রনাথরাও পনেরো ভাইবোন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন'টি পুত্র ও ছ'টি কন্যা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চতুর্দশ সন্তান। ভূবনেশ্বরী দেবীর প্রথম সন্তানটি পুত্র, অকালে (৮ মাস) মৃত্যু হয়। পরের সন্তানটি কন্যা, তারও শৈশবে মৃত্যু হয় (আড়াই বছর বয়সে) । নরেন্দ্রনাথ তাঁর ষষ্ঠ সন্তান।

বিবেকানন্দ যখন বিলে বা নরেন্দ্রনাথ তথনকার ছবিটা একটু চেনা না থাকলে পরবর্তী জীবনে মায়ের প্রতি, ভাইদের প্রতি, বোনেদের প্রতি তাঁর প্রবল টান এবং কর্তব্য করতে না পারার জন্য বিবেকদংশনকে ঠিকমতো বুঝতে পারা কঠিন হতে পারে। বিশ্বনাথ দত্তের বাড়িতে বৈষ্ণব ও শাক্তের সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। নরেন্দ্রনাথের মাতৃকূল বৈষ্ণব ও পিতৃকূল শাক্ত। তাই দুটো ভাবই বিশ্বনাথ পরিবারে প্রবাহিত হত। নরেনের দিদিমার মা রাইমণি যখন বেঁচেছিলেন তখন শেষরাতে তার ঘুম ভাঙিয়ে তিনি কৃষ্ণ কথা শোনাতেন। এদের পাল্লায় পড়ে তুলসী গাছে জল না দিয়ে মহেন্দ্রনাথ কিছু খেতেন না। নরেন্দ্রনাথও সেই সময় নিরামিষ আহার করতেন। মুগেল ডাল, পুঁইশাক, পেঁয়াজ হাড়িতে চাপানো যেত না। গোবর পর্যন্ত খেতে হত প্রয়োজনে। ভুবনেশ্বরীর পরিবারে এসময়ে বিদেশি পুলকপিও অচল ছিলছোট ভাই মহেন্দ্রনাথও নিরামিশাষী ছিলেন। পরে দাদার পাল্লায় পড়ে মাংস খাওয়া শুরু করেন। বিশ্বনাথ দত্তের রান্না মুসলিম বাবুর্চি করতেন।

বিশ্বনাথ দত্ত পরিবার যে লক্ষ্মীর কৃপাধন্য ছিলেন তার অনেক নমুনা আমরা ভ্রাতৃস্মৃতি থেকে পেয়েছি। যেমন ধরা যাক খাওয়া দাওয়ার কথা। বড় (নরেন্দ্র) মেজ (মহেন্দ্র নাথ) দুই ভাইয়ের জলখাবারের কথা। তখন কলকাতার পাঁঠার দোকানে পাঁঠার মুড়ো বিক্রি হত না। কিন্তু দুই বাই নরেন্দ্র ও মহেন্দ্র পাঁঠাওয়ালার সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থা করে চার আনায় দশটা পাঁঠার মাথা জোগাড় করে ফেলেছিলেন। পাঁঠার মুড়ো ও সের দুই আড়াই কড়াইশুঁটি একসঙ্গে ফুঁটিয়ে তরকারিকরা হত। মহেন্দ্র লিখেছেন, "বিকেলে আমি ও দাদা স্কুল থেকে এলে ওই তরকারি ও খান ঘোল করে রুটি জলখাবার খেতাম"।

১৮৮০-১৮৮৪ সময়ে তখন শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তদের অফিসের মাস মাহিনা ছিল ১৫ টাকার মতন। সেই সময়ে নরেন্দ্রর মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর পারিবারিক সংসার খরচ ছিল মাসে ২৫০০ টাকা। এই ঘটনা যথেষ্ট প্রাচুর্যের কথাই বলে। কিন্তু এই প্রাচুর্য বেশিদিন থাকেনি।

ভিটেবাড়ির অধিকার নিয়ে তাঁর খুড়ির সঙ্গে শরিকি মামলায় বিবেকানন্দের পিতার আর্থিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়ে পড়ে। বিশাল দেনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন বিশ্বনাথ দত্ত। পাওনাদারদের এড়াবার জন্য এই সময় তিনি কিছু দিনের জন্য কলকাতা ছেড়ে রায়পুরে গিয়ে প্র্যাক্টিস শুরু করেন। সুখের সংসারে আগুন লাগে। রাতারাতি একটি বাঙালি পরিবার কী ভাবে বিপর্যস্ত হয় তার একটা ছবি এইসময় আমরা পাই। পারিবারিক মামলা-মোকদ্দমা ক্রমশই তাল পাকিয়ে উঠছে। সোনার সংসারের সোনার ছেলে নরেন্দ্রনাথ প্রায় একই সময়ে দুই প্রবল ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়েছিনে। এক,আধ্যাত্মিক জগতে প্রবল আলোড়ন ফেলা দক্ষিণেশ্বরের শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ, দুই, পিতা বিশ্বনাথ দত্তের আকস্মিক মৃত্যুতে পারিবারিক বিপর্যয়। উকিল বাড়িণ ছেলের সন্ন্যাস নেওয়ার জন্য মন তখন ব্যাকুল। অসহায় মাতা ভুবনশ্বেরী দেবী শেষ চেষ্ট করেছিলেন। নরেনকে যদি বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায়।

নরেন তখন কাশীপুরে রামকৃষ্ণের কাছে। ভুবনেশ্বরী দেবী ছোটছেলে ভুপেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে কাশীপুরে রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কারণ নরেন বেশ কিছুদিন ধরে রামকৃষ্ণের কাছে কাশীপুরে ছিলেন, বাড়িতে আসতেন না। এবং গেরুয়া কাপড় পরিধান করেছেন বলে শুনেছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথের বয়স তখন ছয়। পরবর্তী কালে ভূপেনের কথায় "আমাকে মা নিয়ে গেলেন রামকৃষ্ণের ঘরে। দ্বিতলের একটি প্রশস্ত ঘরের মাঝখানে শয্যায় অর্ধশায়িত রামকৃষ্ণ তাকিয়ায় হেলান দিয়ে রয়েছেন। ঘরে ঢুকতেই তিনি উভয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, ডাক্তার আমাকে কথা বলতে নিষেধ

করেছেন। কিন্ত আপনার সঙ্গে আমাকে কথা বলতেই হবে। আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে। নরেনকে আপনার সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যান। গিরিশ ওরা সকলে মিলে ওকে সন্ন্যাসীর পোশাক পরিয়েছিল। আমি কিন্তু তখনই বাধা দিয়ে বলেছিলাম, তা কেমন করে হয় নরেন, তোমার বিধবা মা আছেন, একটা শিশু ভাই রয়েছে দেখাবার। তোমার তো সন্ন্যাসী হওয়া সাজে না।" একথা বলার পর নরেন্দ্রনাথ মা ও আমার সঙ্গে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। আসবার সময় ঘোড়ার গাড়িতে বসে মা নরেন্দ্রনাথকে রামকৃষ্ণের কথাগুলো বললেন। নরেন্দ্রনথ উত্তরে বললেন, "তিনি চোরকে বলেন চুরি করতে, আর গৃহস্থকে বলেন সজাগ থাকতে।"

সন্ন্যাসী হয়ে কেউ এই পৃথিবীতে জন্মান না। বিবেকানন্দ ২৪ বছর বয়সে এবং শঙ্করাচার্য ১৬ বছর বয়সে গৃহত্যাগী হয়েছিলেন। তার আগে সংসারেই তাঁরা পরম আদরে লালিত পালিত হয়েছেন। সুতরাং আবহমান কাল থেকেই সংসারই সমাজকে সন্ন্যাসী উপহার দিয়ে আসছে। কথাটা বলা বোধ হয় খুব ভুল নয়।

মহাবৈরাগ্য অবস্থায় স্বামীজির চিঠি, "আমি অতি অকৃতী সন্তান, মায়ের জন্য কিছু করতে পারলাম না, কোথায় তাঁদের ভাসিয়ে দিয়ে চলে এলাম"। করুণ স্বরে তিনি যেন মায়ের কাছে ক্ষমা চাইছেন। অবশ্য সবটাই অন্যায়বোধ নয়, অন্য এক জায়গায় সংসারত্যাগ সম্বন্ধে স্বামীজি বলছেন, যখন সংসার ছাড়লাম তখন আমার একচোখে শোকাশ্রু মা, দিদিমা, ভাই বোনেদের ছেড়ে চলে যেতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় চোখে আমার আদর্শের জন্য আনন্দশ্রু। ছোটবোন যোগীন্দ্রবালার সিমলায় শ্বশুবাড়িতে আত্মহত্যার খবর পেয়ে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে গাজীপুরে রোদন করতে দেখে একজন মন্তব্য করলেন, "সন্ন্যাসীর পক্ষে শোকপ্রকাশ অনুচিত"। বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, "বলেন কি? সন্ন্যাসী হয়েছি বলে হৃদয়টা বিসর্জন দেব? প্রকৃত সন্ন্যাসীর হৃদয় সাধারণ লোকের হৃদয় অপেক্ষা আরও অধিক কোমল হওয়া উচিত। হাজার হোক আমরা মানুষ তো বটে"।

তারপর সেই অচিন্ত্যনীয় অগ্নৎপাত---"যে সন্ন্যাস হৃদয় পাষাণ করতে উপদেশ দেয়, আমি সে সন্ন্যাস গ্রাহ্য করি না।" এদেশের শত সহস্র বছরের ইতিহাসে মনুষ্যত্বের সারসত্যটুকু এমন অকুতোভয়ে আর কেউ ঘোষমা করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে জানা যায় না।

নরেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগের পর থেকে মহাসমাধি পর্যন্ত প্রায় দু'দশক এই সময়টায় বিভিন্ন রোগ ভোগের খবর বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ে স্বামীজি যে সব অসুখে আক্রান্ত হয়েছিলেন তার একটা তালিকা বানালে এরকম দাঁড়ায়---

ডায়াবিটিস, হৃদরোগ, স্নায়ুরোগ, অকালে চুল দাড়ি সাদা হয়ে যাওয়া,একটি চোখে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলা, নিদ্রহীনতা, ড্রপসি বা শোথ (পা ফোলা), কিডনির গোলযোগ, অ্যালুবুমিনিউরিয়া, ঘাড়ে ব্যথা, পাথুরি, উদবী বা পেটে জল হওয়াস লিভার সংক্রান্ত ব্যাধি, হাঁপানি, শিরঃপীড়া, টন্সি, ম্যালেরিয়া, নানাবিধ জ্বর, বদহজম বা পেটের গোলমাল, লাম্বাগো বা কোমরে বাত ইত্যাদি।

সংসার জীবনের শেষপ্রান্তে স্বামীজির বেশ কিছু হতাশা প্রকাশ পেয়েছিল। বিভিন্ন অনুসন্ধানকারীর কাছে সেটা বেশ স্পষ্ট। এক শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজি বলেছিলেন---"এইটা জেনে রাখবি,সংসারেতুই বাঁচি কি মরিস, তাতে তোর আত্মীয় পরিজনদের বড় একটা কিছু এসে যায় না। তুই যদি কিছু বিষয় আশায় রেখে যেতে পারিস তো তোর মরার আগেই দেখতে পাবি, তা নিয়ে ঘরে লাঠালাঠি শুরু হয়েছে। তোর মৃত্যুশয্যায় আগুন দেবার কেউ নেই। স্ত্রী পুত্র পর্যন্ত নয়। এরই নাম সংসার"।

শত সহস্র সমস্যায় জড়িত, নানান রোগে জর্জরিত মৃত্যুপথযাত্রী স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসীর বিবেকে গর্ভধারিণী জননীর প্রতি কর্তব্যবোধের অগ্নি দিবারাত্র ধিকি ধিকি জ্বলেছে। তাঁর চিন্তা, দেহাবাসানের পর এই স্বার্থপর নারকীয় সংসারে তাঁর মাকে কে দেখবে?

স্বামীজির প্রায় ৫০০ চিঠির খোঁজ আজ অবধি পাওয়া গেছে, কিন্তু তাঁর মাকে লেখা একটি পত্রও পাওয়া যায়নি। বিশ্বাস করতে মন চায় না। ভাবতেও ইচ্ছে করে না এ কথা।

মায়ের সংযম শক্তি স্বামীজি পেয়েছিলেন। মা একবার সুদীর্ঘ ১৪ দিন উপবাসে কাটিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের শেষ জীবনে, তিরোধানের কিছু আগে কবিরাজের উপদেশে ২১ দিন তিনি জল না খেয়েই সবার বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিলেন।

এক জায়গায় স্বামীজির স্বীকারোক্তি, "জননীর নিঃস্বার্থে স্নেহও পূতচরিত্র উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হওয়াতেই তিনি সন্ন্যাসজীবনের অধিকারী হইয়াছেন। এবং তিনি জীবনে যা কিছু সৎকার্য করিয়াছেন, সমস্তই সেই জননীর কৃপাপ্রভাবে"। পরিব্রাজক জীবনেও মায়ের চিন্তা থেকে কখনও মুক্ত হতে পারেননি স্বানীজি।

জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস দেশাইকে স্বামীজি লিখেছেন---আপনি আমার দুঃখিনী মা ও ছোট ভাইদের দেখিতে গিয়েছিলেন জানিয়া সুখী হইয়াছি, কিন্তু আপনি অন্তরের একমাত্র কোমল স্থানটি স্পর্শ করিয়াছেন। আপনার জানা উচিত যে আমি নিষ্ঠুর পশু নই। এই বিপুল সংসারে আমার ভালবাসার পাত্র যদি কেউ থাকেন তিনি আমার মা।.......... একদিকে ভারতবর্ষ......... লক্ষ লক্ষ নরনারীর দুঃখ .... আর অন্যদিকে আমার যত নিকট আত্মীয় স্বজন আছেন তাহাদিগের দুঃখ দুর্দশার হেতু হওয়া---এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমটিকেই আমি ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছি। বাকি যাহা কিছু প্রভুই সম্পন্ন করিবেন।"

মার্কিন মুলুকের প্রথম পর্বে মাতৃপ্রেমী বিবেকানন্দ অবাক হলেন, ছেলেবার তাদের মাকে নাম ধরে ডাকছে। আরও অবাক হলেন যখন দেখলেন, মা সম্বোধন সকলে মার্কিন মহিলারা আঁতকে ওঠেন। প্রথমে না বুঝতে পারলেও পরে ব্যাপারটা মাথায় ঢুকলো মা ডাকটা মেনে নেওয়া মানেই তো স্বীকার করে নেওয়া যে যথেষ্ট বয়স হয়েছে।

আমেরিকায় সুযোগ পেলেই পরিচিত মহলে তিনি গর্ভধারিণী মায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন। ছোটবেলায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে মায়ের কাছে যে সব গল্প কবিতা শুনেছেন তা গড়পড় করে বলে যেতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তির উল্লেখ করে বলতেন। "হ্যাঁ আমার মায়েরও ঐ ধরনের স্মৃতিশক্তি আছে। একবার শুনলে তিনি গড়গড় করে বলে যেতে পারনে।"

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে বোস্টনে স্বামীজি "মাই মাদার" নামে এক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দেন। ডিভাইন মাদার। হিউম্যান মাদার কী করে আসছে, সেটি তিনি সেদিন বলেছিলেন। বক্তৃতা শুনে সেখানকার বিদুষী শ্রোতৃবৃন্দ এতদূর মোহিত হয়েচিলেন যে, বনদিনের সময় তাঁরা "স্বামীজির অজ্ঞাতসারে মেরি অহেক সুশোভিত বালক খ্রিস্ট্রে একটি সুন্দর চিত্রের সহিত একখানি পত্র দিয়ে স্বামীজির জননীর নিকট প্রেরণ করেন। সেই পত্রে স্বামীজি ভগবান যীশু খ্রিস্টের সদৃশ এই ভাবটি প্রকাশিত হইয়াছিল।"

১৮৯৬-এর ১৬ ই ডিসেম্বর ইংল্যান্ড ত্যাগ করে স্বামীজি দেশে ফেরেন ১৯ ফেব্রুয়ারি। তারপর বেশ কিছদিন ঝড়ের বেগে মঠ মিশন প্রতিষ্ঠা ও আসমুদ্র ভারত ঘুরে বেড়ানো। কাশ্মীরে গিয়ে স্বামীজি অসুস্থ হয়ে পড়ে থেকে রাজস্থানের খেতড়ির মহারাজাকে চিঠি লেখেন---"আমার অর্থের প্রয়োজন। যদিও আমার আমেরিকান বন্ধুগণ আমায় যথাসাধ্য সাহায্য করছেন তবু সব সময় হাত পাততে লজ্জা হয়, বিশেষত এই কারণে যে, রোগ হওয়া মানেই একটানা অর্থ ব্যয়। পৃথিবীতে একটি মাত্র লোকের কাছে ভিক্ষা চাইতে আমার লজ্জা বা সংকোচ হয় না, সে লোক আপনি। আপনি দেন বা না দেন, আমার কাছে দুই-ই-সমান। যদি সম্ভব হয়, দয়া করে আমাকে কিছু টাকা পাঠাবেন"। মহারাজা তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেন। কলকাতার পোদ্দা শেয় জনিচাদ কাকরানির হাত দিয়ে ৫০০ পাঠিয়ে দেন।

শরীরের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকায় স্বামীজি সংসার সমস্যা (মাকে নিয়ে) নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। মাতৃ-ইচ্ছা ও প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য তিনি শুধু মাকে তীর্থদশনই করাননি, কালীঘটে হত্যে পর্যন্ত দিয়েছিলেন। দেহাবসানের পরেও মায়ের যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করে গিয়েছিলেন সন্ন্যাসী ভ্রাতাদের। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ সেই দায়িত্ব সারাজীবন পালন করে গিয়েছিলেন। স্বামীজির মাকে অনেক তীর্থ দর্শনও করিয়েছিলেন।

বিরাট সংসারের বিরাট খরচ তত্ত্বাড়ির,কিন্তু উপার্জনের কোনও রকম পথ নেই। সুযোগ বুঝে শরিকদের মামলা-মোকদ্দমা যাতে বিধবা ভুবনেশ্বরী অসহায় ছেলেমেয়েদের হাত ধরে ভিটে মাটি ছাড়া হন।

একান্নবর্তী পরিবারের অভিশাপ যে কত নিষ্করুণ তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামীজির ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ জীবন সায়াহ্নে দুঃখ করেছেন, যাঁরা এই একান্নবর্তী পরিবার প্রথার পবিত্রতা সম্বন্ধে গলাবাজি করে থাকেন তাঁরা বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত নন। পারিবারিক কলহবিবাদ ও বিয়োগান্ত ঘটনাবলি তাঁরা উপেক্ষা করে থাকেন। ভূপেন্দ্রনাথের মতে, "বতমান সমাজে এই প্রথা চালু রাখার সপক্ষে কোনো কারণই থাকতে পারে না।" আজকের প্রজন্মের অনেকের কাছে যৌথপরিবারের লাইফস্টাইলটা অবোধ্য এবং রহস্যময় মনে হয়া আশ্চর্য নয়।

নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাতের মৃত্যুর পর কেউ তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে একটি কপর্দক দিয়েও সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসেননি। এই অপ্রিয় সত্যটুকু ভূবনেশ্বরীর কনিষ্ঠ পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ লিখিত ভাবে জানিয়ে গেছেন। " অথচ কলকাততেই আমাদের কত আত্মীয়স্বজনরা ছিলেন। কিন্তু বিশ্বানাথের মৃত্যুর পর সকলেই যেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সমাজ, আত্মীয়স্বজন আমাদের কথা বিস্মৃত হলো.......... জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমরা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লাম"। দুঃখ করেছেন ভূপেন্দ্রনাথ।

বি এ পাশ করেও কলকাতারঅফিস পাড়ায় মাসিক ১৫ টাকা মাইনের একটা চাকরি জোগাড় করতে যে ভবিষ্যতের বিবেকানন্দ অসমর্থ হয়েছিলেন তা মার্কিন দেশের ভক্তদের সুযোগ লেপেই তিনি শুনিয়েছেন। এখনকার যুগে যাদের ধারণা সেকালে কলকাতার চাকরির বাজার খুব লোভনীয় ছিল, তাঁরা আশা করি প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারছেন।

২২ নভেম্বর ১৮৯৮ বেলুড় থেকে স্বামীজি রাজস্থানের খেতনির মহারাজাকে যে দুঃখময় জ্ঞাপক চিঠি লেখেন, তা পড়লে আজ এতবছর পরেও হৃদয়বান পাঠকের চোখ সজল হয়ে ওঠে।

"মাননীয় মহারাজা........আপনি জানেন বিদেশ থেকে ফেরার পর থেকেই আমি ভুগছি। ....এই অসুস্থতা সারবার নয়।................দু বছর বিভিন্ন জায়গায় বায়ু পরিবর্তন করেও প্রতিদিন অবস্থা খারাপ হচ্ছে, আমি এখন প্রায় মৃত্যুর দ্বাবে। আজ আমি মহারাজের প্রদত্ত আশ্বাস, মহানুভবতা ও বন্ধুত্বের কাছে একটা আবেদন জানাচ্ছি। আমার বুকের মধ্যে একটা পাপা সারক্ষণ পীড়া দেয়-আমার মায়ের প্রতি বড় অবিচার করেছি। আমার মধ্যেম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ বাইরে চলে যাওয়ায় মা শোকে একবারে মুহ্যমান। এখন আমার শেষ ইচ্ছা, অন্ততঃ কিছুকালের জন্য মায়ের সেবা করে পাপস্খালন করি। এখন আমি মায়ের কাছে থাকতে চাই, আমাদের বংশটি যাতে লোপ না পায় সে জন্য ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিতে চাই। এতে আমার ও আমার মায়ের শেষ কটা দিন যে শানিএত কাটবে তাতে সন্দেহ নেই। মা এখন এক জঘন্য বাসায় থাকেন। তাঁর জন্য ছোট একটা ভাল বাড়ি করে দিতে চাই। ছোট ভাইটির উপার্জন ক্ষমতা সম্পর্কে আশা কম, তার জন্যে ও কিছু করে যাওয়া দরকার। আপনি রামচন্দ্রে বংশোদ্ভব, যাঁকে ভালোবাসেন, যাঁকে বন্ধু বলে মনে করেন তাঁর জন্য এই সাহয্য আপনার পক্ষে কি খুব কষ্টকর হবে? আমি কি চাই বিশদ ভাবে আপনার পক্ষে কি খুব কষ্টকর হবে? আমি কি চাই বিশদ ভাবে লিখলাম। কলকাতর একটা ছোট বাড়ি তৈরির খরচ দশ হাজার টাকা। ঐ টাকায় চার পাঁচজনের বাসযোগ্য একটা ছোট বাড়ি কোন মতে কেনা বা তৈরি করা যায়। সংসার খরচের জন্য যে মাসিক ১০০ টাকা আপনি আমার মাকে পাঠিয়ে থাকেন, তা তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। যদি আমার জীবদ্দশা পর্যন্ত আমার খরচ নির্বাহের জন্য আরও মাসিক ১০০ টাকা পাঠাতে পারেন তাহলে বড়ই খুশি হব। অসুস্থতার জন্য আমার খরচ ভয়ানক বেড়েছে। কিন্তু এই বাড়তি বোঝা আপনাকে খুব বেশিদিন বইতে হবে বলে মনে হয় না। কেননা আমি বড়জোর আর দু একশত টাকার সাহায্যটি সম্ভব হলে আপনি স্থায়ী রাখবেন। আমার মৃত্যুর পরেও যেন সে সাহায্য নিয়মিত পৌঁছায়। যদি কোন কারণে আমার প্রতি ভালবাসায় ও দাক্ষিণ্যে ছেদ টানতে হয়, এক তুচ্ছ সাধুর প্রতি একদা যে প্রেম ভালবাসা ছিল তারই কথা স্মরণ করে, মহারাজ যেন সাধুর দুঃখীমাতরপ্রতি এই করুণা বর্ষণ করেন।"

খেতড়িতে স্বামীজি একবার ৫ মাস অবস্থান করেছিলেন। খেতরি রাজ্য খুব বড় ছিল না। কিন্তু মহারাজার হৃদয় ছিল বিশাল। তাঁর গুরুকে চিন্তামুক্ত করতে স্বামীজির মাকে মাসিক ১০০ টাকা করে পাঠাতেন। এবং সেটা গোপন। মায়ের মৃত্যু পর্যন্ত এই সাহায্য অব্যাহত ছিল।

বাড়ির জন্য ১০০০০ টাকা দেওয়া খেতড়িরাজের পক্ষে সম্ভব হয়নি বলে জানা যায়। স্বামীজিও আলাদা বাড়ির পরিবর্তে ৬০০০ টাকা দিয়ে তার খুড়িমার কাছ থেকে পৈতৃক বাড়ির একটা অংশ কেনেন। মহাসমাধির আগেই সন্ন্যাসীর কর্তব্য ও সন্তানের কর্তব্যের সমন্বয় ঘটিয়ে কী অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন তিনি। **নবোত্থান**

মঙ্গলবার প্রয়াত নেতা রাজীব গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেন ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস। ছবি- নিজস্ব।

যাদবপুরে কলা বিভাগে ভর্তির সমস্যা দূর করতে বৈঠক

কলকাতা, ২১ মে (হি. স.) : মঙ্গলবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের স্নাতক-স্তরে ছাত্র ভর্তির নিয়ম-নীতি নির্ধারণের বৈঠক ডাকা হয়েছে। ভর্তির নিয়ম-নীতি নির্ধারণের জন্য কোনও আইনগত জটিলতা না থাকা সত্বেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ কথা জানিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সারা বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (আবুটা)। তাদের মতে, গত বছর ভর্তি প্রক্রিয়া যেভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল তা সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতি এই নিয়ে যেভাবে বার বার তার সিদ্ধান্ত বদল করেছে তা নজিরবিহীন।

'আবুটা'-র অন্যতম কর্তা গৌতম মাইতির বক্তব্য, "যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮১ ও তার ভিত্তিতে তৈরি, চলতি স্ট্যাটুটস, অর্ডিন্যান্সেস, রেগুলেশনস, কোনও কিছুতেই এ নিয়ে বিভ্রান্তি ছিল না। ভর্তি সংক্রান্ত আইনগত সংস্থানগুলির মোদ্দা কথাটি হল ছাত্র ভর্তির নিয়ম-নীতি ঠিক করার ক্ষেত্রে 'ভর্তি কমিটি' কর্মসমিতিকে পরামর্শ দিতে পারে। কিন্তু কর্মসমিতি এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। কর্মসমিতির ঠিক করে দেওয়া নিয়ম-নীতি রূপায়িত করার জন্য ভর্তি কমিটি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ছাত্র বাছাই করার ব্যবস্থা করবে।

বস্তুত, চলতি রেগুলেশনসের নির্দেশ হল 'ভর্তি কমিটি' এই ধরণের আইনগত বিষয়াদি নির্বাহ করার জন্য কার্যপ্রণালী প্রস্তুত করবে। আর শেষমেশ ইন্টারভিউ করে ছাত্র বাছাই চূড়ান্ত করবে প্রত্যেকটি বিভাগের 'ভর্তি বোর্ড' (যেমনঃ বাংলা, দর্শন, ইতিহাস বিভাগ ইত্যাদি)।

ইন্টারভিউ করে ছাত্র বাছাই করার কাজ সম্পন্ন করতে হবে মেধা বা 'মেরিট'-এর ভিত্তিতে। এই মেধা(মেরিট) নির্ণয় করতে হবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত মার্কসের ভিত্তিতে, অথবা অন্য কোনও পদ্ধতিতে যা 'ভর্তি বোর্ড' স্থির করবে। এক্ষেত্রে 'ভর্তি বোর্ড'-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এর সংগে প্রবেশিকা পরীক্ষার কোনও সম্পর্কই নেই।

'ভর্তি কমিটি' ও 'ভর্তি বোর্ড' আদৌ এক জিনিস নয়। 'ভর্তি বোর্ড, 'ভর্তি কমিটির' ডাকনাম নয়। তাদের কাজের পরিধি এবং ক্ষমতাও পৃথক। তা সত্বেও কোন মহৎ উদ্দেশ্যে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপিয়ে অফুরান ভাবে একটা বোকাটে বিতর্ক চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? এই বিতর্কের কী কোনও শিক্ষাগত বা আইনগত যৌক্তিকতা আছে?

কর্মসমিতি-তথ্যানুসন্ধানী কমিটি-ভর্তি কমিটি সবাই এমন জটিল ধাঁধার উত্তর খুঁজতে নাকাল। লেখা-পড়া উঠল শিকেয়। বছরের গোড়াতেই কর্মসমিতির নির্দেশ অনুযায়ী ছাত্র ভর্তির নিয়ম-নীতি সংক্রান্ত ভর্তি কমিটির এক প্রস্থ সুপারিশ কর্মসমিতির কাছে জমা পড়ে যায়। এরপর গত ২২ এপ্রিল কর্মসমিতির বৈঠক এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে। বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য ভর্তি কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেয়।

এ যেন এমন এক অদ্ভুত সাংবিধানিক সংস্থান, যার বলে সুপ্রিম কোর্ট নিম্ন আদালতের কোনও আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাচ্ছে! কর্মসমিতির এ ধরণের সিদ্ধান্তহীনতা আইনানুগ নয়। সেই সঙ্গে এর ফলে গত বছরের মত ছাত্র ভর্তি প্রক্রিয়া বিলম্বিত হল। যার পরিণামে পঠন-পাঠনের কাজ আবার বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সর্বোপরি এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সংস্থা কর্মসমিতির মর্যাদও ক্ষুণ্ণ করা হল।

সাথে সাথে শিক্ষাগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যে আইনবদ্ধ গণতান্ত্রিক ব্যাবস্থাটি বিদ্যমান, তা দুর্বল হল।২৮ মে কর্মসমিতির বৈঠক হবে। তার আগে আবুটা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, বিষয়টির দ্রুত আইনানুগ নিষ্পত্তি চেয়ে উপাচার্যের কাছে ফের ডেপুটেশন দিচ্ছে। উপাচার্য কথা দিয়েছেন, বিষয়টির দ্রুত আইনানুগ নিষ্পত্তি করার জন্য তিনি যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। আবুটা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার এই আইনি ও শিক্ষাগত পর্যবেক্ষণ তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করবেন।

জেলা বনাম কলকাতার নামী স্কুল ফের বিতর্কে মাধ্যমিকের ফল

কলকাতা, ২১ মে (হি. স.) : এবারেও মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলে কলকাতার নামী স্কুলগুলোকে টেক্কা দিল জেলার স্কুলগুলি। বিষয়টি নিয়ে ফের বিতর্ক উঠেছে। অনেকের অভিযোগ, জেলার এই সব তথাকথিত কৃতীরা অধীকাংশই পরবর্তীকালে প্রতিযোগিতার বাজারে হারিয়ে যান। শহরের ভাল স্কুলের ভাল যেসব ছাত্র পরে প্রতিষ্ঠার শিখরে পৌঁছোন, 'গড় নম্বরের' ফাঁসে তাঁদের স্থানাধিকারীর তালিকায় আর নাম ওঠে না।

১৯৭৫ থেকে ২০০০ টানা ২৫ বছর সাউথ পয়েন্ট স্কুলে পড়িয়েছেন শ্রুতি রায়। 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "আমি নিশ্চিত জেলার পড়ুয়াদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় যেভাবে নম্বর দেওয়া হয়, কলকাতার ভাল স্কুলগুলির পরীক্ষার্থীদের তা দেওয়া হয় না। আগে তবু প্রথম দশে কলকাতার কিছু ভাল স্কুলের পরীক্ষার্থীরা থাকত। এখন তাও থাকে না।" ভিন্নমত পোষন করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ উপাচার্য সিদ্ধার্থ দত্ত। 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে তিনি বলেন, "আমি সেই অর্থে এলিট স্কুড়ের ছেলে ছিলাম না। পড়তাম দক্ষিণ শহরতলীর কুদঘাটের গঙ্গাপুরী শিক্ষা সদনে। পরে ছাত্র-গবেষক-শিক্ষক-প্রশাসক হিসাবে ৪৭ বছর যাদবপুরের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। ৮ বছর ছিলাম প্রো ভিসি। কলকাতার ভাল স্কুলের পড়ুয়াদের মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিকে চেপে নম্বর দেওয়ার অভিযোগটা আমি বিশ্বাস করি না।"

সাউথ পয়েন্ট স্কুলের কৃতী প্রাক্তনী প্রিয়দর্শীর মা মৌসুমী সেনগুপ্ত। তাঁর মতে, "আমার ছেলেকে বছরের পর বছর পড়াতে গিয়ে দেখেছি এই স্কুলের পড়ানোর মান কত উঁচু। কিন্তু মাধ্যমিক, এবং অনেকটা উচ্চ মাধ্যমিকেও ওঁদের পরীক্ষার্থীদের অধিকাংশই গড় নম্বর পেয়েছে বলে অভিযোগ। পরবর্তীকালে সাউথ পয়েন্টের পড়ুয়ারা অধিকাংশই উচ্চশিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের শিখরে পৌঁছোন। এর বিন্দুমাত্র প্রতিফলন ওঁদের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলে দেখা যায় না। এ ছাড়াও, স্থানাধিকারী পরীক্ষার্থীদের টিভি সাক্ষাৎকারেই দেখা যায়, কড়কাতার এলিট স্কুলের পরীক্ষার্থীদের তুলনায় এঁদের কত কম ব্যক্তিত্ব, আগোছালো মন্তব্য।"

প্রায় একই মত কলকাতার একটি নামী স্কুলের প্রাক্তনী এবং একটি নামী দৈনিকের প্রাক্তন সহ সম্পাদক রাপ্তি রায়ের। অর্থনীতির স্নাতকোত্তর, বর্তমানে মৌলনা আবুল কালাম ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির (মাকাউট) অন্যতম আধিকারিক রাপ্তির বক্তব্য, "সব মিলিয়ে কলকাতার নামী স্কুলগুলোর মূল্যায়ণ পশ্চিমবঙ্গের পর্ষদের পরীক্ষায় হয় না। প্রায় সব ক'টা ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল এ রাজ্যের শিক্ষা সংসদ থেকে বেড়িয়ে গিয়েছে।" এ ব্যাপারে সিদ্ধার্থ দত্তর বক্তব্য, "জেলা বা গ্রামের পড়ুয়াদের একটা বড় অংশের ইংরেজিতে কথা বলার অভ্যেস থাকে না। বেড়ে ওঠার পরিবেশটা ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যও শহুরে পড়ুয়াদের মত নয়। এগুলো অবশ্যই ওঁদের প্রতিবন্ধকতা। আমি যখন ১৯৭২-এ বিই-তে ভর্তি হলাম, যাদবপুরে আমার সহপাঠীদের দু-চারজন ছাড়া প্রায় কেউ সেই অর্থে এলিট স্কুলের ছিল না। অথচ, সকলেই তো প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। আর, গত এক দশকে জেলার স্কুলগুলির পঠনপাঠনের মান উন্নত হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্টে।

মাধ্যমিকে জেলার স্কুলের জয়জয়কার

কলকাতা, ২১ মে (হি.স.) মঙ্গলবার সকালে প্রকাশিত হল মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল। এবারেও বিবিন্ন জেলার স্কুলের জয়জয়কার। প্রাথমিক ঘোষণায় ৭০০তে ৬৯৪ (৯৯.৯৪ শতাংশ) পেয়ে প্রথম হলেন পূর্ব মেদিনীপুরের মহম্মদপুর দেশপ্রাণ বিদ্যাপিঠের সৌগত দাস। ফারাক্কা গার্লস হাই স্কুলের শ্রেয়সী পাল এবং কোচবিহার ইলাদেবী হাইস্কুলের দেবস্মিতা সাহা হলেন দ্বিতীয়। ওঁদের প্রাপ্ত নম্বর ৬৯১। যুগ্মভাবে তৃতীয় হয়েছেন রায়গঞ্জ গার্লস হাইস্কুল ক্যামেলিয়া রায় এবং শান্তিপুর মিউনিসিপাল হাইস্কুলের ব্রতীন মন্ডল। তাঁদের প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৯। ৬৮৭ নম্বর পেয়ে চতুর্থ স্থান পেয়েছেন আলিপুরদুয়ারের বারবিশা হাইস্কুলের অরিত্র সাহা। পঞ্চম স্থান পেয়েছেন হুগলি কলেজিয়েট স্কুলের সুকল্প দে এবং কাঁদি রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র স্কুলের রুমানা সুলতানা। পরীক্ষার ৮৮ দিনের মাথায় এই ফল প্রকাশ হল।

রাজস্থানে কুয়োতে পড়ে নিহত চার বছরের শিশুকন্যা

যোধপুর, ২১ মে (হি.স.) ১৩ ঘন্টার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার পরেও বাচানো গেল না বছর চারের সীমাকে। কুয়োর গভীর অন্ধকারে মরতে হল তাকে।

সোমবার যোধপুরের মিলানা গ্রামে খেলতে খেলতে আচমকা কুয়োতে পড়ে যায় সীমা। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে খবর দেওয়া হয় রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে। প্রায় ১৩ ঘন্টা ধরে উদ্ধার কাজ চালানো হয়। পাপলাইন দিয়ে অক্সিজেন সরবরাহ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। সীমার পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কি কারণ-এ এমন হল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। উল্লেখ করা যেতে পারে চলতি বছরের এপ্রিলে রাজস্থানে এক শিশুকন্যা কুয়োতে পরে যায়। প্রায় দুই ঘন্টার প্রচেষ্টায় ওই শিশুটিকে জীবিত উদ্ধার করতে সেবার সক্ষম হয় পুলিশ।

মায়ের কথা শুনে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে থেকে ও নিজের সেরাটা দিয়ে এত সাফল্য সাবর্ণীর

রামপুরহাট, ২১মে (হি.স.) মায়ের দুটো উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে জীবনের প্রথম পরীক্ষায় সাফল্য। জানাল মাধ্যমিকে রাজ্যে ষষ্ঠস্থান অধিকারী সাবর্ণি চট্টোপাধ্যায়। তার মধ্যে প্রথম হল, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে থাকা। আর অন্যটি হল নিজের সেরাটুকু দেওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। তবে এতটা ভালো ফল সে আশা করেনি। ভেবেছিল মাধ্যমিকে র‍্যাংক করবে সে। দখল করবে অষ্টম স্থান। তাই আশাতীত সাফল্যে খুব খুসি। মেডিক্যাল নিয়ে পড়াশোনা করে মামা সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের মত চিকিৎসক হতে ইচ্ছুক সে। রামপুরহাটের সব থেকে পুরানো ঐতিহ্যবাহী রামপুরহাট হাইস্কুলের ছাত্র সাবর্ণির প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৫। একই সঙ্গে জেলায় প্রথমস্থান অধিকার করেছে সে। প্রথম দিকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ত সে। পরে রামপুরহাট উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হয় সে। রামপুরহাট উচ্চবিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী থেকেই প্রথম হত সে। জানা গেছে, সাবর্ণির বিষয়ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর বাংলায় ৯৭, ইংরেজিতে ৯৮, গনিতে ১০০, ভৌতবিজ্ঞানে ৯৮, জীবনবিজ্ঞানে ৯৮, ইতিহাসে ৯৭ ও ভূগোলে ৯৭। বাবা কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ইঞ্জিনিয়ার। মা সঞ্চিতা চট্টোপাধ্যায়। রামপুরহাট হাইস্কুলের ইংরেজীর শিক্ষিকা। সাবর্ণির জন্মভিটে নানুর থানার নওয়ানগর। কর্মসূত্রে মায়ের সঙ্গে রামপুরহাটের শ্রীফলায় ভাড়া বাড়িতে থাকত। নিয়মিত ১০-১২ ঘণ্টা পড়াশোনা করে এই সাফল্য এসেছে তার। মামা সব্যসাচী মুখোপাধ্যায় ছিলেন নানুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বি এম ও এইচ। সে জানায়, প্রতিদিন নিয়ম করে পড়াশোনা করলে সাফল্য পাওয়া যায়। মায়ের কথা শুনে সোশ্যাল মিডিয়ার দিকে নজর দিত না সে।

পাশাপাশি মায়ের কথা শুনে নিজের সেরাটুকু দেওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে গেছে সে। তবে সে এতটা সাফল্য পাবে ভাবে নি সে। মা সঞ্চিতা মুখোপাধ্যায় বলেন, "ছেলে যেভাবে পড়াশোনা করত তাতে ভালো ফল করবে সেই আশা আমার ছিল। ছেলের সাফল্যে আমি গর্বিত। ছেলের সমস্ত বিষয়ে নজর দিতাম। তবে ইংরেজিটা আমি দেখতাম। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে ৫ জন গৃহ শিক্ষক ছিল"। প্রধান শিক্ষক নুরুজ্জামান সাহেব এবং স্কুলের সেক্রেটারি আরশাদ হোসেন স্কুলের এই সাফল্যে খুব খুসি। আরশাদ হোসেন জানান, সঞ্চিতা ম্যাডাম নিজের ছেলের প্রতি যেমন ইংরেজীতে যত্ন নিতেন তেমনি একইভাবে স্কুলের অন্য ছাত্রদের প্রতি যত্ন নিতেন।

গোয়ালপাড়ায় দুরন্ত ঘূর্ণিড়, লণ্ডভণ্ড মরনৈ, তছনছ বাড়িঘড়, বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা

গোয়ালপাড়া (অসম), ২১ মে (হি.স.) : প্রবল বেগে ধাবমান ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে নিম্ন অসমের গোয়ালপাড়া জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে জেলার মরনৈ এলাকার। সোমবার রাতে আচমকা ঝড়-ঝঞ্ঝার কবলে পড়ে গোয়ালপাড়া জেলা। তীব্রবেগী ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে মরনৈ, কোদালধোয়া, দহিকাটা, রাজাপাড়া, ডুবাপাড়া ইত্যাদি অঞ্চলের প্রায় চার থেকে পাঁচশো বাড়িঘর তছনছ করে দেওয়ার পাশাপাশি আজস্র গাছ-গাছালি ভেঙে পড়েছে। অসংখ্য বিদ্যুতের খুটি উপড়ে পড়ায় ব্যাহত হয়েছে বিদ্যুৎ পরিষেবা। বেশ কয়েকটি রাস্তার ওপর বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ায় যাতায়াত ব্যবস্থাও ব্যাহত হয়েছে।

ঝড়ের গতি এত তীব্র ছিল যে, বহু বাড়িঘরের টিনের চাল প্রায় দুই-তিন কিলোমিটার দূরে গিয়ে পড়েছে। ঘূর্ণিঝড় প্রভাবিত এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীনদের কান্নায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় কান্নার করুণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় সব গৃহস্থের ঘরের আসবাসপত্র ঘরের চাপায় নষ্ট হয়ে গেছে। জানা গেছে, মরনৈয়ে বিদ্যাভারতী পরিচালিত শংকরদেব শিশু বিদ্যানিকেতনের চালও বহু দূরে নিয়ে ফেলেচে ঘূর্ণিঝড়। ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে গোয়ালপাড়া সৈনিক স্কুলেরও।

উল্লেখ্য, গত ১৭ মে রাতে জেলার কৃষ্ণাই এলাকার পেটকাটায় বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি করেছিল ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব। ওই রাতের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়েও প্রায় পাঁচ শতাধিক বসতবাড়ি এবং সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছিল। অনুরূপভাবে গত ১৯ মে রাতে ঝড়ের তাণ্ডবে দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলার সুখচর থানা এলাকার সুখচর এবাং হাজিরহাট অঞ্চলের শতাধিক পরিবার পথে বসেছেন। বাড়িঘর তছনছ করা ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে গাছ ও বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়েছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাহত হয়ে পড়েছে বিদ্যুৎ পরিষেবা। মারা গেছে গবাদি পশু। আহত হয়েছেন কয়েকজন।

অন্যদিকে, মানকাচরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কালোচরেও অনুরূপ তাণ্ডব চালিয়েছ ঝড়। ওইদিন রাতে সেখানে এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। কালোচরে প্রায় ১০টি পরিবারের ১৫টির বেশি বসতঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এদিকে উড়ন্ত টিনের ঘায়ে মইদুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। তাঁর মাথায় ১৩টি সেলাই লেগেছে বলে জানা গেছে।

স্বচ্ছ অফিসার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে মাধ্যমিকে দশম স্থানাধিকারী সিউড়ির অরিত্র

সিউড়ি ২১ মে (হি.স.) : সকাল ৯ টায় মাধ্যমিকের রেজাল্ট যখন টিভির পর্দায় ঘটনা হচ্ছে বাড়ির সকলেই চোখ তাকিয়ে ছেলের স্থান অধিকারের আশায়। কিন্তু একের পর এক তালিকা প্রকাশ হলেও ছেলের নাম দেখতে না পেয়ে যখন আশা ছেড়েই দিয়েছেন মা, ঠিক তখনই ১০ নাম্বার তালিকায় উঠে এলো অরিত্র মহারার নাম।

সিউড়ি নেতাজি বিদ্যাভবন থেকে পরীক্ষা দিয়ে এবার অরিত্র মাহারা রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, জেলায় তৃতীয়। এই স্থান অধিকার করে অরিত্র একসাথে দুটি স্কুলের নাম উজ্জ্বল করল। কেন! এখানেই বিস্ময়কর।সিউড়ির শুড়িপুকুর পাড়ার বাসিন্দা অরিত্র প্রথম থেকেই পড়াশোনা চালিয়ে ছিল সিউড়ির পাইকপাড়ার সরস্বতী শিশু মন্দিরে। কিন্তু ওই স্কুলের এবছর প্রথম মাধ্যমিক ব্যাচ কোনো কারণবশত রেজিস্টেশনে সমস্যার সম্মুখীন হয়। তারপর সে মাধ্যমিকে বসে সিউড়ির নেতাজি বিদ্যাভবন স্কুল থেকে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে। তাই তারা এই সাফল্যে একইসাথে গর্বিত সিউড়ির দুটি স্কুল। আর বলাই বাহুল্য, সিউড়ির পাইক পাড়ার ওই সরস্বতী শিশু মন্দির প্রথম বছরেই ধামাকা দিল। অরিত্রর বাবা বিমল মাহারা একজন সাধারণ ব্যবসায়ী, মা চৈতি মাহারা গৃহবধূ। ছেলের এমন সাফল্যে বাড়ির সকলেরই যেমন আনন্দ চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে ঠিক তেমনি তার স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারাও সমানভাবে আনন্দিত।

জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় বড় সাফল্য পাওয়ার পর অরিত্র জানাই সে ভবিষ্যতে আইএএস অফিসার হতে চাই। আর তার এই ইচ্ছাই সমান ভাবে সমর্থন রয়েছে বাড়ি অভিভাবক এবং স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের। পরীক্ষায় এই বড় সাফল্যের পর অরিত্র জানাই, পড়াশোনার জন্য নির্দিষ্টি কোন সময় তার ছিল না। যেদিন যেমন, কখনো তিন ঘন্টা, কখনো ১০ ঘন্টা করে পড়াশোনা করত। তবে তার পড়াশোনার সময় বাবা-মা অতন্দ্র প্রহরীর মতো সজাগ থাকতে সে কথা তার মুখ থেকেই শোনা যায়। এমন বড় সাফল্যের জন্য অরিত্র যেমন বাবা মায়ের কৃতিত্বকে স্বীকার করেছে, ঠিক তেমনই কৃতিত্ব দিয়েছেন নতুন ও পুরাতন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের।

মুলায়ম ও অখিলেশকে ক্লিনচিট দিল সিবিআই

নয়াদিল্লি, ২১ মে (হি.স.) আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তি মামলায় মুলায়ম সিং যাদব এবং অখিলেশ যাদবকে ক্লিনচিট দিল সিবিআই। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট-এ দায়ের করা হলফনামায় সিবিআই তরফে জানানো হয়েছে মুলায়ম সিং যাদব এবং অখিলেশ যাদবের বিরুদ্ধে কোনও যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই ২০১৩ সালের ৭ এপ্রিল তদন্তটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রমাণ-এর অভাবে প্রথাগত কোনও মামলাও দায়ের হয়নি। এর আগে এই তদন্ত প্রক্রিয়া বর্তমানে কি পরিস্থিতিতে রয়েছে সেই রিপোর্ট সিবিআই-কে দিতে বলে দেশের শীর্ষ আদালত।

গত এপ্রিলে আইনজীবী বিশ্বনাথ চতুর্বেদী দায়ের করা পিটিশনের ভিত্তিতে প্রধানবিচারপতি রঞ্জন

ছয়ের পাতায়

ঘোষিত ১৫ জনের ভারতীয় স্কোয়াডে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না, জানালেন নির্বাচকরা

মুম্বই, ২১ মে (হি.স.) : ক্রিকেট বিশ্বকাপের জন্য ঘোষিত ১৫ জনের ভারতীয় স্কোয়াডে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না বলে স্পষ্ট করলেন ভারতীয় নির্বাচকরা। যদিও ২৩ মে পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা আইসিসি। এই সময়ের মধ্যে বিশ্বকাপের জন্য ঘোষিত প্রাথমিক স্কোয়াডে রদবদ করতে পারবে সব দলই। এখনও দিন দু'য়েক সময় রয়েছে হাতে। তবে ততদিন অপেক্ষা করতে রাজি নয় বিসিসিআই।আগে সংশয় ছিল একটি জায়গা নিয়ে। বদলির দাবিদার ছিলেন একাধিক। আইপিএলে কাঁধে চোট পাওয়া কেদার যাদব বিশ্বকাপের আগে সম্পূর্ণ ম্যাচ ফিট হয়ে উঠবেন কি না, তা নিয়েই ছিল প্রশ্ন। কেদার নিতান্ত ফিট না হয়ে উঠলে স্ট্যান্ড-বাই কোনও তারকার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়তে পারত। আম্বাতি রায়ডু, ঋষভ পন্তরা আশায় বুক বেঁধে ছিলেন একেবারে শেষ মুহূর্তে মিরাকল কিছু ঘটে কি না। শেষমেশ কেদার ফিট ঘোষিত হওয়ায় নির্বাচকরদের দল নির্বাচন নিয়ে নতুন করে বৈঠক ডাকতে হয়নি।

ভারত প্রাথমিক দলে কোনও পরিবর্তন না করলেও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান বড়সড় রদবদল করে চূড়ান্ত স্কোয়াডে। দলে ফেরেন অন্যতম সেরা পেসার মহম্মদ আমের। সঙ্গে ফেরানো হয় আরও এক স্পিড স্টার ওয়াহাব রিয়াজকে। ইংল্যান্ডের মাটিতেই ২০১৭'র চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারতের বিরুদ্ধে তিন উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন আমের।এছাড়া মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান আসিফ আলিও ঢুকে পড়েছেন বিশ্বকাপের চূড়ান্ত স্কোয়াডে। তিন জনকে জায়গা ছাড়তে বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন জলাঞ্জালি দিতে হয়েছে ফহিম আসরাফ, জুনাইদ খান ও আবিদ আলিকে।উল্লেখ্য, আগামী ৫ জুন সাউদাম্পটনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারত বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে। ৩১ মে পাকিস্তান তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। ১৬ জুন ম্যাঞ্চেস্টারে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপের ভারত-পাক মহারণ।

মঙ্গলবার ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষণা দিচ্ছেন বোর্ডের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম
হরেকরকম
হরেকরকম

ত্বকের যত্নে টমেটো

টমেটো এখন সারা বছরের সবজি হিসেবে সব সময়ই দেখতে পাওয়া যায়। পাকা টমেটো অনেকেই বেশ পছন্দ করে খেয়ে থাকেন। টমেটোর সবচাইতে ভালো উপকারিতা পাওয়া যায় যদি টমেটো কাঁচা খাওয়া যায়। প্রতিদিন পেতে টমেটোরোদে পোড়া দাগ ও রোদের কারনে ক্ষতিগ্রস্থ ত্বকের জন্য সবচাইতে বেশি কার্যকরী এই টমেটো। একটি গোটা টমেটো দুভাগ করে কেটে নিয়ে বিচির দিকের অংশ মুখে গলায় ও হাতে ঘষে নিন ভালো করে। রেখে দিন ১০-১৫ মেশান। এই মিশ্রণটি চোখের চারপাশে ও রিঙ্কেলের ওপর লাগিয়ে রাখুন ১ ঘন্টা। এরপর সাধারণভাবেই ফেইসওয়াস দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। নিয়মিত ব্যবহারে দূর হবে ডার্ক সার্কেল ও রিঙ্কেল।৩। ত্বকের উজ্জলতা বৃদ্ধি করতে টমেটোত্বকের

অন্তত ১ টি কাঁচা টমেটো আপনাকে অনেক শারীরিক সমস্যা থেকে রেহাই দেবে।টমেটোর রয়েছে আরও একটি গুণ। আর তা হলো টমেটো রূপচর্চার জন্য বেশ কার্যকরী একটি সবজি। রূপচর্চায় নানান ভাবে টমেটো ব্যবহার করা যায়। আসুন তবে দেখে নিই টমেটোর এমনই কিছু ব্যবহার।১। রোদে পোড়া দাগ থেকে মুক্তি মিনিট। পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন। প্রতিদিনের বাবহারে দাগ দূর করার পাশাপাশি ত্বককে আরও উজ্জ্বল করবে।২। ডার্ক সার্কেল ও রিঙ্কেল দূর করতে টমেটোডার্ক সার্কেল ও বয়সের ছাপ জনিত রিঙ্কেল দূর করতে টমেটোর জুড়ি নেই। একটি টমেটো চিপে এর রস বের করে রাখুন একটি পাত্রে। এরপর এতে দিন সমপরিমাণ লেবুর রস। ভালো করে উজ্জলতা বৃদ্ধি করতে টমেটোর ব্যবহার হয়ে আসছে বহুদিন যাবত। ১ টেবিল চামচ টমেটোর রস, ১ টেবিল চামচ কমলালেবুর রস ও ১ টেবিল চামচ শসার রস দিয়ে তৈরি করুন একটি মিশ্রণ। মুখের ত্বক ভালো করে পরিস্কার করে এই মিশ্রণটি লাগিয়ে রাখুন ৩০ মিনিট। এরপর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ২/৩ বার ব্যবহারে ত্বক হবে উজ্জ্বল।

যেসব কারণে বাড়ে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি

স্তন ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। স্তন ক্যান্সার থেকে দরে থাকতে হলে সচেতনতাই প্রথম কথা। কিন্তু আমাদেরই প্রতিদিনের কিছু কাজ এই ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

আসুন জেনে নেই যেসব অভ্যাসে বাড়ায় স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি।

সঠিক মাপের ব্রা

স্তনের আকার অনুযায়ী সঠিক মাপের ব্রা ব্যবহার না করা স্তন ক্যান্সারের ঝুকি অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। স্তনের আকারের চেয়ে বড় মাপের বক্ষবন্ধনী স্তনের টিস্যুগুলোকে ঠিকমত সাপোর্ট দিতে পারে না আবার অতিরিক্ত ছোট হলে স্তনের তরলবাহী লসিকাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

সারাক্ষণ ব্রা পরে থাকা

সারাক্ষণ ব্রা পরে থাকার কারণে ঘাম, আর্দ্রতা জমে থাকা সব মিলে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। ঘরে থাকার সময়টুকুতে ব্রা ব্যবহার না করার চেষ্টা করুন।

প্লাস্টিকের বক্স

প্লাস্টিকের বক্সে খাবার রাখা এবং বিশেষত সেটিতেই ওভেনে গরম করা স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিতে পারে। এর বদলে কাঁচের পাত্র ব্যবহার করুন। আর প্লাস্টিক ব্যবহার করতে চাইলে তা ফুড গ্রেড কিনা নিশ্চিত হয়ে নিন।

চুল রঙিন করা

চুল রঙিন করার কাজে ব্যবহৃত রঙের ক্ষতিকর রাসায়নিকের কারণে হতে পারে স্তন ক্যান্সারও। তাই ভালো ব্র্যান্ডের ভেষজ চুলের রং ব্যবহার করুন। আর সবচেয়ে ভালো হয় মেহেদি ব্যবহার করতে পারলে।

এয়ার ফ্রেশনার

এয়ার ফ্রেশনার

এয়ার ফ্রেশনারে থাকা প্যাথালেট নামক প্লাস্টিসাইজিং রাসায়নিক যা সুগন্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করে, তার সঙ্গে স্তন ক্যান্সারের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। বরং ফুটন্ত জলেতে এক টুকরো দারুচিনি ফেলে দিন। ঘর থেকে দুর্গন্ধ দূর হবে।

নেপথলিন

কাপড়চোপড় পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচাতে বা বাথরুমের দুর্গন্ধ এড়াতে বেসিনে, সিঙ্কেও নেপথলিন ফেলে রাখেন অনেকেই। কিন্তু এটি পুরোটাই ক্ষতিকর কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি হয়, যা কেবল পোকামাকড়কে দূরেই রাখে না, বরং আপনার স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিও বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। এরচেয়ে নিমপাতা শুকিয়ে কাগজে মুড়িয়ে রেখে দিন। একই উপকার পাবেন।

রান্নাঘরের সিঙ্ক বা কেবিনেট

রান্নাঘরের স্কি বা কেবিনেট যে রঙিন তরল ক্লিনার দিয়ে আপনি পরিস্কার করছেন, তাতে থাকা কেমিক্যাল কেবল আপনার স্তন ক্যান্সারই নয়, মাইগ্রেন ও অ্যালার্জির প্রকোপও বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই কেমিকেলযুক্ত এই ক্লিনার ব্যবহার না করে ভিনেগার বা বেকিং সোডা দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন।

শিং ও মাগুর মাছের পোনা মজুদ ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

এ মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন কৌশল বেশ কয়েক বছর আগেই উদ্ভাবিত হলেও কয়েক বছর আগেও শিং মাছের চাষ তেমন একটা প্রচলন হয়নি। বর্তমানে হ্যাচারিসমূহে প্রচুর শিং মাছ এর পোনা উৎপাদন করা হচ্ছে, ফলে পোনারপ্রাচুর্যতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ মাছের চাষেরও ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। পাংগাস মাছের সঙ্গে সাথি ফসল হিসেবে শিং মাছের সঙ্গে সাথি ফসল হিসেবে শিং মাছের চাষসহ এককভাবে শিং মাছ চাষের প্রসারও ঘটেছে। পাংগাস মাছের সঙ্গে সাথি ফসল হিসেবে শিং মাছের চাষসহ এককভাবে শিং মাছ চাষের প্রসারও ঘটেছে। অভ্যন্তরীণ বাজারে এ মাছের চাহিদা বেশি থাকায় এ মাছের চাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে শিং মাছের পোনা উৎপাদন কৌশল সহজত হয়ে আসতে প্রয়োজনমতো পোনা সহজেই যাচ্ছে। মাগুর মাছ ঃ এ মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন কৌশল বেশ কয়েক বছর আগেই উদ্ভাবিত হলেও মাগুর মাছের একক চাষের তেমন একটা প্রচলন হয়নি। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বল্প পরিসরে এ মাছের পোনা উৎপাদন করা হচ্ছে। শিং মাছের মতো এ মাছ চাষের প্রসার ঘটে নাই। বর্তমানে পাংগাস মাছের সঙ্গে সাথি ফসল হিসেবেই চাষ হচ্ছে। ভবিষ্যতে পোনা উৎপাদন প্রক্রিয়া সহজ হলে চাষের সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে কারণ এ মাছের বাজার চাহিদা ব্যাপক।

পোনা সংগ্রহ ও পরিবহন ঃ মাছ চাষে উত্তম ফলাফল নির্ভর করে ভালো মানের বীজের ওপর। কৌলিতাত্ত্বিকভাবে বিশুদ্ধ পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য পরিচিত বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য পোনা উৎপাদনকারীর নিকট হতে পোনা সংগ্রহ করাই উত্তম। পুকুর প্রস্তুতের সময় হতেই পোনার জন্য যোগাযোগ শুরু করতে পারে। ভালো মানের শিং মাছের পোনার জন্য পুকুর প্রস্তুতের সময় থেকেই হ্যাচারির সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পোনার জন্য অগ্রিম বুকিং প্রদান করতে হবে। অনেক সময় হ্যাচারিসমূহ বুকিং পাওয়ার পর পোনা উৎপাদন করে থাকে। নির্ধারিত দিনে উপযুক্ত পাত্রে পোনা পরিবহণ করে পুকুরে মজুতের ব্যবস্থা করতে হবে। অধিকাংশ হ্যাচারি শিং মাগুর উভয় প্রজাতির মাছের ৭-৮ দিন বয়সের পোনা বিক্রয় করে থাকেন কিন্তু এ বয়সের পোনা উৎপাদন পুকুরে মজুদ করা উপযুক্ত নয় সে জন্য মজুদ পুকুরের জন্য উপযুক্ত আকারের পোনা প্রাপ্তির জন্য নার্সারিতে পোনা পালনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

উৎপাদন পুকুরে পোনা মজুদ ঃ নার্সারি পুকুরে পোনার আকার ৫-৭ সেমি হলে পোনা মজুদ পুকুরে ছাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। পোনা ছাড়ার ঘনত্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে খামারির মাছ চাষের অভিজ্ঞতা, আর্থিক স্বচ্ছলতা, মাছ চাষের আগ্রহ, পুকুরের মাটি ও জলের গুণাগুণ এবং চাষের পদ্ধতির ওপর। মজুদ পুকুর প্রস্তুতের ৪-৫ দিন পর পোনা মজুদ করতে হবে। বাণিজ্যিকভাবে শিং মাছের একক চাষের জন্য শতকে ৪০০-৫০০ টি পোনা ছাড়া যেতে পারে। কৈ বা পাংগাস মাছের সঙ্গে সাথি ফসল হিসেবেও শিং ও মাগুর মাছ চাষ করা বেশ লাভজনক। এক্ষেত্রে শতকে ৩০-৫০ টি পোনা মজুদ করা যেতে পারে। এ জাতীয় মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুরের প্লাংকটনের উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য শতকে ১-২ টি সিলভার বা কাতলের পোনা মজুদ করা যেতে পারে।

আট বছরের মহাকাব্যিক উপাখ্যান ''গেম অব থ্রোনস''

মহাকাব্য কাকে বলে? কী কী শর্তপূরণে মহাকাব্য বা এপিক, এপিক হয়ে ওঠে? সে কঠিন আলোচনা থাক। বরং আমাদের জীবদ্দশায় যে মহাকাব্যটি আট বছর ধরে গড়ে উঠল সেটি নিয়ে নাড়াচাড়া করা ভালো।আসলে সিনেমা, সিনেমাচিত শর্তের সব অলিগলি ঘুরে মানুষকে যখন ভাব ভাবনাতে আছাড়-পাছাড় করাতে পারে, তখন তাকে এপিক আখ্যা না দিয়ে উপায় থাকে না। সিনেমাটিক এপিকের নিদর্শন কম নেই। কিন্তু একটা টিভি সিরিজ, ৮ বছর ধরে তার নিজস্ব টেনাসিটি ধরে রেখে, গোটা বিশ্বকে একটা আক্ষরিক অর্থেই যখন গ্লোবাল ইমোশনাল হাব বানিয়ে তুলতে সক্ষম হয়, তখন তাকে কুর্নিশ না করে উপায় থাকে না। ওয়েস্টেরস এবং ইসসের মতো একটা উপমহাদেশে ঘোরাফেরা করতে থাকা কাল্পনিক মধ্যযুগীয় গল্পগাথা। তাতে রাজনীতি আছে। হিংসা আছে। যৌনতা আছে। ভালোবাসা আছে। সম্পর্ক কিংবা পরিবারের বুনোট আছে। আছে মৃত্যুর ভয়ালুতা ছাপিয়ে জীবনের চূড়ান্ত প্যাশন। স্তম্ভিত করে দেওয়ার মতো গল্পের মোচড়। এপিসোড শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও, সে ফ্যান্টাসি থেকে রিয়েলিটি ফিরে আসতে সময় লাগে।এমন একটি টেলিভিশন সিরিজ, যার সাউন্ড ট্র্যাকটি পর্যন্ত মানুষ চুপ করে শোনে। চেলোর গাম্ভীর্যের সে সুরের সূচনার মুহূর্ত হলেও থমকানো যায়। গেম অফ থ্রোনস। আক্ষরিক অর্থেই বিশ্ব টেলি সিরিজের ইতিহাসে জ্বলজ্বলে একটা নাম। মানুষকে ভাবিয়ে, থমকিয়ে, দুমড়িয়ে-মুচড়িয়ে দিতে পারার ক্ষমতাই এর ইউএসপি। যার প্রতিটা চরিত্র ভীষণ ভাবে জ্যান্ত দর্শকদের কাছে। জর্জ রেমন্ড রিচার্ড মার্টিন বা জর্জ আর আর মার্টিনের উপন্যাসটিকে বলা হয় আধুনিক যুগের মহাকাব্য। গেম অফ থ্রোনস বা সেই উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করেই। যদিও পরের দিকে প্রোডাকশান হাউস নিজের মতো করে প্লট বানিয়ে নেন।গেম অফ থ্রোনস নিয়ে রিসার্চ হয়। গল্পের প্লট এমনই, যে তা নিয়ে আলোচনায় বসেন তাবড় শিক্ষাবিদরা। ২০১৭-এ ব্রিটেনের হার্টফোর্ডশিয়ার ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে বসেছিল প্রথম ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমিক গেম অফ থ্রোনস কনফারেন্স। কুড়িরও বেশি রিসার্চ পেপার পড়া হয়েছিল। ভিড় করেছিলেন দেশ-বিদেশের শিক্ষাবিদরা। আর স্বীকৃতি? অঢেল। এখনও পর্যন্ত ৫৯৬টি পুরস্কারের মনোনয়ন এই সিরিজের ঝুলিতে। জয় ৩০৮টি পুরস্কার।এবার একটু ছোট করে, গল্পের প্লট। দুই উপমহাদেশ। ওয়েস্টেরস আর ইসস। মাঝখানে সমুদ্র। বারো হাজার বছর আগে ওয়েস্টেরসে বাস করত শুধুমাত্র জঙ্গলের বাচ্চারা, মানুষের মতো দেখতে, কিন্তু তারা ম্যাজিক জানে। এরপর একদিন ইসস থেকে আসে কিছু মানুষ । তারা সেই জঙ্গলের বাচ্চাদের ওপর শুরু করে অত্যাচার। একদিন এরকমই একজনকে ধরে ফেলে জঙ্গলের বাচ্চারা। ম্যাজিক আর ড্রাগন গ্লাসের মাধ্যমে তাকে বানিয়ে ফেলে নাইট কিং। যে নাইট কিং তাদেরই সুরক্ষা করবে। অথচ সময় যত এগোয়, নাইট কিং উল্টে জঙ্গলের বাচ্চাদের তো শেষ করেই, উল্টেদেরও পাকড়াও করতে থাকে। তৈরি করে নিজস্ব সেনা, হোয়াইট ওয়াকার্স। জম্বির মতো অর্ধমৃত জীব। এরপর চার হাজার বছর আছে[illegible] আর জঙ্গলের বাচ্চারা মিলে নাইট কিং আর তার হোয়াইট ওয়াকার্সদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জিতে যায়। তাদের হাত থেকে বাঁচতে ওয়েস্টেরস আর শীতল উত্তরে তৈরি করে বিশাল বরফের দেওয়াল। এছাড়াও পাহাড়া দিতে দেওয়ালের কাছেই তৈরি হয় তিনটি দূর্গ। তাতে রাখা হয় নামে বিশেষ বাহিনীকে। জঙ্গলের বাচ্চারা অবশ্য উত্তরেই থেকে যায়। এদিকে পরিস্থিতি শান্ত হয়। সময় এগোয়। ওয়েস্টেরসে অনেক রাজত্ব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

দেওয়াল তৈরির হাজার ছয়েক পর ওয়েস্টেরসে ভেড়ে অন্ডাল গোষ্ঠীর কয়েকজন। আর অন্ডালদের মধ্যে মেলামেশা বাড়ে। বিয়ে হয়। জন্ম হয় স্টার্ক গোষ্ঠীর।অন্যদিকে ইসস থেকে ওয়েস্টেরসে আসে টারগারিয়ানরা। তারা আবার ড্রাগন পোষে। সেটা ধরুন আড়াশো-তিনশো বছর আগে। ততদিনে অবশ্য স্টার্ক ছাড়াও ল্যানিস্টার, মার্টেল, ব্রাথিওনের মতো সাতটি স্বাধীন রাজত্ব গড়ে উঠেছে ওয়েস্টেরসে। টারগারিয়ন বংশের এগন টারগারিয়ন তার ড্রাগনকে নিয়ে সাত রাজত্ব জয় করেন। তৈরি করেন এক হাজার তরোয়াল দিয়ে তৈরি লোহার সিংহাসন। যাকে বলা হয় এই সিংহাসন দখলের লড়াইয়ের খেলাই এই সিরিজের মূল প্লট। সিরিজ অবশ্য শুরু হয় আরও একটু পর থেকে। যখন সিংহাসনের দখল ল্যানিস্টারদের হাতে। গল্প এগোয়ে, ইতিহাস আসে ঘুরেফিরে।গেম অফ থ্রোনসের গল্পের ভিত্তিই ক্ষমতা আর রাজনীতি। কীভাবে ক্ষমতার লড়াই এক একটি পরিবারকে তছনছ করে। কীভাবে ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছোঁড়া যায়। তার দুর্দান্ত নিদর্শন এই সিরিজে। টিরিয়ন ল্যানিস্টার, সার্সেই, জেমি থেকে শুরু করে জন স্নো, আরিয়া স্টার্ক কিংবা ডেনেইরিস টারগারিয়ান। প্রতিটা চরিত্র এক একটি মহাকাব্যিক চরিত্র। যে চরিত্রে দর্শকরা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েন। কাঁদেন, হাসেন। ওই দর্শকদের আবেগ নিয়ে স্রেফ খেলা করে। গত আট বছর ধরে এই আবেগ নিয়ে খেলাটাইতো তাদের ইউএসপি।গেম অফ থ্রোনস বা ওট্টি-র বেশ কয়েকটি চরিত্রই বেশ জনপ্রিয়। তবে সবথেকে জনপ্রিয়তম বোধহয় দুটি- জন স্নো এবং ডেনেইরিস টারগারিয়ান বা খালিসি। এরপরেই আসে টিরিয়ন ল্যানিস্টার এবং আরিয়া স্টার্কের নাম। সিরিজে নেকড়ে আর ড্রাগনের ভূমিকাও কম নয়। জন স্নো, যে চরিত্র ডেস্টিনিতে সওয়াল করে। মানুষের হয়ে লড়াইয়ে যে মরে গিয়েও বেঁচে ফেরে। সাক্ষাত মৃত্যুর হাত থেকে যাকে ফিরিয়ে আনে ভাগ্য। আর সেই ভাগ্যই তাকে রাজ্যপাট থেকে দূরে ফিরিয়ে দেয় মানুষের মাঝে।ডেনেইরিস টারগারিয়ান বা খালিসি। নারীত্বের আঁকবাঁকের সমস্ত কিছু লেখক তাঁর মধ্যে এঁকেছেন। কষ্ট আর লড়াইয়ের অজস্র রঙ দিয়ে প্রবল ভাবে জ্যান্ত করে তুলেছেন। এক নারীর এ হেন মহাকাব্যিক লড়াই বিরলতম।আটটি পর্ব নিয়ে গেম অফ থ্রোনসের সিরিজ শেষ হল সম্প্রতি। শেষ পর্বটি পছন্দ হয়নি অনেকের। তাই লক্ষ লক্ষ ফ্যান পিটিশন দাখিল করছে গল্প পাল্টে নতুন ভাবে শেষ সিরিজটি নিয়ে আসার জন্য। বিশ্ব সিনেমার ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরলতম। আবেগ একাত্মতা কোন পর্যায়ে গেলে এই আবদার সম্ভব!আগেই বলেছিলাম, চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতার কথা। গোটা বিশ্ব জুড়ে সে একাত্মতার অনেক গল্পই ছড়িয়ে আছে। বরং সে একাত্মতার নমুনা দিই এই শহরেরই একজনকে দিয়ে। পেশায় বাংলা টেলি সিরিয়ালের অভিনেত্রী। গত মার্চে সন্তানহারা হয়েছেন তিনি। মৃত সন্তান প্রসব। সামলে ওঠা কঠিন ছিল। কিন্তু অসম্ভব মনের জোরে সামলেছেন। এই সামলানোর রাস্তায় তাঁর সঙ্গে কে ছিল জানেন? এই গেম অফ থ্রোনসের ডেনেইরিস টারগারিয়ান। ডেনেইরিসও একসময়ে সন্তানহারা হন। স্বামীকে খুন করা হয়। সে কারণে ডেনেইরিসকে বলতে হত, ''যদি আমি পেছনে ফিরে তাকাই, হারিয়ে যাব''। এক অভিনেত্রীর কাল্পনিক চরিত্র, আরেক অভিনেত্রীকে নতুন করে বাঁচার রসদ জুগিয়েছে। সামনে এগোতে সাহায্য করেছে। এ বাংলার সে অভিনেত্রীর ঘরে রয়েছে ডেনেইরিসের পোস্টার। তাতে ডেনেইরিসেরই একটি কোটেশন, এটাই গেম অফ থ্রোনস। জীবন যাপনের চলতি ভাবনাকে সে সিরিজ পাল্টে দেয়। রোজকারের নৈতিকতাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। ভালো থাকার রসদ জোগায়। খারাপ রেখে, নতুন করে ভাবনার খোরাক দেয়। মহাকাব্যের এও তো এক শর্ত বটে!

অভিনয়ের পর প্রযোজকের আসনে ক্যাটরিনা কাইফ

অভিনয়ের পাশাপাশি অনেক তারকারাই নিজেদের বিভিন্ন কাজে যুক্ত রেখেছেন। আর এই তালিকায় নাম লেখাতে চলেছেন ক্যাটরিনা কাইফ। অভিনয়ের পাশাপাশি প্রযোজনা ব্যবস্থাও সামলাতে চলেছেন তিনি। এক সাক্ষাতকারে অভিনেত্রী জানান, এবার তিনি প্রযোজনা ব্যবস্থাও সামলাতে চলেছেন। খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে কাজ শুরু করতে চলেছেন। তবেনি ব্যস্ত রয়েছেন ''ভারত'' ছবির প্রচারে। পাশাপাশি কুমুদ রায়নার চরিত্রেও নেটিজনরা ক্যাটরিনাকে বেশ পছন্দ করেছেন। এমনকি সহ অভিনেতা সলমান খান জানান, এই ছবির জন্য ক্যাটরিনা জাতীয় পুরষ্কার পাবেন। তিনি এই ছবির জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন।তবে প্রোডাকশন হাউস নিয়ে ক্যাটরিনা বলেন, আশা করি খুব শীঘ্রই এই কাজ শেষ হয়ে যাবে। ২০১৯-এর শেষের দিকেই প্রযোজনার কাজ সামলাব। তবে এর পাশাপাশি অভিনয়ও চালিয়ে যাব।এখন শুধু ''ভারত'' ছবির অপেক্ষায় রয়েছি। দর্শকরা ফল জানাবেন। আলি এবং আমি যতটা সম্ভব পেরেছি কাজ করে গেছি। এখন ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছি। তবে ''জিরো''-র ব্যর্থতার পর সাবধানেই ছবি বাছাই করছেন অভিনেত্রী। তবে প্রযোজনা ব্যবস্থা নিয়েও বেশি চিন্তিত রয়েছেন ক্যাটরিনা।উল্লেখ্য, ক্যাটরিনার আগে প্রযোজক ব্যবস্থা সামলাচ্ছেন দীপিকা পাড়ুকোন, অনুষ্কা শর্মারা। ২০১৫ সালে ''এনএইচ ১০'' দিয়ে প্রযোজনার দায়িত্বে আসেন অনুষ্কা শর্মা। প্রযোজনার পাশাপাশি ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যায় তাঁকে। অন্যদিকে, ''ছাপ্পাক'' ছবি দিয়ে প্রযোজনার আসনে বসতে চলেছেন দীপিকা পাড়ুকোন। মেঘনা গুলজার পরিচালিত ''ছাপ্পাক'' ছবির প্রযোজকও বটে তিনি।

প্রকাশ্যে এল ''শাহো''-র নতুন পোস্টার

''বাহুবলী''-র পর প্রভাসের ভক্তরা অপেক্ষায় ছিলেন কখন তিনি নতুন ছবি নিয়ে হাজির হবেন। তবে ''বাহুবলী''-র পরই অভিনেতা জানিয়ে দেন তিনি খুব শীঘ্রই বলিউডে ফিরতে চলেছেন এবং দর্শকদের উপহার দিতে চলেছেন। সেইমতো সোমবারই অভিনেতা জানিয়ে দেন, তিনি ভক্তদের উপহার দিতে চলেছেন। তবে সেই উপহার হল ''শাহো'' ছবির পোস্টার। রীতিমতো ভাইরাল প্রভাসের নতুন ছবির পোস্টার।মঙ্গলবার সকাল থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ''শাহো'' পোস্টার ঘোরাফেরা করছে। তবে নজর কেড়েছে অভিনেতার চোখে সানগ্লাস। তবে এ সানগ্লাস বাকি সানগ্লাসগুলোর থেকে একদমই আলাদা। আলট্রা কুল সানগ্লাসে প্রভাসের চোখ যেন বলছে অন্য কথা। কোনও কিছুর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি। এই বছরের ১৫ আগস্ট মুক্তি পেতে চলেছে ''শাহো'' ছবিটি। তবে পোস্টার সামনে আসা মাত্রই তা একেবারে হিট। সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে দেখা যাচ্ছে হ্যাশট্যাগ ''শাহো''।ছবিতে মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন প্রভাস, শ্রদ্ধা কাপুর এবং নীল নীতিন মুকেশ। ছবিটি তামিল, তেলেগু, হিন্দি ইংরেজি এবং মালায়ালাম ভাষায় মুক্তি পাবে বলে জানা গিয়েছে। অবশ্য ''বাহুবলী''-র পর থেকেই প্রভাসের জনপ্রিয়তা বলিউডে বাড়তে থাকে। এমনকি প্রযোজক করণ জোহর তাঁকে তাঁর পরবর্তী ছবির প্রস্তাব দিয়েছেন।

বিয়ের পরও ধর্মেন্দ্রকে ভালোবাসতেন জয়া বচ্চন

বিনোদন ডেস্ক: বলিউডের চিরস্মরণীয় ছবির মধ্যে একটা হল রমেশ সিপ্পির ''শোলে''। এই ছবি ১৯৭৫ সালে মুক্তি পায়। কিন্তু আজও এর জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র কমেনি। এই ছবিতে সর্বকালের সেরা চারজন সুপারস্টার ছিলেন। অমিতাভ বচ্চন ধর্মেন্দ্র জয়া বচ্চন এবং হেমা মালিনী। এছাড়াও এটা এমন একটা ছবি যেখানে দু''জোড়া রিয়েল লাইফ কাপল অভিনয় করেছেন।এই ছবির মোটামুটি প্রতিটা চরিত্রই চিরস্মরণীয়। কিন্তু সবার ফেভারিট নিঃস্বন্দেহে বসন্তী হেমা মালিনীকে এই চরিত্রে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু বড় বড় সিনেমাপ্রেমীরাও জানেন না জয়া বচ্চন যাকে রাধার চরিত্রে দেখা যায় উনি বসন্তীর চরিত্রে অভিনয় করতে চেয়েছিলেন। শুধুমাত্র ধর্মেন্দ্রের কারণে।সম্প্রতি কফি উইথ করণ-এর একটা পুরনো এপিসোড ঘোরাফেরা করছে ইন্টারনেটে। এই এপিসোডের অতিথি ছিলেন হেমা মালিনী এবং জয়া বচ্চন। বলাই বাহুল্য শোলে ছবি নিয়ে অনেক কথাই বলেন তারা।জয়া এই ছবি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেন, '' আমার ইচ্ছা ছিল বসন্তীর চরিত্রে অভিনয় করার। কারণ আমি ধর্মেন্দ্রকে ভালোবাসতাম।''এরপর উনি ধর্মেন্দ্রের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতকারের অভিজ্ঞতার কথা জানান। তিনি বলেন, আমি ধর্মেন্দ্রকে যখন প্রথমবার দেখি অমি এতটা নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম যে বলার নয়। তার সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়। সেই ঘরে একটা সোফা ছিল। আমি সেই সোফার পিছনে লুকিয়ে পড়ি। আমি বুঝতে পারছিলাম না কী করবো। তার সঙ্গে কী কথা বলবো। আমার এখনো মনে আছে উনি সেদিন কী পরেছিলেন। তাকে একটা সাদা প্যান্ট-শার্ট-এ গ্রিক দেবতার মতো দেখাচ্ছিল।জয়া যে শুধুমাত্র ধর্মেন্দ্রের জন্য বসন্তীর চরিত্রে অভিনয় করতে চেয়েছিলেন তা শুনে বেশ অবাক লাগে। কারণ সেই সময় জয়া অমিতাভের সঙ্গে বিবাহিত তো ছিলেনই, একই সঙ্গে উনি প্রেগন্যান্টও ছিলেন।

''সাগরদ্বীপে যকের ধন'' ছবির থ্রি ডি পোস্টার

ছবির কলাকুশলীরা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন প্রকাশ্যে আসতে চলেছে ''সাগরদ্বীপে যকের ধন'' ছবির প্রথম পোস্টার। কথা মতো মুক্তি পেল পরমব্রত-কোয়েল-গৌরবের ছবির ফার্স্টলুক। হেমলক সোসাইটি-র পর এই ছবির হাত ধরেই বড়পর্দায় আসছেন পরম-কোয়েল। নেপথ্য নায়ক সায়ন্তন ঘোষাল।টলিউডের রহস্য রোমাঞ্চে ভরা ছবি বানানোর জন্য খ্যাতি রয়েছে সায়ন্তনের। তাঁরই ডেবিউ ছবির ছিল ''যকের ধন'', সাড়া ফেলে দেওয়া সেই ছবিরই সিক্যুয়েল ''সাগরদ্বীপে যকের ধন''। সায়ন্তনের ছবি ''আলিনগরের গোলকধাঁধা''-ও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। অ্যাডভেঞ্চার ছবি তৈরি করতে ভালবাসেন পরিচালক।সিকিম, থাইল্যান্ড এবং কলকাতার শুটিং হয়েছে এই ছবির। থাইল্যান্ডে শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে পরিচালক বলেছিলেন, ''অভিজ্ঞতাটা আউটস্ট্যান্ডিং! যেসব জায়গায় সাধারণত পর্যটকরা যান না, সেরকম লোকেশনে শুট করেছি থাইল্যান্ডে। প্রাণ নিয়ে কলকাতায় ফিরেছি প্রত্যেকে, এটাই অনেক। জলের নীচে শুটিং হয়েছে, কিছু স্টান্টও রয়েছে।''ছবিতে বিমল পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। কুমারের চরিত্রে রাহুলের পরিবর্তে ছবিতে এসেছে গৌরব চক্রবর্তী। এডিট ও ভিএফএক্সে দর্শকদের চমকে দিতে চলেছেন পরিচালক। ছবির ভিস্যুয়াল এফেক্টের কাজ শেষ করতেই প্রায় পাঁচ-ছ মাস লেগে গিয়েছে। ''সাগরদ্বীপে যকের ধন''-এর চিত্রনাট্য লিখেছেন সৌগত বসু। সঙ্গীতের দায়িত্ব রয়েছে মিমোরই কাঁধে।

বৃহস্পতিবার লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠকে বিধায়ক আশিষ সাহা। ছবি- নিজস্ব।

পদত্যাগের কথা এড়িয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ পর্ষদ সভাপতি

কলকাতা,২১ মে (হি.স.): চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা কার্যত নজিরবিহীন। সাতটি বিষয়ের প্রতিটিরই প্রশ্ন ফাঁসে রীতিমত প্রশ্নের মুখে পড়েছিল পর্ষদের নিরাপত্তা। এরপরেই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন তিনি ইস্তফা দেবেন। মঙ্গলবার ২০১৯ মাধ্যমিকের ফলাফলের দিন সকাল ৯ টায় সাংবাদিক সম্মেলন করে এবছরের সেরা দশের মেধা তালিকা ঘোষণা করেন কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। সেখানে তাঁকে ইস্তফা দেওয়ার কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি রীতিমত ক্ষেপে ওঠেন। তিনি তা অস্বীকার করে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, 'আপনি কী করে জানলেন?'
এরপরেই এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উঠে আসে পরীক্ষা কেন্দ্রের নিরাপত্তাকে উপেক্ষা করে মোবাইল নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের প্রসঙ্গ। এ প্রসঙ্গে অবশ্য উত্তর দেন তিনি। পর্ষদ সভাপতি বলেন, এইবছর যে দশ দিন ব্যাপী পরীক্ষা চলেছিল তাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির জন্য ১৩৬ টি অভিযোগ জমা পড়েছিল পর্ষদের দফতরে। প্রশ্ন ফাঁস, টুকলি, মোবাইল নিয়ে পরীক্ষা দিতে আসা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অভিযোগ জমা পড়েছিল। এদের মধ্যে থেকে ৭৩ জনের পরীক্ষা বাতিলও করে দেওয়া হয়েছিল। এই বিষয়ে তিনি আরও বলেন, পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ সংক্রান্ত একটি হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ওই গ্রুপের কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। তবে এবছর তারা পরীক্ষা দিতে না পারলেও, পরের বছর তাঁরা পরীক্ষা দিতে পারবেন বলে জানা কল্যানময়বাবু। পরীক্ষা শুরুর আগে কল্যাণময়বাবু দাবি করে জানিয়েছিলেন, তাঁর কাছে এমন একটি সার্ভার আছে যা থেকে গোটা রাজ্যের পরীক্ষা ব্যবস্থা তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। এমনকি নজরদারিও চালাতে পারবেন। কোথাও কোনও অনৈতিক কাজ হলে, তা তিনি পর্ষদের দফতরে বসেই দেখতে পাবেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত দাবি যে ভিত্তিহীন, তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল পরীক্ষা চলাকালীন প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে। সেসময় পর্ষদ সভাপতি প্রশ্ন ফাঁসের বিষয় সম্পর্কে বলেছিলেন, 'উপরমহলের নির্দেশ আছে, সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলা যাবে না পরীক্ষা চলাকালীন'।
উল্লেখ্য, ২০১৯ এর মাধ্যমিকের মত এত সংখ্যক অভিযোগ এর আগে কোন বছর মাধ্যমিকে জমা পড়েনি। তাই এই ঘটনাকে রাজ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষার ইতিহাসে সবচেয়ে নিন্দনীয় ঘটনা হিসেবেই দেখছেন শিক্ষা মহল। প্রতিদিন বিভিন্ন জেলা থেকে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গিয়েছে পরীক্ষা শুরুর ঠিক আধঘন্টার মধ্যেই। যার জেরে বিধাননগর সাইবার থানার পুলিশ এবং পরে সিআইডি তদন্তে নেমেছিল। বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে তদন্তও শুরু হয়। যা নিয়ে সোশ্যাল সাইটে ট্রোলের ঝরও বয়েছে প্রচুর।

মেয়াদ-উত্তীর্ণ ৬,৫০০ জন ঠিকাভিত্তিক হাইস্কুল শিক্ষকের ভবিষ্যত অনিশ্চিত

গুয়াহাটি, ২১ মে (হি.স.) : গত নয় বছর ধরে নিয়মিত হয়নি এমন হাইস্কুলের ৬,৫০০ জন ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তাঁদের চাকরি নিয়ে ফের অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ২০১০ সালে মেধার ভিত্তিতে নিয়োজিত এই সব শিক্ষক তাঁদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন।
২০১০ সালে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের শিক্ষামন্ত্রী গৌতম বরা রাজ্যের হাইস্কুলগুলোতে শিক্ষার মান উন্নত করার পাশাপাশি শিক্ষক স্বল্পতার বিষয় মাথায় রেখে একটি উচ্চস্তরীয় কমিটির মাধ্যমে মেধাসম্পন্ন প্রার্থীদের ঠিকাভিত্তিত নিয়োগ করেছিল। বৈধ প্রক্রিয়ায় নিয়োগপ্রাপ্ত এই সব শিক্ষকদের প্রতি এর পর কোনও সরকার সুদৃষ্টি নিক্ষেপ করেনি।
রাজ্যের হাইস্কুলগুলোতে নিয়োগপ্রাপ্ত এই সব ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ গত ফেব্রুয়ারি মাসে সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু তাদের প্রতি বর্তমান সরকারের শিক্ষা দফতরও উদাসীনতা প্রদর্শন করছে। তাঁরা গত তিন মাস ধরে বেতনও পাননি, অথচ তাঁরা নিয়মিত শিক্ষাদান করে যাচ্ছেন, জানিয়েছেন ভুক্তভোগী জনৈক শিক্ষক মৃণাল শইকিয়া।
তিনি জানান, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী নাকি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ঠিকাভিত্তিক এই সব হাইস্কুল শিক্ষকদের ব্যাপারে এখনও সরকার কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। মন্ত্রীর এই বক্তব্য শুনে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন ৬,৫০০ শিক্ষক ও তাদের পরিবারবর্গ। মৃণাল বলেন, অন্ধকার ভবিষ্যতের ভাবনায় কুঁড়কুঁড়ে খাচ্ছে তাঁদের।

মহানন্দা নদীতে তলিয়ে যাওয়া নাবালিকার দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২১ মে (হি. স.) : শিলিগুড়ির কামরাঙ্গাগুড়িতে মহানন্দা নদীতে তলিয়ে যাওয়া নাবালিকার দেহ উদ্ধার। মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে মেয়েটির দেহ উদ্ধার করে এনডিআরএফ। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।
প্রসঙ্গত, শান্তিপাড়ার বাসিন্দা ওই মেয়েটি পরিবারের সঙ্গে সোমবার ঠাকুমার পরলৌকিক কাজ করতে মহানন্দা নদীতে যায়। সেই সময় কোনওভাবে মেয়েটি নদীতে তলিয়ে যায়। বিষয়টি দেখে তড়িঘড়ি উদ্ধারকাজে হাত লাগায় স্থানীয়রা। এরপরই পুলিশ ও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। তারপর ঘটনাস্থলে আসে উধারকারী দলঊ এরপর সারারাত ধরে তল্লাশির পর এদিন সকালে মেয়েটির দেহ উদ্ধার করে এনডিআরএফ ঊ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

রাজীব গান্ধীর মৃত্যু বার্ষিকীতে শ্রদ্ধা সোনিয়া, রাহুল, প্রিয়াঙ্কার

নয়াদিল্লি, ২১ মে (হি.স.) : দেশের প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মৃত্যু বার্ষিকীতে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা।
মঙ্গলবার রাজধানী দিল্লিতে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সমাধিস্থল বীরভূমিতে গিয়ে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, দলের জাতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা উপস্থিত ছিলেন রবার্ট বঢরা। এ ছাড়াও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং।
উল্লেখ করা যেতে পারে দেশের ছয় নম্বর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন রাজীব গান্ধী। ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। ১৯৯১ সালের ২১ মে তামিলনাড়ুর শ্রীপেরমবুদুরে এলটিটিই-র আত্মঘাতী জঙ্গি হানায় নিহত হন তিনি। পরে দিল্লিতে যমুনার পারে বীরভূমিতে দাহ করা হয় তাকে।

গভীর রাতে ভূমিকম্পে কাপল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

পোর্ট ব্লেয়ার, ২১ মে (হি.স.) সোমবার গভীর রাতে ভূমিকম্পে কাপল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। সোমবার গভীর রাতি ২টো ০৪মিনিটি নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের গভীরে ছিল ১০ কিলোমিটার। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.১।
হতাহতের কোনও খবর নেই। ভূমিকম্প অনুভূত হতেই বহু মানুষ বাড়ি ছেড়ে বেরিতে পড়ে। কোনও ক্ষয়ক্ষতি না হলেও কয়েকটি বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে। গত চার দিনের মধ্যে দুই বার ভূমিকম্প হল আন্দামানে। শুক্রবার গভীর রাতে এই একই মাত্রায় কম্পন অনুভূত হয়েছিল আন্দামানে। ভারতের এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটিতে এত অল্প সময়ের ব্যবধানে বার দুয়েক কম্পন হওয়ায় খুব স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়ছে। পয়লা এপ্রিল ২০টি মাঝারি ধরণের ভূমিকম্প হয় এই দ্বীপপুঞ্জ-এ। এমনিতে ভূমিকম্প অঞ্চল বলে খ্যাতি রয়েছে এই দ্বীপপুঞ্জ-এর।

অর্জুনের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে আকাশ টাইগার্সের জয়

মুম্বই, ২১ মে (হি.স.) : মুম্বই প্রিমিয়র লিগে আকাশ টাইগার্স এমডব্লুএসকে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জয় এনে দিলেন জুনিয়র তেন্ডুলকর। মূলত অর্জুনের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ভর করেই আকাশ টাইগার্স ৬ উইকেটে পরাজিত করে নর্থ মুম্বই প্যান্থারসকে।
টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নর্থ মুম্বই নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রান তোলে। বিক্রান্ত আউতি ৫২, বিশাল ধাগাওঁকর ৪৬, সাইরাজ পাতিল ২৩ ও করণ নান্দে ২৫ রান করেন। অর্জুন ৩ ওভার বল করে ২৭ রানের বিনিময়ে ৩টি উইকেট নেন। টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত এটিই তাঁর সেরা বোলিং পারফরম্যান্স। এছাড়া ১টি করে উইকেট পেয়েছেন ধবল কুলকার্নি, শামস মুলানি ও সলমন খান।
জবাবে ব্যাট করতে নেমে আকাশ টাইগার্স ১৯.২ ওভারে ৪ উইকেটের বিনময়ে ১৭১ রান তুলে ম্যাচ জিতে যায়। ওপেন করতে নেমে অর্জুন ২৮ রানের কার্যকরী ইনিংস খেলেন। ২৪ বলের ইনিংসে তিনি ৪টি বাউন্ডারি মারেন। আকাশ টাইগার্সকে জয় এনে দিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন মুলানি। তিনি ব্যাট হাতে ৩১ বলে ৬০ রান করে অপরাজিত থাকেন। গোটা ইনিংয়ে ৩টি চার ও ৪টি ছক্কা মারেন মুলানি।

আগামী বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার দিন ঘোষণা করলনা পর্ষদ

কলকাতা, ২১ মে (হি.স.): ভোটের ফলাফলের আগেই আজ মঙ্গলবার বেরিয়ে গেলো মাধ্যমিকের ফলাফল। কিন্তু প্রতি বছর মাধ্যমিকের ফলাফলের দিনই আগামী বছরের পরীক্ষার দিন ঘোষণা করে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদঊ তবে, এই বছর তার ব্যতিক্রম ঘটলো ঊ আগামী বছরের পরীক্ষার দিন ঘোষণা করলো না পর্ষদঊ এখনও পর্যন্ত পরের বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার দিন অধরা ঊ প্রতি বছর যে নিয়ম থাকে সেই নিয়ের ব্যতিক্রম কেনও হল সেই প্রশ্ন এখনও মাথায় ঘুরছে সবারঊ
এই প্রসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলন করে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় জানান, 'মাধ্যমিক পরীক্ষার দিন স্থির করতে বিভিন্ন প্রশাসনিক মহলে কথা বলতে হয়। আগামী ২৩ মে ভোটের ফল প্রকাশের কারণে প্রত্যেকেই ব্যস্ত থাকার কারণে এইবছর এখনও পরবর্তী পরীক্ষার দিন স্থির করা যায়নি। ভোটের সমস্ত কাজ মিটলেই প্রশাসনিক মহলের সঙ্গে বৈঠকে বসে দিন নির্ধারণ করবে পর্ষদ'।

প্রয়াত হলেন কল্পবিজ্ঞানের সাহিত্যিক অদ্রীশ বর্ধন

কলকাতা, ২০ মে (হি.স): প্রয়াত হলেন কল্পবিজ্ঞানের সাহিত্যিক অদ্রীশ বর্ধন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। সোমবার রাত ১ টা ৩০ মিনিট নাগাদ নীলরতন সরকার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বার্ধক্যজনিত কারণে বেশ কয়েক বছর ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। অসুস্থতা বাড়াবাড়ি রকমের হলে কয়েকদিন আগে তাকে নীল রতন সরকার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
তাঁর জন্ম কলকাতায় ১৯৩২ সালের ১ ডিসেম্বর। ছোটো থেকেই অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি টান ছিল তাঁর। সেকারণে বার বার চাকরি বদল করেন। অবশেষে, সম্পূর্ণভাবে চলে আসেন লেখার জগতে। ১৯৬৩ সালে আকাশ সেন ছদ্মনামে ভারতের প্রথম কল্পবিজ্ঞানের মাসিক পত্রিকা 'আশ্চর্য' প্রকাশ করেন। সম্পাদনা করেছেন 'ফ্যানটাসটিক', 'কিশোর মন', সুইডেন থেকে প্রকাশিত 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ সায়েন্স ফিকশন'-এর মতো পত্রিকা।
বিজ্ঞানের জগতে ছোটদের মন টানার জন্য হাসির মোড়কে পাঠকগণের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন বৈজ্ঞানিক অ্যাডভেঞ্চারের নায়ক 'প্রফেসর নাটবল্টুচক্র'-কে। বাঙালি বৈজ্ঞানিক যে অবজ্ঞার নন, সেই বার্তাই দিতে চেয়েছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, শুধু কল্পবিজ্ঞান লেখাই নয়, সাধারণ বাঙালি পাঠকদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন অদ্রীশ বর্ধন। অ্যাডভেঞ্চারের টানে জীবনে অনেক পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চাকরি, ব্যবসা করেও মনোনিবেশ করেছিলেন সাহিত্য সাধনায়। এমনকী, কল্পবিজ্ঞান শব্দবন্ধের জন্মদাতাও তিনি। এর আগে বাংলায় ছিল স্রেফ বিজ্ঞান ভিত্তিক কাহিনি। তাঁর কলমে একাধিকবার উঠে এসেছে বিজ্ঞানে বাংলার অবদানের কথা। কঠিনতম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও তাঁর লেখনীতে হয়ে উঠেছে সাধারণের জন্য বোধগম্য। অদ্রীশ বর্ধন সৃষ্ট চরিত্রগুলো হল ইন্দ্রনাথ রুদ্র, ফাদার ঘনশ্যাম, প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, রাজা কঙ্ক, জিরো গজানন, নারায়ণী, এবং চাণক্য চাকলা। তাঁকে কল্পবিজ্ঞানের লেখক বলা হলেও, গোয়েন্দা কাহিনী দিয়েই সাহিত্য জগতে পদর্পন করেন অদ্রীশবাবু। অনুবাদ করেছেন শার্লক হোমস, জুল ভার্ন ও ডগার অ্যালেন পো-র মতো গ্রন্থ। তাঁর লেখালেখি শুরু হয় গোয়েন্দা কাহিনি দিয়ে। সৃষ্টি করেন যথাক্রমে ইন্দ্রনাথ রুদ্র এবং নারায়ণী নামক পুরুষ ও মহিলা গোয়েন্দা। এরপর ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে তাঁর ক্ষেত্র। কল্পবিজ্ঞান, অতীন্দ্রিয় জগৎ, অতিপ্রাকৃত, অনুবাদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিচরণ করে তাঁর মন। শার্লক হোমস হোক কিংবা জুলে ভার্ন, এডগার অ্যালান পো বাঙালি পাঠকদের অন্দরে জায়গা করে নেওয়াতেও তাঁর অদ্রীশ বর্ধনের অবদান কিছু কম নয় বইকী।
অদ্রীশ বর্ধনের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সাহিত্যিক মহলে। শোকবার্তা জ্ঞাপন করেছেন কবি জয় গোস্বামী, পবিত্র সরকার। জয় গোস্বামী বলেন, 'শিশু ও কিশোর সাহিত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যে অপূরণীয় ক্ষতি হল'। পবিত্র সরকার বলেন, 'ওর চলে যাওয়াটা সাহিত্য জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি'। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অদ্রীশ বর্ধন পেয়েছেন মৌমাছি স্মৃতি পুরস্কার, দক্ষিণীবার্তা পুরস্কার, রোটারি ক্লাব সম্মান এবং অনুবাদের জন্য সুধীন্দ্রনাথ রাহা পুরস্কার।

মৃত্যুবার্ষিকীতে রাজীব গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানালেন নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২১ মে (হি.স.) : মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঊ মঙ্গলবার রাজীব গান্ধীর ২৮ তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে টুইটারে শ্রদ্ধা জানালেন নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী ঊ মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে ট্যুইটারে শ্রদ্ধা জানালেন নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী আজ ট্যুইটারে লেখেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই। এর আগে আজ রাজধানী দিল্লিতে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সমাধিস্থল বীরভূমিতে গিযে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, দলের জাতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা উপস্থিত ছিলেন রবার্ট বঢরা। এ ছাড়াও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং।
উল্লেখ করা যেতে পারে দেশের ছয় নম্বর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন রাজীব গান্ধী। ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। ১৯৯১ সালের ২১ মে তামিলনাড়ুর শ্রীপেরমবুদুরে এলটিটিই-র আত্মঘাতী জঙ্গি হানায় নিহত হন তিনি। পরে দিল্লিতে যমুনার পারে বীরভূমিতে দাহ করা হয় তাকে।

তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষে উত্তপ্ত সিতাই

দিনহাটা, ২১ মে (হি. স.) : কোচবিহারে তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষে উত্তপ্ত সিতাইয়ের কালিরহাট এলাকা। সংঘর্ষে আহত হয়েছেন পাঁচ বিজেপি কর্মী-সমর্থক। আহতরা বর্তমানে কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রবিবার সপ্তম এক্সিট পোল প্রকাশ হতেই উত্তেজনা ছড়াতে থাকে দিনহাটার বিভিন্ন এলাকায়। এরপর সোমবার রাতে কালিরহাট বাজার এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। চলে গুলি। সংঘর্ষে পাঁচ বিজেপি কর্মী-সমর্থকও আহত হয়েছেন।
এদিকে, ভরত বর্মন নামে এক বিজেপি কর্মী নিখোঁজ রয়েছেন বলে অভিযোগ। লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা বিজেপির ওপর হামলা চালিয়েছে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। তিনি বলেন, 'এই ঘটনায় তৃণমূলের কোনও যোগাযোগ নেই। বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দলের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে।' পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এক বিজেপি কর্মী নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁর সন্ধান চলছে।

ইভিএমের সুরক্ষা নিয়ে জল্পনা ওড়ালেন উত্তরপ্রদেশেরর মুখ্য নির্বাচনী অধিকারিক

নয়াদিল্লি, ২১ মে (হি.স.) : ভোটগ্রহণ শেষ হতেই ইভিএম এর সুরক্ষা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন জল্পনা তৈরি হয়েছিল উত্তরপ্রদেশে। মঙ্গলবার সেই সমস্ত জল্পনাকে ওড়ালেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অধিকারিক লাক্কু ভেঙ্কটেশ্বরওয়ারলু।
এদিন টুইট করে তিনি বলেন, যে সকল ইভিএমে ভোট হয়েছে তা সিল্ড করে নিরপদেই রাখা রয়েছে। ২৪ ঘন্টা সিসিটিভি ক্যামেরার পর্যবেক্ষণ রয়েছে। সেখানে ইভিএম পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই। ভয় না পেয়ে কমিশনের প্রতি আস্থা রাখুন।
উল্লেখ করা যেতে পারে উত্তরপ্রদেশের পাশাপাশি বিহারে ইভিএম-এর সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আরজেডি। আরজেডির তরফ থেকে জানানো হয়েছে সারন এবং মহরাজগঞ্জ-এ ইভিমি নিয়ে কিছু লোক সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করেছে। প্রসঙ্গত আগামী ২৩ মে হবে ভোটগণনা, তার আগে ইভিএমের সুরক্ষা নিয়ে রাজনৈতিক পারদ বেড়েই চলেছে।

টুইটারে মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২১ মে (হি.স.) : মঙ্গলবার ফল ঘোষণা হল এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার। এদিন ফল ঘোষণা মাত্রই টুইটারের মাধ্যমে মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন পরীক্ষার্থীদের সাথেই তাদের শিক্ষক ও অভিভাবকদেরও শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী। এদিন টুইটারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, 'সকল মাধ্যমিক উত্তীর্ণকে আমার শুভেচ্ছা। শুভেচ্ছা মাধ্যমিক পরীক্ষকদেরও। এর সাথেই তাঁদের অভিভাবক, শিক্ষকদেরও অনেক শুভেচ্ছা। আগামীদিনে সকলে আরও ভালো করুক।'
উল্লেখ্য, অন্যবারের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে এবছরের পাশের হার। এবছরের পরীক্ষায় পাশের হার হয়েছে ৮৬.০৭ শতাংশ। যা পর্ষদের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এবছরের মোট পরীক্ষার্থী ১০ লাখ ৫০ হাজার ৩৯৭ জন ছাত্র-ছাত্রী। তাদের মধ্যে সাফল্যতা অর্জন করেছে লাখ ৭৬ হাজার ৬৯৪ জন ছাত্র-ছাত্রী।

উত্তরপ্রদেশে ভ্যানের পেছনে ধাক্কা বেপরোয়া বাইকের ধাক্কা নিহত তিন

হারদৌ (উত্তরপ্রদেশ), ২১ মে (হি.স.) : বেপরোয়া গতির জের। দাঁড়িয়ে থাকা পিকআপ ভ্যানের পেছনে ধাক্কা বেপরোয়া মোটর বাইকের। সোমবার রাতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের বাঘাউলি পুলিশ থানার অন্তগর্ত পানকুটিয়া সুন্নি মহরি গ্রামে ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে।
পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে লখনউ-হারদৌ সড়কে দাড়িয়ে থাকা পিকআপ ভ্যানের পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে বাইকটি। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলেই নিহত হন ভিমলেশ (২৪), পৃথ্বীরাজ (২১), রাম পূজন (১৮)। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

এবার বাঙালি পরিচালকের ফ্রেমে ধারা দেবে পরিণীতি চোপড়া

কলকাতা, ২১ মে (হি.স) : এবার বাঙালি পরিচালক রিভু দাশগুপ্তর স্ক্রিনে ধরা দেবে পরিণীতি চোপড়া।হলিউডের জনপ্রিয় ছবি 'দ্য গার্ল অন দ্য ট্রেন'-এর অফিশিয়াল হিন্দি রিমেক করছেন পরিচালক রিভু দাশগুপ্ত। আর এই ছবির মুখ্য চরিত্রেই দেখা যাবে পরিণীতি চোপড়াকে।
রিভু দাশগুপ্ত পরিচালক বিরসা দাশগুপ্তের ভাই। অবশ্য মুম্বইতে রিভু দাশগুপ্ত 'তিন'-এর পরিচালক বলেই খ্যাত। ইতিমধ্যেই অমিতাভ বচ্চন, নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি এবং বিদ্যা বালানের মতো অভিনেতাদের নিয়ে কাজ করে ফেলেছেন।তাই এবার রিভু দাশগুপ্তর স্ক্রিনে ধরা দিতে চলেছেন পরিণীতি চোপড়া।
হিন্দি ভার্সানে এমিলির চরিত্রটিতেই অভিনয় করবেন পরিণীতি। ছবির গল্প অনুযায়ী ডিভোর্সি, জীবনের প্রতি নির্বিকার এক মহিলা। মদ্যপ, বিভিন্ন নেশায় আসক্ত। অবশেষে এক অপরাধমূলক কাজের অনুসন্ধানের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। একরম এক চরিত্রেই দেখা যাবে পরিণীতিকে। পওলা হকিন্সের ২০১৬ সালের বিখ্যাত উপন্যাস থেকে তৈরি হয়েছিল হলিউডি থ্রিলার ড্রামা 'দ্য গার্ল অন দ্য ট্রেন'। বক্স অফিসের পাশাপাশি জিতে নিয়েছিল একাধিক পুরস্কারও। এবার পালা রিভু পরিচালিত বলিউডি ভার্সানে পরিণীতি অভিনীত থ্রিলার ছবি 'দ্য গার্ল অন দ্য ট্রেন' কতটা সফলতা পাওয়ার।

শুক্রবারের আগে জামিন না পেলে গ্রেফতার হতে পারেন রাজীব কুমার

কলকাতা, ২১ মে (হি.স): সুপ্রিম কোর্টে ফের ধাক্কা খেলেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার। আইনি সুরক্ষা বাড়ানো নিয়ে কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারের আর্জি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবকাশ কালীন বেঞ্চ। রাজীব কুমারকে ৭ দিনের আইনি সুরক্ষা দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার আইনি সুরক্ষার সময় বাড়ানোর আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ বেঞ্চে দ্বারস্থ হন রাজীব কুমার। মঙ্গলবার সেই মামলায় রাজীবের আর্জি নাকচ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। পশ্চিমবঙ্গে আইনজীবীদের ধর্মঘট চলছে, এ কারণ দেখিয়েই সময় বাড়ানোর আবেদন জানান রাজীব কুমার। এদিন সুপ্রিম কোর্টের সেক্রেটারি জেনারেল ভরা আদালতে রাজীব কুমারের আইনজীবীদের জানিয়ে দেন যে জরুরি ভিত্তিতে তিন সদস্যের বিশেষ বেঞ্চ গঠন করা সম্ভব নয়।

গত শুক্রবার সারদা মামলায় রাজীব কুমারের গ্রেফতারের অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ সরিয়ে নেয় সুপ্রিম কোর্ট। ফলে কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারকে গ্রেফতার করতে আর কোনও বাধা রইল না সিবিআইয়ের। তবে আইনি পদক্ষেপের জন্য রাজীব কুমারকে ৭ দিনের সময় দেয় আদালত। তাই, গত শুক্রবারের পর থেকে ৭ দিনের মধ্যে রাজীবকে গ্রেফতার করতে পারবে না সিবিআই, এমনই নির্দেশ দেয় আদালত। এই ৭ দিনের মধ্যে আগাম জামিনের আবেদন জানাতে পারেন কলকাতার প্রাক্তন নগরপাল। সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া সেই ৭ দিনের সময়সীমা বাড়ানোর আর্জি জানান রাজীব কুমার।

সারদা মামলায় এর আগে রাজীব কুমারকে রক্ষাকবচ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট গত ৫ ফেব্রুয়ারি তার রায়ে জানিয়েছিল, রাজীব কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিবিআইয়ের সামনে হাজিরা দিতে হবে। তবে তাঁকে এখনই গ্রেফতার করা যাবে না। কিন্তু এর পরেও সিবিআই রাজীব কুমারকে হেফাজতে নিয়ে জেরার করার আবেদন জানানোয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য ও প্রমাণ সুপ্রিম কোর্টে পেশ করার পর আদালত গত ১৭ মে রাজীব কুমারের রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করে নেয়। সেই সঙ্গে জানায়, সিবিআই যেমন রাজীবের বিরুদ্ধে এখন আইনত ব্যবস্থা নিতে পারবে। তেমনই রাজীবও সাত দিনের মধ্যে উপযুক্ত আদালতে আগাম জামিনের জন্য আবেদন জানাতে পারবেন।

কিন্তু মুশকিল হল, হাওড়া আদালতে তাঁদের উপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলায় এখন আইনজীবীদের কর্মবিরতি চলছে। এই পরিস্থিতিতে গতকাল সোমবার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন রাজীব কুমার। তাঁর আইনজীবীরা আদালতে বলেন, বাংলায় যেহেতু আইনজীবীদের কর্মবিরতি চলছে, তাই সুপ্রিম কোর্ট যেন রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট তখনই কোনও মত না দিয়ে এ ব্যাপারে রেজিস্ট্রারের কাছে আবেদন জমা দিতে বলেন। তার পর আজ রাজীব কুমারের আবেদন খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

হিসেব অনুযায়ী আগামী শুক্রবারই শেষ হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া আইনি সুরক্ষার সময়। শুক্রবারের মধ্যেই রাজীবকে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করতে হবে। নিম্ন আদালতে রাজীব আগাম জামিনের আবেদন জানাতে পারেন বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। রাজীব কুমার শীর্ষ আদালতের রায় শোনার পরই দ্রুত এরাজ্যের আদালতে চেষ্টা চালাচ্ছেন আগাম জামিনের আবেদন করার, কিন্তু এদিনও কলকাতায় আইনজীবীদের ধর্মঘট থাকায় সে সুযোগও তিনি এখনও পাননি। যদিও মূল সারদা মামলা চলছে ভুবনেশ্বরের বিশেষ সিবিআই আদালতে। ফলে বিশিষ্ট আইনজীবিরা মনে করেন রাজীব কুমারকে আগাম জামিনের আবেদন করতে হবে ওই আদালতেই। অথবা তিনি ভুবনেশ্বর হাইকোর্টেও আবেদন করতে পারেন।সারদাকাণ্ডের তদন্তে তথ্য প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ উঠেছে কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ বারবার জানিয়ে এসেছে সিবিআই। সারদা তদন্তে রাজীব কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে। দীর্ঘ টালবাহানার পর শেষমেশ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গত ফেব্রুয়ারিতে শিলংয়ে রাজীব কুমারকে টানা পাঁচদিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদ চালায় সিবিআই। তবে জিজ্ঞাসাবাদের পরও সন্তুষ্ট হয়নি দেশের শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থা। তদন্তের স্বার্থে রাজীব কুমারকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করা প্রয়োজন, এই আর্জিই আদালতে রাখে সিবিআই। অন্যদিকে, তিনি তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করেছেন, ফলে, তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করার কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই বলে আদালতকে জানান রাজীব কুমার।মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের ফলে রাজীব কুমারের উপর চাপ বাড়ল বলেই অনেকে মনে করছেন। শুক্রবারের মধ্যে তিনি জামিন না পেলে তাঁর গ্রেফতারের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

কৈলাসহরে

● প্রথম পাতার পর

পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তা দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। তারা গাড়ি নিয়ে ইকোর পিছু ধাওয়া করে কিছু দূরে গিয়ে আটক করতে সক্ষম হয়। ইকো গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে গাঁজার প্যাকেট উদ্ধার হয়। সেই সঙ্গে গাড়ির তিন আরোহীকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়।

গাড়ি থেকে মোট ৫৬ প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। সবকটি প্যাকেট মিলিয়ে মোট ৫১৮ কেজি গাঁজা ছিল। বাজেয়াপ্তকৃত গাঁজাগুলির বাজারমূল্য প্রায় ৫০ লাখ টাকা বলে জানিয়েছেন ঊনকোটির পুলিশ সুপার লাকি চৌহান। গাড়ির তিন আরোহীর মধ্যে দুজনের বাড়ি কৈলাসহরের কামরাঙাতলি এলাকায়। তারা সহোদর ভাই। নাম দীপক দাস ও বিশ্বজিৎ দাস। গাড়িটিও তাদের। অপর ব্যক্তির বাড়ি বিহারে। জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, গাঁজাগুলি পশ্চিম জেলার সিধাই মোহনপুর থেকে এনে বিহারে পাচার করার পরিকল্পনা ছিল তাদের। তিনজনের বিরুদ্ধ এনডিপিএস ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। আরও অধিক তথ্য উদ্ধার করতে ধৃতদের টানা জেরা করা হচ্ছে বলে কৈলাসহর থানা সূত্রে জানা গেছে।

১০০ শতাংশ

● প্রথম পাতার পর

খারিজ করে দিয়েছে আদালত। আজ অবকাশকালীন বেঞ্চের বিচারপতি অরুণ মিশ্র ও এমআর শাহের পর্যবেক্ষণ, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিষয়টির আগেই নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন। দুই সদস্যের অবকাশকালীন বেঞ্চের কাছে আবার দরবার করছেন কেন? এই মামলা 'বিরক্তকর' বলে ব্যাখ্যা করেন বিচারপতিরা।

বিরোধীদের ৫০ শতাংশ ভিভিপ্যাটের দাবি আগেই খারিজ করে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। আজ মঙ্গলবার, একশো শতাংশ ভিভিপ্যাট বা 'ভোটার ভেরিফায়েড পেপার অডিট ট্রেলস' গণনার আর্জি নিয়ে কয়েকজন প্রযুক্তিবিদ সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হলে, বিরক্তিকর আবেদন বলে উড়িয়ে দেন অবকাশকালীন বেঞ্চের বিচারপতি অরুণ মিশ্র এবং বিচারপতি এমআর শাহ। বিচারপতিদের মত, 'এই মামলায় নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সমস্যা হবে' । বারবার করে এরকম আবেদন করার জেরে আদালতের সময় নষ্ট করা হচ্ছে বলে ভর্তসনা করেন বিচারপতিরা ।

ইভিএম মেশিনে কারচুপি হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে একশো শতাংশ ইভিএম মেশিনের দাবি করেন এক দল প্রযুক্তিবিদ। ওই দলটির নাম দেওয়া হয়েছে 'টেকফরঅল'। তাঁরা ইভিএমের প্রযুক্তিগত ত্রুটির বিষয়টি তুলে ধরেন। তাই প্রত্যেকটি ইভিএমের সঙ্গে ভিভিপ্যাটও গণনা করার দাবি জানান তাঁরা। কিন্তু বিচারপতি অরুণ মিশ্র এবং বিচারপতি এমআর শাহের অবকাশকালীন বেঞ্চ তাঁদের এই আবেদনে কোনও সারবত্তা নেই বলে দাবি করে। এমনকি ভর্তসনা সুরে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, বারংবার এ ধরনের আবেদন এনে সময় নষ্ট করা হচ্ছে। 'বিরক্তকর' বলে ব্যাখ্যা করেন বিচারপতিরা।

জরুরী পরিষেবা

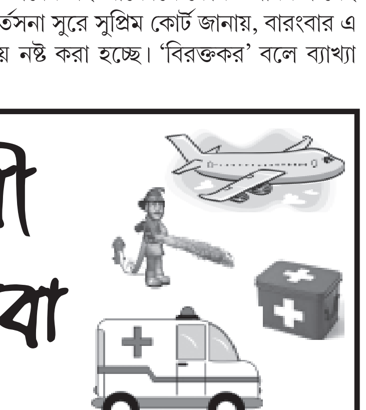

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ **ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দেশে

● প্রথম পাতার পর

সমীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ফলে, এনসিইআরটি আমবাসা ব্লককে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে ত্রিপুরায় এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু হয়েছে। ফলে, এনসিইরটি-র পাঠ্যক্রম অনুসারে ২৮৪ জন প্রধান প্রশিক্ষক বাছাই করতে হয়েছিল। তাঁরা এনসিইআরটি-র কাছ থেকে পাঠ্যক্রম সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তার পর ত্রিপুরায় বুনিয়াদি শিক্ষায় ৩১ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তাছাড়া, শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার আগেই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের কাছে নতুন পাঠ্যক্রম অনুসারে পাঠ্যবই পৌঁছে দিতে পেরেছে ত্রিপুরা। এই সমস্ত কারণেই এনসিইআরটি ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য হিসেবে বিবেচনা করেছে। এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, এর পেছেনে সমস্ত কৃতিত্ব রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ঐকান্তিক চেষ্টায় খুব অল্প সময়ে ত্রিপুরায় এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু করা সম্ভব হয়েছে।

এদিকে, ত্রিপুরা সরকার প্রত্যেক জেলায় এনসিইআরটি-র প্রশিক্ষকের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। এছাড়া ২০টি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় সিবিএসই-কে হস্তান্তরের পূর্বে কোনও ত্রুটি রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য চারটি কমিটি গঠন করেছে শিক্ষা দফতর। একজন করে প্রকৌশলী, ডায়েট ফ্যাকাল্টি, প্রধান শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং আধিকারিক রয়েছেন ওই কমিটিতে। ওই ২০টি বিদ্যালয়ের কী পরিস্থিতি, কোনও অভাব রয়েছে কিনা কিংবা কীসের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন রয়েছে তা খতিয়ে দেখে কমিটি রিপোর্ট দেবে শিক্ষা দফতরকে। তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে দফতর।

আধিপত্য

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষক ছিল তাঁর আটজন। স্বাভাবিকভাবেই পড়াশুনার চাপ এতটাই ছিল যে এর বাইরে খুব একটা সময় পাওয়া যেত না, জানালেন নীলাঞ্জন নিজেই। অবসর সময়ে টিভি দেখা কিংবা বই পড়া তাঁর পছন্দের। তবে, বিজ্ঞান-ভিত্তিক বই নিয়েই তাঁর আগ্রহ অত্যাধিক। নীলাঞ্জন সাফ জানিয়েছেন, কম্পিউটার সায়েন্স কিংবা ইলেকট্রনিক্স নিয়ে পড়াশুনা করতে চাইছেন। তবে, এখনও লক্ষ্য স্থির হয়নি। কিন্তু রাজনীতি তিনি পছন্দ করেন না। এ-বিষয়ে চর্চাও করতে চাইছিলেন না নীলাঞ্জন। তাঁর সাফ কথা, রাজনীতি বুঝি না। তাই, এ-বিষয়ে ভাবি না। তবে, দেশ ঐক্যবদ্ধভাবে থাকুক, তা তিনি মনেপ্রাণে চাইছেন।

সন্তানের কৃতিত্বে উচ্ছ্বসিত বাবা-মা নীলাঞ্জনকে তার মর্জিমাফিক ভবিষ্যত জীবন বাছাই করার সুযোগ দিতে চাইছেন। তাঁর বাবা-মা সাফ জানিয়েছেন, ছেলে ভালও মানুষ হোক, মনেপ্রাণে এই প্রার্থনাই করি সবসময়। ফলাফল ভালো হয়েছে তাতে নিশ্চই খুশি হয়েছি। তবে, ভবিষ্যতে নীলাঞ্জন সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারলে আরও বেশি খুশি হব, জানালেন তাঁর মা জয়শ্রী দেব।

নীলাঞ্জনের মতোই, এ-বছর দ্বাদশের কৃতী তালিকায় স্থান অর্জনকারী বাকি ১১ জন ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিঙের প্রতি ঝোঁক দেখা গিয়েছে। কিন্তু রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে চাইছিলেন না তাঁরা। চতুর্থ স্থানাধিকারী আবির দেবনাথ তো এককদম এগিয়ে দাবি করেছেন, ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য রাজনীতিতে নামার কোনও মূল্য নেই। শুধু তা-ই নয়, রাজনীতির মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত সেবা করাও সম্ভব নয়, তাই আবির ডাক্তারি পাশ করার পর আইএএস হতে চাইছেন। দেশের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার ক্ষেত্রে এর থেকে ভালো উপায় হতে পারে না বলে তিনি মনে করেন।

দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাকে চাইছেন, এই প্রশ্নে তাঁর সোজা জবাব, দেশকে মজবুত করতে পারবেন এবং উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারবেন এমন ব্যক্তিই প্রধানমন্ত্রী হোন তা চাইছেন তিনি।

এদিকে, উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের বিবিআই স্কুলের ছাত্র পল্লব দেবনাথ সব বিষয়ে লেটার মার্ক-সহ ৪৬৪ নম্বর পেয়ে অষ্টম স্থান দখল করেছে।

সিবিআই

তিনের পাতার পর

গগৈ এবং বিচারপতি দীপক গুপ্তর ডিভিশন বেঞ্চ বর্তমানে কি পরিস্থিতিতে রয়েছে তদন্ত তা আদালতে জানাতে সিবিআই-কে নির্দেশ দেয়। তার ভিত্তিই আদালতে এদিন হলফনামা দেয় সিবিআই। জুলাই মাসে এই মামলার শুনানি হবে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৯৯ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তি করেছিলেন মুলায়ম সিং যাদব।

উত্তরপ্রদেশের বাঘথ পথ দুর্ঘটনায় চার ডাক্তারি পড়ুয়ার মৃত্যু

বাঘপথ, ২১ মে (হি.স.) : দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে গাড়ির ধাক্কা। বেপরোয়া গতির বলি চার ডাক্তারির পড়ুয়ার। মঙ্গলবার মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের বাঘথের সারফাবাদ গ্রামের কাছে চান্দিনগরে এলকার ইস্টার্ন পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়েতে ঘটেছে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সারদা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের চার ডাক্তারি পড়ুয়ার। গুরুতর আহত আরও এক পড়ুয়ার। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে পুলিশ। নিহতদের মধ্যে তিন জনকে শনাক্ত করতে পেরেছে পুলিশ। নিহতরা হলেন কান্ত ধিংরা বাড়ি লুধিয়ানায়, করিশ্মা ধিংরা বাড়ি শ্রীগঙ্গানগরে। রামপুরের বাসিন্দা মহম্মদ শোয়েব। চতুর্থ পড়ুয়াকে এখনও শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ ।

এদিন দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি একেবারে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

বাধা কাটিয়ে সামনে এলো 'বিবাহ অভিযান'-র অফিসিয়াল পোস্টার

কলকাতা, ২১ মে (হি.স.): শেষপর্যন্ত প্রকাশ্যে এল 'বিবাহ অভিযান' ছবির প্রথম অফিসিয়াল পোস্টার।বিরসা দাশগুপ্তর নতুন ছবি 'বিবাহ অভিযান' বিভিন্ন সময়ে নানা বিতর্কের মধ্যে জড়িয়েছেউ তবে, অবশেষে বাধা কাটিয়ে আজ মঙ্গলবার সামনে এল 'বিবাহ অভিযান' ছবির পোস্টারউ

'বিবাহ অভিযান' ছবির পোস্টারে নজর কেড়েছে একটি লাইন। ছবির নামের ঠিক নিচেই রয়েছে একটা ট্যাগ লাইন। তাতে লেখা "সাত পাকে ধাঁধা"। কেন ধাঁধা সেটাই তো খোঁজার বিষয়। আর সেই ধাঁধা খুজতে গেলে অপেক্ষা করতে হবে ছবি মুক্তি পর্যন্তউ

বিরসা দাশগুপ্তর 'বিবাহ অভিযান'-এ দেখা যাবে অনির্বাণ ভট্টাচার্য, প্রিয়াঙ্কা সরকার, নুসরত ফারিয়া, অঙ্কুশ, সোহিনী সরকার ও রুদ্রনীল ঘোষ আরও অনেককেউ পোস্টারে অনির্বাণ, অঙ্কুশ ও রুদ্রনীলকে ডাকাতের পোশাকে দেখা যাচ্ছে।ছবিতে অনির্বাণের বিপরীতে দেখা যাবে প্রিয়াঙ্কা সরকারকে। এই প্রথম জুটি বাঁধছেন তাঁরা। অঙ্কুশ ও নুসরতের জুটিও দর্শক প্রথমবার দেখবেন। 'বিবাহ অভিযান' মুক্তি পাবে ২১ জুন।

ভাটপাড়াতে রাজনৈতিক সংঘর্ষের জেরে গঙ্গা পেরিয়ে এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বাসিন্দারা

হুগলী, ২১ মে (হি. স.): জগদ্দল,কাঁকিনাড়া,ভাটপাড়া তে গত কয়েক দিন ধরে রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংঘর্ষ এর ফলে এলাকায় বেশকিছু বাড়ী ভাঙচুর,লুটপাট,দোকানে ভাঙচুর ফলে ভয়ে এলাকার বাসিন্দারা নিজেদের প্রয়োজনের জিনিষপত্র নিয়ে কেউ বিহার,ঝাড়খন্ড সহ বিভিন্ন জায়গায় চলে যাচ্ছেন সপরিবারে।মঙ্গলবার সকালে থেকে দুপুর পর্যন্ত কম পক্ষে কয়েক শত পরিবার কে দেখা যায় গঙ্গার ঘাট পেড়িয়ে চন্দননগর স্টেশনে ট্রেন ধরবার জন্য রওনা হতে।

ভাটপাড়া উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভোটের দিন থেকেই উত্তপ্ত হয় জগদ্দল, কাঁকিনাড়া, সহ বিভিন্ন পার্শবর্তী এলাকা। সেই রাজনৈতিক সংঘর্ষ এখনো দমেনি।নিত্যদিন বিভিন্ন ভাবে উত্তেজনা ছড়িয়ে পরছে এই এলাকাগুলোতে, কখোনো ট্রেন অবরোধ আবার কখনো ঘড় বাড়ি ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া এ সবই চলছে এখনো।

তারই মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের মধ্যে একে অপরকে চলছে দেখে নেবার হুমকি, এই সবকে মাথায় রেখেই আগামি দিনে ভোটের ফল বের হলেও এই সংঘর্ষ আরও বারবে বলে মনে করছে এই সব এলাকায় বাসিন্দারা, তাই আবার যাতে কোন রকম সংঘর্ষের বলি না হয় তার জন্যই এলাকা ছেরে পালিয়ে যাচ্ছে বাসিন্দারা। গত ১৯ শে মে ভোটের কারনে হুগলী জেলার বিভিন্ন গঙ্গা পারের যাত্রী পারাপারের ঘাটগুলি বন্ধ রাখা হয়েছিল।তাই সেই দিন ও তার পরের দিন এই সব ঘাটগুলি থেকে কোন যাত্রী পারাপার হতে পারেনি, আজ সকাল থেকেই কাঁকিনাড়াতে ট্রেন অবরোধের জেরে ট্রেনের ভরসা না করেইঘাট খোলা মাত্রই শয়ে শয়ে মানুষ্হ্ন দ্রুদ্রষ্ঠ থ সব এলাকা থেকে ঘাট পার হতে থাকে, তাদের দাবি শান্তি ফিরলে তবেই তারা ঘরমুখো হবে।এদিকেএদিন সকালে গঙ্গার বক্ষে দেখা গেল দুটি পুলিশের লঞ্চ সহ পুলিশের কর্মীরা গঙ্গার ধারে টহলদারি করতে।

উত্তরপ্রদেশে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত ৩

প্রতাপগড়, ২১ মে (হি.স.) : বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় তিন ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তর প্রদেশের ভাব গ্রামে। মঙ্গলবার পুলিশের তরফ থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

উত্তর প্রদেশের ভাব গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় তিন ব্যক্তির। এএসপি শিবজী শুক্লা জানিয়েছেন, যখন ওই তিন ব্যক্তি চাষের জমিতে চাষ করছিল তখন তাঁরা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে মাঠ থেকে তাঁদের উদ্ধার করে। তারপর পুলিশ তাদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিতকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। এএসপি শিবজী শুক্লা আরও জানিয়েছেন, মৃতদের নাম সীতারাম (২৪), তাঁর বোন সাক্ষী (১৪) এবং রাম বাবু (৩৫). পুলিশ মৃতদের দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃতদের দেহ তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেবে পুলিশ।

ট্রেনে

● প্রথম পাতার পর

ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। ট্রেনে কাটা পড়ে ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে খবর শুনে ইছাবাজার এলাকায় প্রচুর সংখ্যক মানুষ ভিড় জমান।

চূড়ান্ত

● প্রথম পাতার পর

ভিভিপ্যাট গণনার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ৫টি করে বুথের ভিভিপ্যাট গণনা করা হবে। সহকারী রিটার্নিং অফিসার আরও জানান নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার একটি ট্রায়ালরানও করা হয়। সুবিধা নামেএকটি অ্যাপস চালু করেছে নির্বাচন কমিশন। এই অ্যাপসের মাধ্যমে যে কোন নাগরিক দেশের যেকোন এলাকার ভোটগণনার গতি প্রকৃতি জানতে পারবেন। সেজন্যই আজ নির্বাচন কমিশনের পক্ষে এই ট্রায়ালরান করা হয়। গণনা পর্ব অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন সহকারী রিটার্নিং অফিসার।

বরখাস্ত

● প্রথম পাতার পর

দেববর্মা ব্যাটেলিয়ানের তিন জওয়ানকে বরখাস্তের নির্দেশ জারি করেছেন। ওইদিন কর্তব্যে গাফিলতির জন্য টিএসআর ১১ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের হাবিলদার মহানন্দ দেববর্মা, নায়েক পরিমল সরকার এবং রাইফেলম্যান সুব্রত দাসকে বরখাস্তের নির্দেশ জারি করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, বিভাগীয় তদন্ত চালাকালীন তাঁদেরকে গকুলনগরে বীর বন্ধু গ্রামে ১১ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের মুখ্য কার্য্যালয়ে অবস্থানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই সময় তাঁরা কোন ছুটি নিতে পারবেন না এবং বিনা অনুমতিতে রাজ্যের বাইরে যেতে পারবেন না, এমন আদেশও দেওয়া হয়েছে।

সূত্রের খবর, ওই ঘটনায় আরো তিন নিরাপত্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাঁরাও সেদিন উচ্চ নিরাপত্তা বলয়ে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থায় গাফিলতি করেছেন।

পূর্ব রেলওয়েতে বাতিল ৭ টি দুরপাল্লার ট্রেন, বদল একাধিক ট্রেনের সময়সূচি

কলকাতা, ২১ মে (হি.স) : সিগন্যালিং ব্যবস্থার কাজের জন্য পূর্ব রেলেওয়ে বাতিল করল ৭ টি দুরপাল্লার ট্রেন। এরসঙ্গেই সময় ও যাত্রাপথ পরিবর্তন করা হয়েছে বেশ কিছু লোকাল ট্রেন সহ দুরপাল্লার ট্রেনেরও। মঙ্গলবার এমনটা ঘোষণা করা হয় পূর্ব রেলের তরফ থেকে।

এদিন পূর্বরেলের তরফ থেকে জানানো হয়, ওই লাইনে প্রি নন ইন্টারলিং ও ইন্টারলকিং করা হবে। এই কাজ করতে সময় লাগবে ২৩ দিন। কাজ শুরু হবে চলতি মাসের ২৮ তারিখ থেকে, চলবে ১৯ জুন পর্যন্ত। এই কারনে ট্রেন বাতিলের সঙ্গেই ৩০ মে পরিবর্তন করা হয়েছে তিনটি ট্রেনের যাত্রাপথ। এছাড়া ৮ জুন ও ১৯ জুন সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে ৪ টি এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রাপথ।

যে ৭ টি দুরপাল্লার ট্রেন বাতিল করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ট্রেন সংখ্যা ১৩২৩৫/১৩২৩৬ সাহেবগঞ্জ-দানাপুর ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। যা বাতিল থাকবে ৯ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত, ৭ জুন থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত বাতিল থাকবে ট্রেন সংখ্যা ১৩১৩৩ শিয়ালদা-বারাণসী এক্সপ্রেস, ১০ জুন থেকে ২১ জুন পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে ট্রেন সংখ্যা ১৩১৩৪ বারাণসী-শিয়ালদা এক্সপ্রেস, ট্রেন সংখ্যা ১৩১১৯ শিয়ালদা-আনন্দবিহার টার্মিনাল এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে ৬ জুন থেকে ১৬ জুন পর্যন্ত, ৮ জুন থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত বাতিল থাকবে ট্রেন সংখ্যা ১৩১২০ আনন্দবিহার টার্মিনাল-শিয়ালদা এক্সপ্রেস, ট্রেন সংখ্যা ১৩১৩১ কলকাতা-পাটনা জংশন এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে ৮ জুন থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত এবং ট্রেন সংখ্যা ১৩১৩২ পাটনা জংশন-কলকাতা এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে ৯ জুন থেকে ১৯ জুন পর্যন্ত।

এছাড়াও পরিবর্তন করা হয়েছে কিছু ট্রেনের সময়সূচি। ট্রেন সংখ্যা ১৪০৫৬ দিল্লি-ডিব্রুগড় ব্রহ্মপুত্র মেইল ২৭ মে থেকে ৭ জুন দিল্লি থেকে ছাড়ার কথা ছিল সকাল ১১ টা ৪০ মিনিটে, সময়সূচি পরিবর্তীত হয়ে, ট্রেনটি দিল্লি থেকে ছাড়বে দুপুর ১ টার সময়। ১৪০৫৫ ডিব্রুগড়-দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেইল ৩১ মে, ১ জুলাই, ৪ জুলাই ও ৬ জুলাইয়ে ছাড়ার কথা ছিল সকাল ১১ টা ২৫ মিনিটে, সেটি ছাড়বে দুপুর ১ টা ২৫ মিনিটে। ১৩১৩৪ বারাণসী-শিয়ালদা এক্সপ্রেস ২৫ মে ও ৮ জুন ছাড়ার কথা ছিল সকাল ৮ টা ৪০ মিনিটে, সেটি ছাড়বে সকাল ১০ টা ৪০ মিনিটে। ১৩১২০ আনন্দবিহার টার্মিনাল-শিয়ালদা এক্সপ্রেস আনন্দবিহার টার্মিনাল থেকে ২৮ মে, ১ জুন ও ৪ জুন ছাড়ার কথা ছিল ভোর ৬ টা ১৫ মিনিটে, সেটি ছাড়বে সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিটে। ১২৩৩৫ ভাগলপুর লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস ২ জুন ভাগলপুর থেকে ছাড়ার কথা ছিল সকাল ৯ টার, সেটি ছাড়বে সকাল ১০ টা ১৫ মিনিটে। ১৫৬৪৮ গৌহাটি লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস গৌহাটি থেকে ৪ জুলাই ছাড়ার কথা ছিল ৩ টের সময়, সেটি ছাড়বে ৪ টা ৩০ মিনিটে। ২২৯৪৮ ভাগলপুর-সুরাট এক্সপ্রেসটি ভাগলপুর থেকে ৩ জুন ও ৬ জুন ছাড়ার কথা ছিল সকাল ৯ টা ২৫ মিনিটে, সেটি ছাড়বে ১০ টা ২৫ মিনিটে।এরসঙ্গেই পরিবর্তন করা হয়েছে ৩৮ মেইল এক্সপ্রেসের যাত্রাপথ। যার মধ্যে ২২ টি ট্রেন বর্তমানে প্রধানখুনটা-ধানবাদ-পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় স্টেশন হয়ে যাবে। বাকি ১২ টি ট্রেন কিউল-গোয়া-দেহরি-পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় স্টেশন হয়ে গন্তব্যে পৌঁছাবে। এছাড়া বাকি ৪ টি ট্রেন মকাম-পাটনা-গয়া-দেহরি-পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় হয়ে গন্তব্যে পৌঁছাবে।

মাঠের মাঝখানে খালপাড় থেকে উদ্ধার মৃতদেহ, খুনের অভিযোগ পরিবারের

বাসন্তি, ২১ মে (হি. স.) : এক ব্যক্তির রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল ফাঁকা মাঠে খালের পাশ থেকে। মৃতের নাম ধনঞ্জয় সরদার(৫৫)। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার অন্তর্গত চুনাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাত জেলিয়া নতুন পাড়ায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতদেহের শরীরে আঘাতের চিহ্ন থাকায় খুনের অভিযোগ তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

সোমবার রাত থেকেই নিখোঁজ ছিলেন পেশায় চাষী ও দিনমজুর ধনঞ্জয়। এদিন সকালে বাড়ি থেকে অদূরে একটি মাঠের মাঝে খালপাড় থেকে উদ্ধার হয় তার মৃতদেহ। শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন দেখে পরিবারের অভিযোগ খুন করা হয়েছে ধনঞ্জয় কে।

সুপ্রিম কোর্ট

আটের পাতার পর

হয়েছে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন।

কাদের

আটের পাতার পর

হেভিওয়েটের দিক থেকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিরোধীদলের হয়ে শক্তিশালী মেসেজ দিতে পারতেন।

তিনি বলেন, তারা যদি সংসদের বাইরেও কথা বলেন, তাতে সরকারি দলও উপকৃত হবে। বিএনপি যদি রাজপথে আন্দোলন করে তাহলে রাজনৈতিকভাবে তা মোকাবিলা করা হবে।

এ বিষয়ে কাদের আরও বলেন, তবে আন্দোলনের নামে তারা যদি সহিংসতা, জ্বালাও-পোড়াও, ভাংচুর, নৈরাজ্য সৃষ্টি করে তাহলে জনগণের নিরাপত্তার জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যা যা করার দরকার তা করবে।

সিঙ্গাপুর থেকে চিকিৎসা নিয়ে দুই মাস ১১ দিন পর দেশে ফিরে আবার কাজে যোগদান সম্পর্কে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, কাজের উৎসাহ বেড়েছে। কমিটমেন্টও আরও গভীর হয়েছে। মানুষের ভোগান্তি লাঘবে দায়িত্ব পালনের তাগিদ নতুনভাবে পেলাম। একজন রাজনীতিবিদের জীবনে মানুষের ভালোবাসার চেয়ে বড় কিছু নেই।

ছাত্রলীগের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডকে দুঃখজনক উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কাদের বলেন, চিকিৎসার জন্য দেশের বাহিরে থাকায় আমি কমিটি গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত ছিলাম না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলের চারজনকে দায়িত্ব দিয়েছেন, তারাই বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন।

মন্ত্রিসভার রদবদল সম্পর্কে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কাজের সুবিধার জন্য রদবদলের প্রয়োজন পড়ে। প্রধানমন্ত্রী যেহেতু টিম লিডার, উনি জাহাজের ক্যাপ্টেন। সময়ের চাহিদা মেটানো ও বাস্তবতা অনুধাবন করে এটা করা হয়েছে। বিষয়টা হচ্ছে কাজের গতি ও গুণাগুণ নিশ্চিত করার জন্য। সে দিকটাও প্রধানমন্ত্রী দেখছেন। ওবায়দুল কাদের সিঙ্গাপুর থেকে চিকিৎসা শেষে দেশে ফেরার পর আজ প্রথম রাজনৈতিক ইস্যুতে কথা বললেন।

ঘায়েল তিন

● প্রথম পাতার পর

তার আসনেই রক্ত ঝরিয়ে প্রাণ হারায়। এভাবে গাড়ির ভিতরেই মৃত্য হয়েছে বিধায়ক-সহ ১১ জনের। এছাড়া গুলিবিদ্ধ আহত হয়েছেন বিধায়কের দেহরক্ষী এবং অন্য দুজন। তাদের খোনসা সিভিল হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। কিন্তু অবস্থা সংকটজনক বলে উন্নত চিকিৎসার জন্য পার্শবর্তী উজান অসমের ডিব্রুগড়ে আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

এদিকে ঘটনার তীব্র নিন্দা করে হমলাবাজদের কাপুরুষ বলে আখ্যা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তথা পশ্চিম অরুণাচলের সাংসদ কিরেন রিজিজু, মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী তথা এনপিপি সভাপতি কনরাড কে সাংমা। পুলিশ ও আধাসেনা বাহিনী ঘটনাস্থলে জঙ্গিদের ধরতে চিরুনি তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে।

জেলা পুলিশ সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, ধারা গুলি বর্ষণের পর জঙ্গিরা বিধায়কের সফরসঙ্গী তিনটি গাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। গাড়ির ভিতর গুলিবিদ্ধ এক ব্যক্তি আগুনে পুড়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। এদিকে জঙ্গি হামলার সময় একটি গাড়ি দ্রুতগতিতে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। ফলে ওই গাড়ির সকলে রক্ষা পেয়েছেন।

বাড়তি চাপ সামলাতে হবে, সব থেকে চ্যালেঞ্জিং বিশ্বকাপ: বিরাট কোহলি

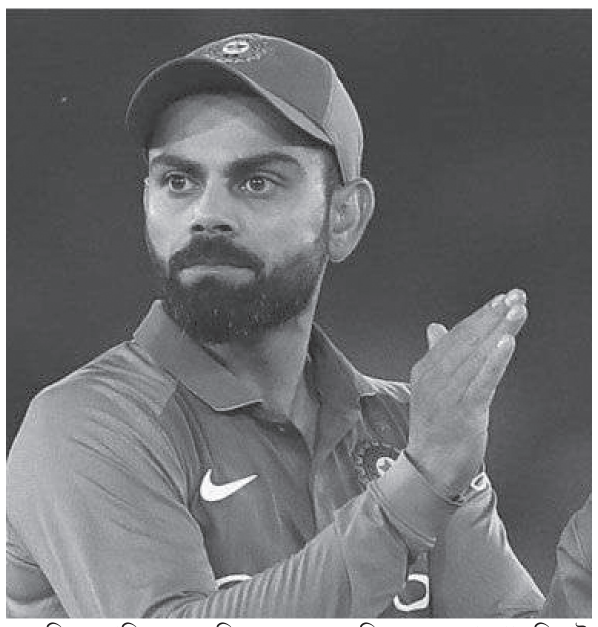

নিজস্ব প্রতিবেদন : বিলেতে বিশ্বকাপ খেলতে উড়ে যাবার আগের দিন সাংবাদিক বৈঠকে আত্মবিশ্বাসের সুর ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির গলায়। নিজেদেরকে অন্যতম শক্তিশালী দল হিসেবে ঘোষণা বিরাট কোহলির। তবে এবারের বিশ্বকাপের ফরম্যাটটাই যে সবচেয়ে কঠিন সেটা জানাতে ভুললেন না বিরাট। একই সঙ্গে বলছেন বিশ্বকাপে বাড়তি চাপ সামলাতে পারলেই বাজিমাতবিশ্বকাপে সব রকমের রানই হতে পারে, তবে বেশ কিছু বড় রানের ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই মনে করেন বিরাট। ক্যাপ্টেন কোহলি বলেন, 'আইসিসি টুর্নামেন্টে সাধারণত পিচ খুব ভালো হয়ে থাকে। ব্রিটেনে এখন সামার চলছে। সুতরাং ওখানকার পরিবেশও দারুন। আমরা আশা করি হাই-স্কোরিং ম্যাচ হবে। কিন্তু দ্বিপাক্ষিক সিরিজের সঙ্গে বিশ্বকাপের তুলনা কোনওভাবেই চলে না। এমনকী লো-স্কোরিং ম্যাচের ক্ষেত্রে, যেখানে ২৬০-২৭০ রানকে হাতে নিয়েও লড়াই করতে হবে। সবধরণের পরিস্থিতির জন্যই আমরা তৈরি। তবে ওখানকার পরিস্থিতি অনুযায়ী এবার বেশ কয়েকটি হাই-স্কোরিং ম্যাচ এবার আমরা দেখতে পাব।'ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর কী করবেন ধোনি! ভাইরাল ভিডিয়োসেই সঙ্গে বিরাট মনে করেন, এবার সব থেকে বেশি চ্যালেঞ্জিং বিশ্বকাপ হতে চলেছে। যে কোনও দল যে কোনও দলকে চমক দিতে পারে। তাই দলকে দ্রুত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। কোচ রবি শাস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বিলেত উড়ে যাওয়ার আগে সাংবাদিক বৈঠকে বিরাট বলে গেলেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এবার হয়তো সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং বিশ্বকাপ হতে চলেছে। আগের যে বিশ্বকাপগুলোতে আমি খেলেছি তার নিরিখেই বলছি। বিশেষ করে এবারের ফরম্যাটটা। এমনকী প্রত্যেকটা দলের শক্তি যদি আপনি বিচার করে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, ২০১৫ সালের আফগানিস্তান আর এখনকার আফগানিস্তান দলের মধ্যে পার্থক্যটা। বিশ্বকাপে যে কোনও দল যে কোনও দলকে তাদের দিনে হারাতে পারে। আমরা আমাদের সাধ্যমতো খেলার চেষ্টা করব। প্রত্যেকটা ম্যাচেই নিজেদের সেরাটা দিয়ে খেলতে হবে। কারণ এখানে কোনও গ্রুপ স্টেজ নেই। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে খেলতে হবে। এটাও একটা অন্য ধরণের চ্যালেঞ্জ। দলকে এই পরিস্থিতির সঙ্গে খুব দ্রুত মানিয়ে নিতে হবে।'তবে বাড়তি চাপ সামলে, ফোকাস ধরে রেখে ম্যাচ বাই ম্যাচ এগোতে হবে বলেই মনে করছেন বিরাট। তিনি বলেন, ' বিশ্বকাপে চাপ সামলানোটাই হল আসল ব্যাপার। কেমন আবহাওয়া বা পরিবেশে খেলতে হবে তার চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ হলো চাপ সামলানো। অনেকেই হয়তো প্রথম বিশ্বকাপ খেলবে। যে দল চাপ সামলাতে পারবে সেই দলই বিশ্বকাপে ভালো খেলবে। যতটা সম্ভব স্বাভাবিক থাকা যায় সেটাই থাকতে হবে সকলকে। এক একটা ম্যাচের উন্মাদনা অনেক বেশি থাকবে। সেখানে ফোকাস থাকতে হবে। যে দল বেশি ফোকাসড আর ব্যালান্সড তারাই বিশ্বকাপে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। আমাদের ফোকাসড থাকতে হবে।'

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচন ২২ অক্টোবর

অবশেষে নির্বাচন হতে চলেছে বিসিসিআইয়ে। ২২ অক্টোবর নির্বাচনের দিক ঠিক করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত তিন সদস্যের কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর্স মঙ্গলবার বৈঠকে বসেছিল। সেখানে নির্বাচনের দিন ঠিক করা হল। সমস্ত রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাগুলোকে ১৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নির্বাচন সেরে ফেলতে হবে। এবং রাজ্য সংস্থার প্রতিনিধিদের নাম ২৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে হবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে।৩০ জুনের মধ্যে নির্বাচনী আচরণবিধি তৈরি করে ফেলতে হবে বিসিসিআইকে। সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত বিশেষ পর্যবেক্ষকের তত্ত্বাবধানেই হবে নির্বাচন। বৈঠক শেষে সিওএ প্রধান বিনোদ রাই বলেছেন, ''সমস্ত রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নির্বাচন সেরে ফেলতে হবে। তারপর ২২ অক্টোবর হবে বিসিসিআইয়ের নির্বাচন।

রিয়ালের প্রাক্তন কোচকে জুভেন্তাসে চাইছেন রোনাল্ডো

ওয়েবডেস্ক: চলতি মরশুমের শেষে জুভেন্তাসের কোচের পদ থেকে সরে যাচ্ছেন ম্যাসিমিলিয়ানো আলেগ্রি। তাঁর জায়গায় নতুন কোচ কে? অনেক নামই তালিকায় রয়েছে। তবে সেই তালিকায় এ বার থাকতে পারে বড়োসড়ো চমক।ইউরোপের সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী, জুভেন্তাসের তারকা ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ায়নো রোনাল্ডো জুভেন্তাসকে জানিয়েছেন রেয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তন কোচ জোসে মোরিনহোকে নতুন কোচ করতে।বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় কোচ মোরিনহো। গত বছর ম্যানইউ কোচের পদ থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর এখন তিনি মুক্ত। অতীতে রেয়ালের কোচ থাকাকালীন রোনাল্ডোর সঙ্গে কাজ করেছেন মোরিনহো। লা লিগা, কোপা ডেল রের জিতেছেন।অন্য দিকে আলেগ্রি জুভেন্তাসের ইতিহাসে অন্যতম সেরা কোচ। পরপর পাঁচবার লিগ খেতাব, চারটি কোপা ইতালিয়া এবং দু''টি সুপারকোপা জিতেছেন। কিন্তু দু''টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে পৌঁছালেও চ্যাম্পিয়ন হতে পাবেননি।বোনাল্ডো, মোরিনহোকে জুভেন্তাসে চাইছেন কারণ দু''জনের এজেন্টও একজনই। জর্জ মেন্ডেস। একইসঙ্গে ইউরোপিয়ান টুর্নামেন্টে মোরিনহোর ট্র্যাকরেকর্ড যথেষ্ট উজ্জ্বল।

আচরণ নিয়ে নেইমারের সঙ্গে বসবেন ব্রাজিল কোচ

আগামী মাসে শুরু হতে হতে যাওয়া কোপা আমেরিকার আগে ব্রাজিল অধিনায়ক নেইমারের সঙ্গে তার আচরণগত সমস্যা নিয়ে কথা বলবেন কোচ তিতে।এই মুহূর্তে লিগ ওয়ান ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সমান তিনটি করে ম্যাচে নিষেধাজ্ঞা কাটাচ্ছেন পিএসজির তারকা ফরোয়ার্ড নেইমার। ফরাসি ফুটবলে তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি দুই ম্যাচের স্থগিত নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন রেনের বিপক্ষে ফরাসি কাপের ফাইনালে সমর্থকের সঙ্গে বাজে আচরণ করে। আর এর আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও পিএসজির মধ্যে শেষ ষোলোর ফিরতি পর্বের ম্যাচে রেফারির একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে বাজে মন্তব্য করায় তাকে ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ করে উয়েফা।

এক সংবাদ সম্মেলনে ২৭ বছর বয়সী নেইমারের সঙ্গে এসব বিষয়ে আলোচনা করবেন বলে জানান তিতে।''নেইমার একটা ভুল করল, যা ছিল তার দোষ। আমি এ ব্যাপারে নেইমারের সঙ্গে কথা বলব। আমি তার সঙ্গে শিক্ষা সম্পর্কে কথা বলব।''''আমি ব্রাজিলের কোচ হিসেবে নেইমারের সঙ্গে কথা বলব, একই সঙ্গে একজন মানুষ হিসেবেও; কথা হবে শিক্ষা ও আচরণরীতি নিয়ে।''''সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা হলো নেইমারের সঙ্গে একটা মত বিনিময় করা। একজন খেলোয়াড়ের আচরণগত যে কোনো সমস্যাই শিক্ষা বিষয়ক হিসেবে বিবেচিত হবে।''বাংলাদেশ সময় আগামী ১৫ জুন সকালে কোপা আমেরিকায় বলিভিয়ার বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ দলে আর্চার-ডসন-ভিন্স

আগে ঘোষিত বিশ্বকাপ দলে তিনটি পরিবর্তন এনেছে ইংল্যান্ড। আলোচনায় থাকা বার্বাডোজে জন্ম নেওয়া গতিময় পেসার জফরা আর্চারকে দলে নিয়েছে ইসিবি। জায়গা পেয়েছেন বাঁহাতি অলরাউন্ডার লিয়াম ডসন ও ব্যাটসম্যান জেমস ভিন্স।

গত ১৭ এপ্রিল ঘোষিত ইংল্যান্ডের ১৫ সদস্যের দল ঘোষণার কিছু দিন পরই মাদক গ্রহণের জন্য নিষিদ্ধ হওয়ায় বাদ পড়েন অ্যালেক্স হেলস। জায়গা হারিয়েছেন ডেভিড উইলি ও জো ডেনলি।

ঘণ্টায় ৯০ মাইল বেগে টানা বোলিং করার সামর্থ্য আছে আর্চারের। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট দিয়ে মূলত নজর কাড়েন তিনি। আয়ারল্যান্ড ও পাকিস্তানের বিপক্ষে সেভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি তবে কিছু কিছু স্পেলে দেখিয়েছেন সামর্থ্যের ঝলক।গত মার্চে ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন ২৪ বছর বয়সী আর্চার। মাত্র তিনটি ওয়ানডে খেলার পর ডাক পেলেন বিশ্বকাপ দলে। পাকিস্তান সিরিজে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি ডেনলি। তার জায়গায় ইসিবি বেছে নিয়েছে গত অক্টোবরে সবশেষ ওয়ানডে খেলা ডসনকে। বাঁহাতি স্পিনার দেশের হয়ে খেলেছেন মোটে তিনটি ওয়ানডে।হেলসের জায়গায় অনুমিতভাবেই দলে এসেছেন ভিন্স। পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই ম্যাচে সুযোগ পেয়ে উপহার দিয়েছিলেন দুটি ভালো উদ্বোধনী জুটি।

আগামী ৩০ মে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ইংল্যান্ড।আগামী ২৩ মে পর্যন্ত আইসিসিকে না জানিয়ে বিশ্বকাপ দলে পরিবর্তন আনতে পারবে দলগুলো। এরপর থেকে পরিবর্তন আনতে নিতে হবে আইসিসির অনুমতি।বিশ্বকাপের ইংল্যান্ড দল: ওয়েন মর্গ্যান (অধিনায়ক), মইন আলি, জফরা আর্চার, জনি বেয়ারস্টো, জস বাটলার, টম কারান, লিয়াম ডসন, লিয়াম প্লানকেট, আদিল রশিদ, জো রুট, জেসন রয়, বেন স্টোকস, জেমস ভিন্স, ক্রিস ওকস, মার্ক উড।

হার্দিকের সঙ্গে কোনও লড়াই নেই: বিজয় শঙ্কর

আজকাল ওয়েবডেস্ক: বিশ্বকাপে প্রথম একাদশে থাকবেন কে? হার্দিক পাণ্ডিয়া না বিজয় শঙ্কর? চার নম্বরে খেলবেন কে? বিজয়কে খেলাতে পারে টিম ইন্ডিয়া। যদিও বিজয় শঙ্কর বলছেন জাতীয় দলে হার্দিকের সঙ্গে তাঁর কোনও লড়াই নেই। বিজয় বলেছেন, ''হার্দিকের সঙ্গে আমার কোনও প্রতিযোগিতা নেই। হার্দিক অসাধারণ ক্রিকেটার। আমরা দু''জনেই অলরাউন্ডার। কিন্তু খেলার ধরন আলাদা। তাছাড়া লড়াইয়ের কোনও জায়গাও নেই। দলের জয়ে দু''জনেই অবদান রাখতে পারলে খুশি হব।'' দু''জনেরই বড় বড় ছয় মারার ব্যাপারে সুনাম রয়েছে। তবে হার্দিক আরও বেশি আক্রমণাত্মক। শঙ্কর বলছেন, ''বড় বড় ছয় মারতে আমারও ভাল লাগে। তবে নিজেকে আরও পরিণত করতে হবে।'' চার নম্বরে ব্যাটিং করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত শঙ্কর বলে দিলেন, ''নিউজিল্যান্ডে চার নম্বরে ব্যাট করেছি। আত্মবিশ্বাস পেয়েছি। এখন নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। যে কোনও জায়গায় ব্যাট করতে আমি প্রস্তুত।'' বিশ্বকাপ যাওয়ার আগে দল যেখানে বিশ্রাম নিচ্ছে। শঙ্কর চেন্নাইয়ে নিজেকে অনুশীলনে ডুবিয়ে রেখেছেন। বলেছেন, ''ছোটবেলার কোচের সঙ্গে ইনডোরে ব্যাটিং অনুশীলন করছি। হায়দরাবাদে খেলার সময় ভিভিএস লক্ষ্মণের মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি। যা বিশ্বকাপে কাজে লাগবে।''

কোহলির ফিনিশিং সচিনের থেকে ভালো: প্রাক্তন বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার

ওয়েবডেস্ক: এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা ক্রিকেটার ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। বিশ্বকাপে তাঁর দিকে তাকিয়ে ভারত। বিরাটের পারফরমেন্স নিয়ে তাঁকে কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে বারবারই তুলনা করা হয়।এবার বিরাটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রাক্তন অস্ট্রেলিয় বোলার তথা বিশ্বকাপ জয়ী অ্যান্ডি বিচেল। বিরাটের ফিনিশিং নিয়ে প্রশংসা করলেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২২৭ ম্যাচে ৩৭বার নটআউট ছিলেন কোহলি। অন্যদিকে সচিন ৪৬৩ ম্যাচে ৪১বার নটআউট ছিলেন।

এক্ষেত্রে কিছুটা বিরাটকে এগিয়ে রাখলেন অ্যান্ডি।বিচেল জানান, ''ধোনির অভিজ্ঞতা বিরাটকে নিজের খেলায় উন্নতি করতে অনেক সাহায্য করেছে। সচিনের সময়টা মাথায় রেখে যদি কথা বলি, তাহলে বলব, ওঁর থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার কিছু নেই। তবে কোহলি নিজেকে মানসিক ভাবে অনেক উন্নত করেছে। যা বড়ো ম্যাচে ওকে অনেক সাহায্য করেছে। মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য কৃতিত্ব রয়েছে ধোনিরও। অস্ট্রেলিয়া দলে যে কাজটা করত মাইকেল বেভান''।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা ছাড়া দাপট অর্থহীন : গুয়ার্দিওলা

প্রথম ক্লাব হিসেবে এক মৌসুমে ইংল্যান্ডের তিনটি ঘরোয়া প্রতিযোগিতাতেই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কীর্তি গড়েছে পেপ গুয়ার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটি। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ না জেতা পর্যন্ত ঘরোয়া ফুটবলের এই দাপট যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন স্প্যানিশ এই কোচ।লিগ কাপ ও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পর শনিবার রাহিম স্টার্লিংয়ের হ্যাটট্রিকে ওয়াটফোর্ডকে ৬-০লিগ কাপ ও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পর শনিবার রাহিম স্টার্লিংয়ের হ্যাটট্রিকে ওয়াটফোর্ডকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে এফএ কাপের শিরোপা ঘরে তোলে গুয়ার্দিওলার দল।

গুয়ার্দিওলার অধীনে ঘরোয়া পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে সাফল্য পেলেও ইউরোপের মঞ্চে সাফল্য এখনও অধরা সিটির। আগামীতে সিটির হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সাফল্য পেতে চান ৪৮ বছর বয়সী এই কোচ।''চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতলাম কিনা তা দিয়ে আমাদের মূল্যায়ন করা হবে, এ কথা আমি আগেই বলেছিলাম। আমি জানি, আমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ না জেতা পর্যন্ত এটা যথেষ্ট হবে না।''''এটা আমার সঙ্গে এসেছে। আমি সেটা জানি। বার্সেলোনাতে আমরা ভাগ্যবান ছিলাম যে চার বছরে এই শিরোপা দুইবার জিতেছিলাম। আর মানুষ আশা করে যে আমি বিশেষ কেউ; আমাদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিততেই হবে।''

ফুটবলকে বিদায় জানালেন জাভি হার্নান্দেজ

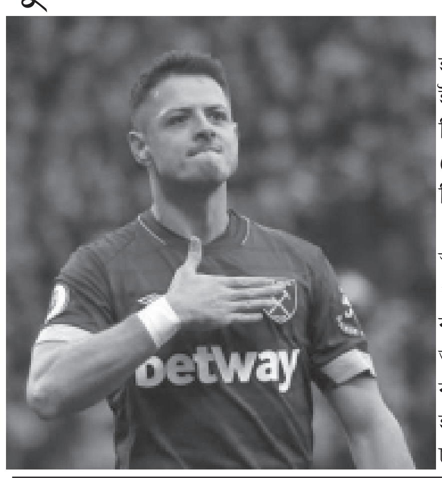

ফুটবলকে চিরবিদায় জানালেন জাভি হার্নান্দেজ। ৩৯ বছর বয়সী জাভি স্পেনের হয়ে দুটি ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ ও একটি বিশ্বকাপ জিতেছেন। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে হাজারেরও বেশি ম্যাচ খেলে ১২৩টি গোল ও ৩২টি ট্রফি জিতেছেন তিনি।

২১ বছরের পেশাদার ফুটবল ক্যারিয়ারে স্প্যানিশ জায়ান্ট বার্সেলোনাতেই তিনি খেলেছেন ১৭ বছর।বার্সার প্রাক্তন এই ফুটবল লিজেন্ড কাতারভিত্তিক ক্লাব আল-সাদের হয়ে গতকালই তার শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। বার্সায় তার দীর্ঘ ক্যারিয়ার জীবনে আটবার লা লিগা চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। তার নেতৃত্বে তিনবার কোপা দেল রে ও চারবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে বার্সা।

অনুরাগীদের স্মিথ-ওয়ার্নারে সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারের অনুরোধ ব্রিটিশ তারকার

লন্ডন: বার্মি আর্মির মতিগতি ভালো মতোই বোঝেন। সেকারণেই আসন্ন বিশ্বকাপে ব্রিটিশ ক্রিকেট অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে বিশষ একটি অনুরোধ করলেন অল-রাউন্ডার মঈন আলি। বিশ্বকাপ চলাকালীন নির্বাসন কাটিয়ে দলে ফেরা দুই অজি তারকা স্টিভ স্মিথ ও ডেভিড ওয়ার্নারের সঙ্গে আনুরাগীদের ভদ্র ব্যবহারের আবেদন জানান ব্রিটিশ তারকা।অস্ট্রেলিয়া দলের মনোবলে ধাক্কা দিতে বার্মি আর্মি ইতিমধ্যেই টার্গেট করেছে ডেভিড ওয়ার্নারকে। নিজিদের অফিসিয়াল টুইটার পোস্টে ওয়ার্নারের জার্সির সামনে অস্ট্রেলিয়া''র জায়গায় ''চিটস'' শব্দটি লিখে গোটা অজি দলকেই এক প্রকার প্রতারক আখ্যা দেয়। ওয়ার্নারের বিকৃত সেই ছবির পাশাপাশি হলুদ স্যান্ডপেপার হাতে নাথন লায়ন ও মিচেল স্টার্কের ছবিও পোস্ট করে বার্মি আর্মি।ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি মঈনের।

তার উপর অজি কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার স্মিথ ও ওয়ার্নারের সঙ্গে স্পর্শকাতর আচরণ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, দুই তারকার জন্য স্বস্তিদায়ক পরিবেশ তৈরিই হবে প্রধান চ্যালেঞ্জ। ল্যাঙ্গারের প্রকারান্তরে স্মিথ-ওয়ার্নারকে নিয়ে এমন সংশয় প্রকাশ করার পরেই মঈন ব্যাট ধরেন দুই অজি তারকার হয়ে।মঈন জানান, ''আমি চাই স্মিথ ও ওয়ার্নারের মধ্যে জড়তা না থাকুক। আমি চাই ওরা খেলা এবং মাঠের পরিবেশ উপভোগ করুক। নিছক মজার ছলে যদি কিছু ঘটে, তবে সেটাকে ব্যক্তিগতভাবে নেওয়া উচিত নয় ওদের।''পরক্ষণেই মঈন বলেন, ''আমরা সবাই মানুষ। ভুল সবার হয়। আমাদের সবারই আবেগ-অনুভূতি রয়েছে। আমি জানি ওরা মানুষ হিসাবে খুবই ভালো। আশা করি ওদের সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করতে অনুরাগীরা। আমি চাই শুধু মাত্র ওদের ক্রিকেট নিয়েই আলোচনা হোক।''

NOTIFICATION

Subject : Timings of O.P.D. Patients Registration at AGMC & GBP Hospital.

Henceforth and until further order the timings of O.P.D. Patients' Registration at A.G.M.C & G.B.P Hospital, Agartala will be from 08:00 AM to 03:00 PM to provide smooth O.P.D. Services to the Patients from 09:00 AM to 04.30 PM

This will come into force with immediate effect.

(Anima Debbarma)
Under Secretary to the Government of Tripura.

ICA/D/213/19-20

এবারের বিশ্বকাপ চ্যালেঞ্জিং হবে ঃ ক্যাপ্টেন

মুম্বই: বিশ্বকাপ খেলতে ২২ মে ইংল্যান্ডের উড়ান ধরছে ভারতীয় দল। তার আগে আজ মুম্বইয়ের ক্রিকেট সেন্টারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। কোচ রবি শাস্ত্রীকে পাশে রেখে বিশ্বকাপের আগে দেশের মাটিতে শেষ সাংবাদিক সম্মেলন করলেন বিরাট।

কেরিয়ারে অধিনায়ক হিসেবে প্রথম ও ক্রিকেটার হিসেবে এটি তৃতীয় বিশ্বকাপ বিরাটের। এর আগে ধোনির অধিনায়কত্বে ২০১১ ও ২০১৫ বিশ্বকাপ খেলেছেন কোহলি। ইংল্যান্ডের বিমানে ওঠার আগে, বিশ্বকাপের চাপ নিতে তৈরি গোটা দল, এমনটাই জানালেন ''মেন ইন ব্লু'' কাপ্তান। ফোকাস ধরে রেখে ম্যাচ বাই ম্যাচ এগোতে চান বলে মন্তব্য কোহলির।বিশ্বকাপের আগে ইংল্যান্ডের মাটিতে, ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান ওয়ান ডে সিরিজের তিন ম্যাচে দুই দলই ৩৪০ প্লাস রান তুলেছে। সেই সিরিজে চোখ রেখেছিলেন বিরাট। সেই সিরিজ দেখেই বিরাট মনে করছেন, বিশ্বকাপে প্রতি ম্যাচেই এবার হাই স্কোরিং হতে চলেছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ভারত অধিনায়ক বলেন, ''বিশ্বকাপে এবার হাই স্কোরিং ম্যাচ আশা করছি। সেই অনুয়ায়ীই দল প্রস্তুতি নেবে।''

সেই সঙ্গে বিরাট আরও বলেন ''বিশ্বকাপে এবার ফর্ম্যাট বদল হয়েছে। লম্বা টুর্নামেন্টে প্রতিটি দলকে প্রতিটি দলের বিরুদ্ধে খেলতে হবে। ফর্ম্যাট বদলের ফলে টুর্নামেন্ট আরও কঠিন হয়েছে।

এটা আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ এবং সেই চ্যালেঞ্জ আমাদের নিতে হবে।''উল্লেখ্য বিশ্বকাপের দ্বাদশ সংস্করণ এবার খেলা হবে রাউন্ড- রবিন ফর্ম্যাটে। অর্থাত কোনও একটি দল গ্রুপ পর্বে টুর্নামেন্টের বাকি ৯ দলের বিরুদ্ধে খেলবে। পয়েন্ট টেবিলে প্রথম চারে শেষ করা দলগুলি সেমিফাইনাল খেলার সুযোগ পাবে।অন্যদিকে ১৬ জুন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাঞ্চেস্টার মহারণ নিয়ে এখন থেকেই ভাবতে নারাজ বিরাট। কোহলি জানিয়েছেন, '' ফোকাস ধরে রেখে ম্যাচ ধরে এগোলে কোনও প্রতিপক্ষকেই বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই।''বিশ্বকাপে ভারতীয় দল-রাট কোহলি(অধিনায়ক), রোহিত শর্মা(সহ- অধিনায়ক), শিখর ধাওয়ান, লোকেশ রাহুল, বিজয় শংকর, এম এস ধোনি, কেদার যাদব, দীনেশ কার্তিক, হার্দিক পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা, যুবেন্দ্র চাহাল, কুলদীপ যাদব, ভুবনেশ্বর কুমার, জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ শামি।ইংল্যান্ড পৌঁছে ২৫ মে নিউজিল্যান্ড ও ২৮ মে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ভারত। এরপর ৫ জুন রোস বোল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে কোহলি অ্যান্ড কোম্পানি। বিশ্বকাপের শুরুতেই এবার চার কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে হবে কোহলিদের। কোচ শাস্ত্রী মেনেই নিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম চার ম্যাচ ভারতের কাছে কঠিন পরীক্ষার।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস বাতিল হওয়ায় দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। আচমকা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস বাতিল হয়ে যাওয়ায় যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। সীমান্ত রেলওয়ের তরফ থেকে জানানো হয়েছে আগরতলা-শিয়ালদহ ও শিয়ালদহ-আগরতলা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। যার দরুণ মঙ্গলবার আগরতলা বাধারঘাট থেকে ট্রেনটি ছাড়েনি। এদিকে সোমবার যাত্রীদের মোবাইলে খবরটি পৌঁছতেই যাত্রীরা বাধারঘাট স্টেশনে ছুটে আসে এবং খবরের সত্যতা যাচাই করতে স্টেশনে মাস্টারের রুমের ভিড় করে বলে জানা গেছে। হঠাৎ করে কেন ট্রেনটি বাতিল করা সে বিষয়ে জানতে স্টেশন মাস্টারের রুমের সামনে যাত্রীদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। যদিও পরবর্তী সময়ে জানানো হয়েছে, সদর দপ্তর মালিগাঁও-এর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, শিয়ালদহ স্টেশনে ইন্টার লকিং এর কাজ চলছে। তাছাড়া ট্র্যাকেরও কিছু সমস্যা সারাই এর কাজ চলছে। সেই জন্যই কাঞ্জনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসটি বাতিল করা হয়েছে। এদিকে আচমকা ট্রেন বাতিলের ফলে যাত্রীদের চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েন বলে জানা গেছে।

সাব্রুমে নজরুল জয়ন্তী পালনের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। ২৬ মে সাব্রুমে নজরুল জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হবে। মহকুমাভিত্তিক নজরুল জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান ঐ দিন ভোরে প্রভাতফেরীর মাধ্যমে শুরু হবে। সকাল ৭টায় নজরুল পার্কে কবির মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান ও পুপার্ঘ্য অর্পনের মাধ্যমে কবির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হবে। সকাল ১১টায় সাবম পুরাতন টাউন হলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পী এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সংগীত নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করবে। নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপনের লক্ষ্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মহকুমা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নজরুল জন্মজয়ন্তী পালন উপলক্ষে ২৬ মে সকাল ৭টায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তিনটি বিভাগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হবে। তাছাড়া অনুষ্ঠিত হবে ওপেন ক্যুইজ প্রতিযোগিতাও।

সাংগ্রাই উৎসব ও বুদ্ধ জয়ন্তী অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। দুইদিন ব্যাপী সাংগ্রাই উৎসব এবং বুদ্ধ জয়ন্তী অনুষ্ঠান ১৯মে সাবমের পথই মগ পাড়া এস বি স্কুল মাঠে সমাপ্ত হয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং মগ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে গত ১৮ মে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। এই উপলক্ষে প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মগুরু ড: ধম্মাপিয়া এবং এ্যানিসারা ভিক্ষু ও মগ সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি থোয়াইংসা মগ, বাবু মগ প্রমুখ। সাংগ্রাই উৎসবে ভগবান বুদ্ধের অহিংসা বাণী এবং মিশ্র সংস্কৃতির ধারা তুলে ধরা হয়।

মঙ্গলবার গোটা দেশের সাথে রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় রাজীব গান্ধীর প্রয়াণ দিবস। ছবি- নিজস্ব।

হাসিনা জাপান সফরের সময় নিরাপত্তা সতর্কতার প্রত্যাহার চাইবেন

ঢাকা, ২১ মে (হি.স.) : প্রায় ৩ বছর ধরে বাংলাদেশে বহাল রয়েছে জাপানের নিরাপত্তা সতর্কতা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আসন্ন টোকিও সফরে এর প্রত্যাহার চাইবে ঢাকা। আগামী ২৯ মে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠক হবে। ওই বৈঠকেই 'নিরাপত্তা'র মত স্পর্শকাতর বিষয়ের আলোচনার উপযুক্ত ফোরাম মনে করছে বাংলাদেশ। সরকার প্রধানের সফর প্রস্তুতির সঙ্গে যুক্ত দায়িত্বশীল সূত্রগুলো বলছে, ২০১৬ সালের ১ জুলাই ঢাকার অভিজাত এলাকা গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারীতে ইতিহাসের ভয়াবহতম জঙ্গি হামলার ঘটনায় সাত জাপানি নাগরিক নিহত হওয়ার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ভ্রমণে জাপানি নাগরিকদের জন্য 'নিরাপত্তা সতর্কতা' জারি করেছিল টোকিও। এটি এখনও বলবৎ আছে।

বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য বিব্রতকর মন্তব্য করে সরকারের একজন কর্মকর্তা বলেন, হলি আর্টিজানের ঘটনার পর বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে। গুলশান হামলার পুনরাবৃত্তি তো নয়ই বরং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও উগ্রপন্থিদের সংগঠিত হওয়ার সব ধরণের চেষ্টা অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে মোকাবিলা করেছে ঢাকা। কিন্তু জাপান আজ অবধি বাংলাদেশ ভ্রমণে তাদের নাগরিকদের জন্য জারি করা নিরাপত্তা সতর্কতা শিথিল বা প্রত্যাহার করেনি।

ওই কর্মকর্তা বলেন, ওই ঘটনার পর পশ্চিমা দুনিয়াও নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করেছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্রগুলো পর্যায়ক্রমে তা শিথিল করে এবং উঠিয়ে নেয়। সমপ্রতি নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে মর্মান্তিক সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় ৫০ জনেরও বেশি নিহত হলেও ওই দেশের জন্য ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেনি জাপান। কিন্তু বাংলাদেশের বিষয়ে তারা এখনও উদ্বিগ্ন। ফলে এই যুক্তিও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে উত্থাপন করা হবে এবং বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানানো হবে। জাপানের সবচেয়ে বড় মিডিয়া প্রতিষ্ঠান নিকেই প্রতি বছরের মতো এবারও আগামী ৩০ ও ৩১ মে টোকিওতে 'ফিউচার অব এশিয়া' অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। ওই অনুষ্ঠানে জাপানের প্রধানমন্ত্রী বিশেষ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বাংলাদেশের সরকার প্রধানকে। তার আমন্ত্রণ রক্ষায় আগামী ২৮ মে জাপান যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। ওই অনুষ্ঠানের আগের দিনে দুই দেশের সরকার প্রধান পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক বৈঠক হবে। ওই বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হবে। জাপান প্রস্তাবিত বিগ-বি প্ল্যানের আওতায় জাপান মাতারবাড়িতে একটি সমুদ্র বন্দর, বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং অন্যান্য অবকাঠামো তৈরি করছে। এখানে কিভাবে একটি শিল্পাঞ্চল তৈরি করা যায় সেটি নিয়ে আলোচনা করবে বাংলাদেশ। উল্লেখ্য, চলতি মাসের শেষের দিকে একসঙ্গে ৩ দেশ সফরে বের হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৮-৯ দিনের প্রস্তাবিত ওই সফর শুরু হবে জাপান দিয়ে। মধ্যখানে সৌদি আরব আর সমাপ্তি ঘটবে ফিনল্যান্ড সফরের মধ্য দিয়ে।

বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়ে রাজ্যের মামলা খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট

কলকাতা, ২১ মে (হি.স): রাজ্যের ভোটে বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা মঙ্গলবার খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। লোকসভা নির্বাচনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ পর্যবেক্ষক ও কেন্দ্রীয় পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে দুজন অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের নিয়োগ করেছিল নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গে পর্যবেক্ষক নিয়োগ নিয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের সেই আর্জিই এদিন খারিজ করে দিল সর্বোচ্চ আদালত। যেহেতু লোকসভা নির্বাচন শেষ হয়ে গেছে তাই এই মামলার কোনও গুরুত্ব নেই বলে মঙ্গলবার জানিয়ে দিলেন সুপ্রিম কোর্টের অবকাশ কালীন বেঞ্চের দুই বিচাপতি অরুণ মিশ্র এবং বিচারপতি এমআর শাহ। তাঁরা জানালেন, চাইলে কলকাতা হাইকোর্টে যেতে পারত রাজ্য সরকার।

পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচন সুষ্ঠভাবে করানোর জন্য নির্বাচনের কমিশনের তরফ থেকে বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয় অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস বিবেক দুবেকে। ১৯৮১ ব্যাচের আইপিএস অফিসার বিবেক দুবে। ২০১৫-তে অন্ধ্রপ্রদেশের এডিজি ওয়েলফেয়ার হিসেবে অবসর নেন। সিবিআইয়ে থাকাকালীন তিনি বিলকিস বানো মামলার তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন। সিবিআইয়ের জয়েন্ট ডিরেক্টর হিসেবে আবু সালেমের প্রত্যর্পণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন এই দুঁদে আইপিএস।

এবারের নির্বাচনে বাংলাকে যে বিশেষ নজরে রেখেছিল কমিশন, তা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার সময়ই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা। ভোট সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসেবে অজয় নায়েককে নিয়োগ করেছিল নির্বাচন কমিশন। ১৯৮৪ ব্যাচের আইএএস অফিসার অজয় নায়েক। কেন্দ্রীয় বাহিনীর মতো বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ নিয়েও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আপত্তি ছিল। বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ নিয়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলাতেও ছিল আপত্তির সুর। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের বিভিন্ন জনসভা থেকে নির্বাচন কমিশনের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, কেন দুজন 'অবসরপ্রাপ্ত' আইপিএসকে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দিয়ে বাংলায় পাঠানো হল তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল নেত্রী।

বাংলায় শান্তিপূর্ণ ভোট করার লক্ষ্য নিয়ে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হলেও সপ্তম দফার শেষে বাংলায় বহাল ছিল অশান্তির বাতাবরণ। যদিও নির্বাচনের কমিশনের দাবি বাংলায় 'শান্তিপূর্ণ' এবং 'সুষ্ঠ'ভাবে সম্পন্ন ছয়ের পাতায় দেখুন

উদয়পুরে নজরুল জন্মজয়ন্তী পালনের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং উদয়পুর পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আগামী ২৬ মে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উদয়পুরে কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী পালন করা হবে। প্রভাতী অনুষ্ঠান, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হবে। মূল অনুষ্ঠানটি হবে উদয়পুর টাউন হলে। সেখানে সন্ধ্যায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা সংগীত, ন'ত্য, আব'ত্তি পরিবেশন করবেন। অনুষ্ঠান সফল করতে আজ তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ে জেলা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি পদ্মমোহন জমাতিয়ার সভাপতিত্বে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ অধিকর্তা দেবাশীষ নাথ সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

ভোট গণনা : ঊনকোটিতে মাইক্রো অবজারভারদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। আজ ঊনকোটি জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে আগামী ২৩ শে মে ভোট গণনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত মাইক্রো অবজারভারদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ দেন ডি সি এম তথা কৈলাসহর পুর পরিষদের চীফ এ্যিকিউটিভ অফিসার হোমাগি ভ-াচার্য্য। মোট ৩০ জন মাইক্রো অবজারভার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে কেরলে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা

তিরুবনন্তপুরম, ২১ মে (হি.স.) : শেষ হয়েছে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন ঊ এবার গণনার পালা ঊ আগামী ২৩ মে ভোট গণনা ঊ আর আগে ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে কেরলে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মঙ্গলবার পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন শেষ হয়েছে ১৯ মে। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবে ২৩ মে। সেই কারণে কেরলে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছে। স্পর্শকাতর এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ভোট গণনার দিন যাতে কোনও কারণে নিরাপত্তা বিঘ্ন না হয় তার জন্য বিভিন্ন জেলা পুলিশ প্রধানদের অধীনে ২২,৬৪০ পুলিশ কর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে ১১১ ডিওয়াইএসপিএস, ৩৯৫ ইন্সপেক্টর, ২৬৩২ এসআই/এএসআইএস এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী থেকে ১৩৪৪ জন পুলিশ কর্মী।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক টিকা রাম মীনা আগে বলেছিলেন, পুলিশ ৪,৪৮২ টি স্পর্শকাতর ভোট কেন্দ্রকে চিহ্নিত করেছিল যার মধ্যে ১৬২ টি রয়েছে অতি বামপন্থী প্রবণ এলাকা। সেই সমস্ত স্পর্শকাতর এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানো হয়েছে।

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচেন এই রাজ্যে ভোট গ্রহণ হয়েছিল একদফায় ঊ এবার ২৩ এপ্রিল তৃতীয় দফায় কেরলের ২০টি লোকসভা আসনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

"জয় শ্রীরাম" ধ্বনি দিয়ে শাসকদলের তোপের মুখে মীনা দেবী পুরোহিত

কলকাতা, ২১ মে (হি.স): জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেওয়ায় এবার রাজ্যের শাসকদলের তোপের মুখে পড়লেন বিজেপি কাউন্সিলর মীনা দেবী পুরোহিত। তিনি কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশনের মধ্যে কক্ষের ভিতরেই জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেন । আর এতেই ক্ষিপ্ত তৃণমূল নেতা তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। মেয়র বলেন, 'বাক স্বাধীনতা সবার আছে। কিন্তু উনি একজন জনপ্রতিনিধি। ওনার নিজের দায়িত্বটা বোঝা উচিত'।

আজ কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশনে শেষ বক্তব্য রাখেন মীনা দেবী পুরোহিত। স্ট্যান্ড রোডে ড্রেনেজের সমস্যা নিয়ে বলার পর তিনি অধিবেশন কক্ষে 'বন্দেমাতরম', 'ভারত মাতা কি জয়', 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দেন। তখনই প্রতিবাদ করেন মেয়র পারিষদ তারক সিং। এরপরই অধিবেশন কক্ষ সরগরম হয়ে ওঠে।'এই নিয়ে শাসকদল বিরোধিতা করলে বিজেপি কাউন্সিলর মীনা দেবী পুরোহিত বলেন, 'রাম ভগবান। ভগবানের নাম নেওয়া কি অপরাধ' ? যদিও মীনা দেবীর এই মন্তব্যে বিরোধিতা করেন মেয়র পারিষদ তারক সিং। বলেন, 'অধিবেশন কক্ষে এই ধরনের ধ্বনি দেওয়া উচিত নয়। কারণ আমাদের সংবিধানে কোনও ধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি'।

এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে মীনা দেবী বলেন, 'জয়শ্রীরাম বলা কোনও পাপ নয়। মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেও আমরা জয়শ্রীরাম, রামরাম বলি। তাতে কী হয়েছে ? আমি যেকোনও জায়গায় জয়শ্রীরাম বলতে পারি'। যদিও মীনা দেবীর এই আচরণের তীব্র বিরোধিতা করেন মেয়র পারিষদ তারক সিং। তিনি বলেন, 'কোনও অধিবেশন কক্ষে এটা বলা উচিত নয়। আমাদের সংবিধানে কোনও ধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। তাছাড়া, রাম হিন্দু ছিলেন না। রাম আর্যপুত্র। আসলে এসবই বিভাজন সৃষ্টি করার জন্য বলা হচ্ছে'। এবিষয়ে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে কাজের পরিবেশ নষ্ট হয়। যদি ধর্মীয় আবেগ প্রকাশ করতে হয় তাহলে মন্দিরে যান। কিন্তু অধিবেশনে বলা উচিত নয়। সবাই যদি কাজের মধ্যে ধর্ম নিয়ে চলে আসে। তাহলে কাজ কী করে হবে ? বাংলার সংস্কৃতি তো নষ্ট করেই দিয়েছে। এখন যদি কাজের জায়গায় এসব হয়, তাহলে তো পশ্চিমবঙ্গই উঠে যাবে'।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

পোর্টব্লেয়ার, ২১ মে (হি.স.) : মধ্যরাতে কেঁপে উঠল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। সোমবার মধ্যরাতে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। রিখটার স্কেলে ওই কম্পনের তীব্রতা ছিল ৪.৫। ভূমিকম্প গবেষক সংস্থা আইএমডি-র দেওয়া তথ্য অনুসারে, ওই দিন রাত ২টো বেজে চার মিনিট নাগাদ কম্পন অনুভূত হয় ভারতের কেন্দ্রশাসিত দ্বীপপুঞ্জ এলাকায়। বঙ্গোপসাগরের উপরে অবস্থিত ওই দ্বীপপুঞ্জগুলিতে এই কম্পনের ফলে কতটা ক্ষতি হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, এই নিয়ে গত চার দিনের মধ্যে দুই বার ভূমিকম্প হল আন্দামানে। গত শুক্রবার মধ্যরাতে এই একই মাত্রায় কম্পন অনুভূত হয়েছিল আন্দামানে। ভারতের এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটিতে এত অল্প সময়ের ব্যবধানে বার দুয়েক কম্পন হওয়ায় খুব স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়ছে।

ভোট গণনা কৈলাসহরে প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। আজ বিকালে ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে ঊনকোটি জেলার ২-পূর্ব ত্রিপুরা (উপজাতি সংরক্ষিত) লোকসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের সমস্ত কাউন্টিং সুপারভাইজার ও কাউন্টিং এসিস্টেন্টদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণে ঊনকোটি জেলার নির্বাচনী পর্যবেক্ষক এস সি ধলাই মতবিনিময় করেন। আলোচনা করেন জেলাশাসক তথা ডি ই ও রবীন্দ্র রিয়াং, অতিরিক্ত জেলাশাসক অজিত শুক্লদাস, কৈলাসহরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ডা. বিশাল কুমার প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন কুমারঘাটের এস ডি এম সন্দীপ চক্রবর্তীও। পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেন ডি সি এম তথা কৈলাসহর পুরপরিষদের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হোমাগি ভট্টাচার্য্য।

বিএনপি মহাসচিব ফখরুল সংসদে থাকলে বিরোধী দল শক্তিশালী হতো ঃ কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,মে ২১ ।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জাতীয় সংসদে থাকলে বিরোধী দলের অবস্থা আরও শক্তিশালী হতো।বিরোধীদল হিসেবে তাদের 'পারপাস সার্ভ' করার জন্য ফখরুলের যোগদান আবশ্যক ছিল বলেই মনে করছেন সেতুমন্ত্রী।

ওবায়দুল কাদের আজ দুপুরে রাজধানীর বনানীর সেতুভবনে পদ্মা সেতুসহ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্প কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের একথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি কি করবে, সেটা তাদের সিদ্ধান্তের বিষয়। তবে তারা সংসদে যোগ দিয়ে শুভ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। অংশগ্রহণ সংখ্যার দিক থেকে নয়, ছয়ের পাতায় দেখুন

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

কেরানীগঞ্জ কারাগারে খালেদার বিচারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে শিগগিরই চ্যালেঞ্জ করবে বিএনপি

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২১ ।। বিএনপির সিনিয়র নেতা মওদুদ আহমদ মঙ্গলবার বলেছেন, কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে অস্থায়ী আদালত বসিয়ে দলের চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার বিচারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে শিগগিরই চ্যালেঞ্জ করবেন তারা। তিনি বলেন,আমরা গতকাল (সোমবার) কেরানীগঞ্জ কারাগারে গিয়েছিলাম, ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য আদালতে যে পরিবেশ থাকার প্রয়োজন, সে ধরনের কোনো পরিবেশ সেখানে নেই। এক মানববন্ধন কর্মসূচিতে বিএনপি নেতা আরও বলেন,আমরা মনে করছি, কেরানীগঞ্জে আদালত স্থাপন সম্পূর্ণ সংবিধান পরিপন্থী। এর মাধ্যমে সংবিধানে একজন নাগরিককে যে মৌলিক অধিকার দেয়া হয়েছে সেই অধিকারও লঙ্ঘন করা হবে। এজন্য আমরা খুব শিগগিরই কেরানীগঞ্জ কারাগারে আদালত স্থাপনের বৈধতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করবো।

জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে মানববন্ধনের আয়োজন করে বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ।

গত ১৩ মে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ১৭ মামলার বিচারিক কার্যক্রম কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতরে স্থাপিত অস্থায়ী বিশেষ আদালতে চালানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে সরকার।

দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়ের করা দুর্নীতির একটি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে পুরান ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোডের পুরানো কেন্দ্রীয় কারাগারে ছিলেন বিএনপি নেত্রী। তবে চিকিৎসার জন্য চলতি বছরের ১ এপ্রিল বিএসএমএমইউতে নেয়া হয় বিএনপি চেয়ারপার্সনকে। এরপর থেকে সেখানেই আছেন তিনি। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মওদুদ বলেন, অসুস্থ খালেদা জিয়াকে বিএসএমএমইউ থেকে কেরানীগঞ্জ কারাগারে স্থানান্তরের মধ্য দিয়ে নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করেছে সরকার।

নির্জন ও পরিত্যক্ত কারাগারে দীর্ঘদিন ধরে একাকী জীবনযাপন করে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তাদের চেয়ারপার্সন। তার এই অসুস্থতার জন্য সরকার দায়ী। দেশের মানুষও মনে করে এ অবস্থার জন্য সরকার দায়ী, যোগ করেন তিনি। বিএনপি নেতা আরও বলেন, খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সবকিছু তারা করছেন।কিন্তু সরকারের কূট কৌশলের কারণে আমরা সফল হতে পারছি না। কিন্তু তারপরেও আমাদের এই আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।

রাজপথে আন্দোলনের জন্য বিএনপি নেতা-কর্মীদের প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে মওদুদ বলেন, আমাদের আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে হবে। কারণ শেষ পর্যন্ত আন্দোলন ছাড়া খালেদা জিয়ার মুক্তি অর্জন করা সম্ভবপর হবে না। আমাদের আদালতে ও রাজপথে দুই জায়গায় লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

মানববন্ধনে আরও বক্তব্য দেন নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন প্রমুখ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।